সম্পূর্ণরূপ বলাধান হইতে না হইতেই এক মাসের মধ্যে সংবাদ আসিল, তাঁহার পিতৃব্যপত্নী জ্বরাক্রান্তা হইয়াছেন। পিতৃব্যপত্নীর অনুরোধ যে তিনি শীঘ্র একবার মেরীকে পুনরায় দর্শন করেন। পেনরিথের সুখ স্বচ্ছন্দতার জলাঞ্জলি দিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ কর্ত্তব্যের আহ্বানের বশবর্ত্তী হইলেন। শীত ঋতুর এক ভয়ানক দুর্দ্দিনে তাঁহাকে পেনরিথের সুখধাম পরিত্যাগ করিয়া পরোপকারব্রত পালনার্থ একাকিনী মারীভয়াক্রান্ত অস্‌মদর্লী গ্রামে পুনঃ প্রবেশ করিতে হইল। পূর্ব্বকার কর্ম্মক্ষেত্র তাঁহার সম্মুখে বিস্তৃত। তাঁহার সেবার গুণে পিতৃব্যপত্নী আরোগ্য লাভ করিলেন। কিন্তু আত্যন্তিক পরিশ্রমে মেরীর স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইল এবং ত্বরায় তাঁহাকে অস্‌মদর্লী পরিত্যাগ করিতে হইল।

১৮২৬ খৃঃ অব্দের জানুয়ারী মাসে মেরী অস্‌মদর্লী হইতে শেষ বিদায় গ্রহণ করিলেন। গ্রামবাসীরা সকলেই তাঁহার সদ্গুণে এতদূর বিমুগ্ধ হইয়াছিল, যে যাইবার সময় অনেক দূর পর্য্যন্ত তাহারা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গমন করিল। স্বাস্থ্যবিধানার্থ মেরী পুনরায় পেন্‌রিথে আইলেন। এখানে থাকিয়া আমেরিকাস্থ বান্ধবগণের নিকট তিনি অনেক বার পত্র লিখিয়াছিলেন। প্রত্যুত্তরে তাঁহারা অনেকেই তাঁহাকে পুনরায় দেখিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সদ্গুণের খ্যাতি আমেরিকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। পেনরিথে আসিয়া মেরীর এবার তত উপকার বোধ হইল না। তাঁহার স্বদেশ দেখিবার ইচ্ছা এদিকে বলবতী হইতে লাগিল। আর তিনি ইংলণ্ডে তিষ্ঠিতে পারিলেন না।

১৮২৬ খৃঃ অব্দের গ্রীষ্মকালে মেরী সহর্ষচিত্তে জন্মভূমিতে পদার্পণ করিলেন। তাঁহার বান্ধবগণ যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করিল। এক্ষণে বোষ্টন নগরীকে তিনি অন্যবিধ দেখিলেন। তথাকার বড় বড় লোক পর্য্যন্ত যথেষ্ট সমাদরের সহিত তাঁহার সহিত সম্ভাষণ করিতে লাগিল। কিন্তু মেরী তাহাতেই বিমুগ্ধ হইয়া গেলেন না। তিনি পুনরায় এখানে জীবনের মহৎ ব্রতের অনুষ্ঠান আরম্ভ করিলেন। শীতকালের অধিকাংশ সময়ই দীন হীন দিগের অভাব মোচনার্থ ক্ষেপণ করিতে লাগিলেন এবং প্রতি

রবিবারে দরিদ্র সন্তানদিগের শিক্ষার জন্য একটী বিদ্যালয় সংস্থাপন করিলেন।

এখন আমরা এই বীরাঙ্গনার জীবন চরিতের একটী গুরুতর পরিচ্ছেদে উপনীত হইলাম। মেরী বাল্যাবস্থায় যৎকালে বিদ্যালয়ে ছিলেন, হেন্‌রী ওয়ার নামক জনৈক ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠার্থীর সহিত তাঁহার অত্যন্ত হৃদ্যতা হইয়াছিল। প্রায় দুই বৎসর কাল তাঁহাদিগের পরস্পরের দেখা সাক্ষাৎ ছিল না। ইতিমধ্যে হেন্‌রী দার পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, কিন্তু স্ত্রীর মৃত্যু হওয়াতে তাঁহার গৃহ শূন্য হইয়াছিল। মেরী ফিরিয়া আসাতে তাঁহাদিগের পূর্ব্ব সৌহার্দ্দ পুনরুজ্জীবিত হইল। মেরীর গুণনিচয় হেন্‌রীর চিত্তকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। হেন্‌রীর সাধু ব্যবহার এবং ধর্ম্ম পরায়ণতায় মেরীর কোমল অন্তরও বিমুগ্ধ হইল। তাঁহারা পরিণয় সূত্রে বদ্ধ হইলেন। ১৮২৭ খৃঃ অব্দের জুন মাসে এই বিবাহ সম্পন্ন হইল। মেরীর মৃত সপত্নীর দুইটী পুত্র ছিল, কিন্তু বিমাতার দ্বেষ হিংসা তাঁহার পবিত্র হৃদয়ে এক দিনের জন্যও স্থান প্রাপ্ত হয় নাই। প্রত্যুত, মাতৃবৎ সস্নেহ ব্যবহারে তিনি বিমাতার কলঙ্ক এতদূর অপনয়ন করিয়াছিলেন, যে তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হইলে এই সন্তান-দ্বয়ের অন্যতরটী বলিয়াছিল "এমন মা কাহারো হয় নাই"।

সুখে ও সচ্ছন্দে এক বৎসর কাল চলিয়া গেল। কিন্তু জন্ম দুঃখিনী মেরীর কপালে সুখ নাই। এক বৎসর পরে তাঁহার স্বামী রুগ্ন হইয়া পড়িলেন। মেরীর একটী পুত্র হইল। কিন্তু সেটীও অকালে কালগ্রাসে পতিত হইবার নিমিত্ত জন্মিয়াছিল। যাহা হউক, এখন তাঁহার একদিকে নব পুত্রের মুখ দর্শন, অন্যদিকে স্বামীর রুগ্নাবস্থা। কি করেন, স্বামীর যথাসাধ্য শুশ্রূষা করিতে ত্রুটি করিলেন না। বহুদিনেও রোগের কোন প্রতীকার না হওয়াতে ওয়্যার যাজকতা কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। বিদেশে বায়ু পরিবর্ত্তন করা তাঁহার পক্ষে আবশ্যক হইল। তাঁহার সুহৃদগণ অর্থানুকূল্য করিলেন। এই সাহায্যে তিনি ইউরোপ ভ্রমণে যাত্রা করিলেন। সন্তানত্রয়কে বান্ধবগণের হস্তে সমর্পণ করিয়া মেরীকে পতির সঙ্গে যাইতে হইল। ইহাদিগকে পরি-

ত্যাগ করিয়া যাইতে পিতা মাতার কতই না কষ্টবোধ হইয়া ছিল!

ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইটালী প্রভৃতি দেশ বিদেশ ভ্রমণ করিয়াও ওয়ারের শরীর সম্পূর্ণরূপ স্বাস্থ্য লাভ করিল না। অর্থের অভাব হইতে লাগিল। কিন্তু মেরী এই ভ্রমণ কালেও তাঁহার পিতৃব্য পত্নীকে কখন কখন যথাসাধ্য অর্থানুকুল্য করিতে ক্ষান্ত হন নাই। ক্রমে মেরীর অসুখ বোধ হইতে লাগিল। সুতরাং তাঁহাদিগকে আমেরিকায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইল। পথি মধ্যে ওয়ার একবার ভয়ানক পীড়াক্রান্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছায় ত্বরায় আরোগ্য লাভ করিয়া স্বদেশে উপস্থিত হইলেন। ওয়ার স্বদেশীয় ক্যাম্ব্রিজ বিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হওয়াতে দম্পতীকে তথায় যাইতে হইল। পরে দ্বাদশ বর্ষ কাল তাঁহারা সুখে দুঃখে সংসার ধর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। ইতি মধ্যে মেরীর নিজের সন্তানটীর মৃত্যু হয়। অনন্তর ১৮৪৩ খৃঃ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ওয়ার মর্ত্ত্যলীলা সম্বরণ করিলেন। স্বামী পরলোক প্রাপ্ত হইলে মেরীকে জীবিকা স্বরূপ অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা পাইতে হইল। ইতি মধ্যে কোন ভদ্রলোক তাঁহাকে অন্তঃপুরে শিক্ষয়িত্রীরূপে নিযুক্ত করিলেন। ছয় বৎসর এইরূপে অতিবাহিত করিয়া ১৮৪৯ খৃঃ অব্দের এপ্রেল মাসের শুভ শুক্রবারে মেরী স্বর্গধামে যাত্রা করিলেন। তিনি মৃত্যুকালে বলিয়াছিলেন—"গৃহে যাইবার অদ্য কি শুভ দিন উপস্থিত!"

মেরী যে এখন পরলোকে সাধু জীবনের শান্তিসুখ লাভ করিতেছেন তাহার সন্দেহ কি? এই বীরাঙ্গনা কিছু তদ্রূপ বিদ্যাবতী বা ঐশ্বর্য্যশালিনী ছিলেন না। মাতৃক্রোড়ে যে বিদ্যা শিখিয়াছিলেন তাহাই তাঁহার সমস্ত জীবনের পথ প্রদর্শন করিয়াছিল। তাঁহার জীবনে কিছুই অদ্ভুত, কিছুই আড়ম্বর-বিশিষ্ট ছিল না, সে জীবন স্রোত অতি নীরবে ও শান্তভাবে নিঃস্বার্থ পরোপকারের পথ দিয়া প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে। সাহস ও পরিশ্রম, ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা, উদারতা ও ভগিনী ভাব, কর্ত্তব্য জ্ঞান ও ঈশ্বরেচ্ছার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর ইঁহা হইতে এই সকল সদ্গুণের শিক্ষা লাভ করা যায়। আহা! এ প্রকার সাধু জীবন মানবগণের স্মৃতিপটে বহুকাল অঙ্কিত থাকিবে!

উট-পক্ষী।

(১৫৩ পৃষ্ঠার পর)

উট-পক্ষীর এক একটী ডিম্ব ২৪টী মুরগীর ডিমের মত, কিন্তু আফ্রিকার হটেন্‌টট জাতীয় এক এক জন অসভ্য সম্পূর্ণ এক একটা ডিম অনায়াসে খাইয়া ফেলে। ডিম্ব রন্ধনের প্রণালী অতি আশ্চর্য্য। তাহারা ডিম্বের একধারে অঙ্গুলি প্রমাণ একটী ছিদ্র করে এবং জঙ্গল হইতে দুই-মুখ একগাছ ছড়ি কাটিয়া চিমটার মত করিয়া ডিমের ভিতর প্রবেশিত করে; পরে যেমন মথনবাড়ী দিয়া দধি মন্থন করে, তেমনি দুই হাতের চেটো দিয়া কিছুক্ষণ ছড়ি গাছি ঘুরাইতে থাকে তদ্দ্বারা ডিম্বের মধ্যে যে শ্বেত ও হরিদ্রা বর্ণ দুই প্রকার পদার্থ থাকে তাহা একত্র মিশিয়া যায়। তৎপরে ডিম্বটী আগুনের উপর রাখিয়া যতক্ষণ তাহার শাঁস না সিদ্ধ হয়, ছড়ী দিয়া নাড়িতে থাকে। ইহা সিদ্ধ করিবার হাঁড়ী প্রয়োজন হয় না, ইহার শক্ত খোলাই হাঁড়ীর কার্য্য করে। এই খোলা চাকা চাকা করিয়া কাটিয়া এবং কঠিন রূপে ঘুড়িয়া হটেন্‌টট রমণীরা অতি

সুন্দর কটিভূষণ অর্থাৎ কোমর পাটা তৈয়ার করে। ইহা হস্তিদন্ত নির্ম্মিত পেটির ন্যায় শুভ্র, চিক্কণ ও দৃঢ়।

উট-পক্ষীর পালক সকল যার পর নাই সুন্দর বলিয়া লোকে ইহাকে শিকার করিতে যায়। এই পালক সকল ইহার লেজ হইতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন, উট পক্ষীর অপত্য স্নেহ নাই, কিন্তু ইহা অন্য অন্য জন্তু অপেক্ষা ন্যূন নহে তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। অধ্যাপক থন্‌বর্গ ইহার একটী উদাহরণ দিয়াছেন। তিনি এক সময় একটী উট-পক্ষিণীর বাসার নিকট দিয়া অশ্বারোহণে যাইতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া সে লাফাইয়া উঠিল এবং তিনি তাহার ডিম অথবা ছানাগুলি দেখিতে না পান এই মানসে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইল। যতবার তিনি তাঁহার অশ্ব উহার দিকে ফিরাইলেন, সে ততবার ১০।১২ পা পিছু হাঁটিয়া গেল; কিন্তু চলিতে আরম্ভ করিলেই সে ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইল। অবশেষে তাঁহাকে অনেক দূরে প্রস্থান করিতে হইল।

উট-পক্ষীদিগের মধ্যে দাম্পত্য প্রণয়ও আশ্চর্য্য। পারিস নগরের রাজকীয় উদ্যানে একটী উট-পক্ষিণী একখণ্ড কাচ ভক্ষণ করিয়া মরিয়া যায়। তাহার স্বামী সঙ্গিনী হারা হইয়া অবধি অস্থির হইয়া পড়িল; সে যেন প্রতি দিন কোন হারা বস্তু অন্বেষণ করিয়া বেড়াইত এবং দিন দিন ক্ষীণ হইতে লাগিল। শোক ভুলিয়া যাইবে বলিয়া তাহাকে স্থানান্তরিত করা হইল এবং অধিকতর স্বাধীন করিয়া দেওয়া হইল, কিন্তু তথাপি সে ঠিক্ বিরহ যন্ত্রণায় কাতর হইয়া কোন মতে প্রবোধ মানিল না এবং অবশেষে প্রাণত্যাগ করিল।

আত্মরক্ষার নিমিত্ত উট-পক্ষীদিগের বুদ্ধি কৌশলও চমৎকার। অনেক সময় ডালকুরতা সকল ইহাদিগকে শিকার করিতে যায় তাহাতে যখন ধরা পড়িবার সম্ভাবনা হয়, তখন ইহারা হঠাৎ থামিয়া যায়, একটী পাখা নামাইয়া দেয় এবং তদ্দ্বারা সমুদায় শরীর ঢাকিয়া রাখে। কুকুরেরা ডানাতে কামড়াইলে যেমন পালকে তাহাদের মুখ চোক ভরিয়া

যায়, তাহারা বিপাকে পড়ে, উট-পক্ষীরা সেই অবসরে দ্রুতবেগে অনেক দূর পলায়ন করিয়া নিস্তার পায়।

উট-পক্ষীর শরীরের বল যথেষ্ট এবং ইহাকে শিক্ষিত করিলে অনেক উপকার লাভ হইতে পারে। আফ্রিকার পদর নামক কারখানায় আডান্‌সন সাহেব দুটী পোষা উট-পক্ষী দর্শন করেন। ইহারা এত পোষ মানিয়াছিল, যে দুই জন নিগ্রো একত্রে বড় উট-পক্ষীটীর পৃষ্ঠদেশে আরোহণ করিল। সে অমনি নক্ষত্রবেগে ছুটিতে লাগিল এবং অনেক বার গ্রামটী প্রদক্ষিণ করিয়া আসিল। অবশেষে তাহাকে বাধা দিয়া থামাইতে হইল। উক্ত সাহেব বলেন, "এই দর্শনটী আমার এত প্রীতিকর হইল, যে আমি পুনঃ পুনঃ ইহা দেখিতে উৎসুক হইলাম। পরে আমি একজন বলবান্ নিগ্রোকে ছোট পক্ষীর এবং তদ্রূপ দুইজনকে বড় পক্ষীর উপর চড়াইয়া দিলাম। তাহাদের যেরূপ বল, তাহাতে এ প্রকার ভার অধিক বলিয়া বোধ হইল না। প্রথমে তাহারা মধ্যবিধ কদমে চলিতে লাগিল; কিন্তু একটু উৎসাহিত হইবা মাত্র পক্ষ বিস্তার করিল, বোধ হইল যেন বায়ু ধারণ করিবে এবং এত দ্রুত চলিতে লাগিল যে ক্ষণমাত্রে চক্ষুর অদৃশ্য হইল। একে ইহাদের লম্বা পা, আবার গতি দ্রুত ইহাতে যে এত শীঘ্র দৌড়িবে, কিছুই আশ্চর্য্য নহে। ইংলণ্ডে ঘোড়দৌড়ের জন্য যে সকল অশ্ব সুশিক্ষিত হয়, ইহারা যে তাহাদিগকে বহু দূরে পরাস্ত করিয়া চলিয়া যাইতে পারে তদ্বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ রহিল না। ইহারা ঘোড়ার ন্যায় তত অধিকক্ষণ ধরিয়া যুঝিতে পারে না বটে, কিন্তু ঘোড়া যত দৌড়িবে ইহারা অল্প ক্ষণে তাহা সম্পন্ন করিবে।"

আমরা অনেকদিন হইতে পক্ষিরাজ ঘোড়ার গল্প শুনিয়াছি, কিন্তু তাহা কি জন্তু এতদিন ভাবিয়া পাই নাই। বোধ হয়, এই উটপক্ষীরাই সেই পক্ষিরাজ ঘোড়া।

আমার জননী।

কে আমারে শিশুকালে দিয়াছিল স্তন,
বুকে কোরে স্নেহ ভরে তুষেছিল মন?
কে কোরেছে মুখে মোর মধুর চুম্বন?
আমার জননী।

ছিল না নয়নে ঘুম আমার যখন,
'ঘুম্‌পাড়ানী' গান কেবা গাইত তখন?
দোলাইত নিবারিতে বিকট রোদন?
আমার জননী।

পাড়ায়ে আমার ঘুম কত যতনে,
কে দিত পরায়ে টিপ ধরিয়া বদনে?
দেখি মোর মুখ-ছবি গদ্‌গদ মনে,
আমার জননী।

কে দেখিত অনিমেষে ছেলেবেলা মোরে,
যখন দোলায় শুয়ে ঘুমের বিঘোরে,
তাড়াইয়া দিত মাছি আমার শিয়োরে?
আমার জননী।

যাতনা পীড়ায় যবে কোরেছি রোদন,
সারাদিন কাছে বোসে ছিল কে তখন?
কত ভয় পাছে হয় আমার মরণ।
আমার জননী।

কে মোরে ধরিত যেয়ে পড়িলে ভূতলে,
অমনি ভুলাত মন নানা গল্প ছলে
অথবা চুম্বন করি বদন কমলে?
আমার জননী।

কে আমারে হাতে ধোরে বেড়াইত নিয়া,
ধীরে ধীরে চলিবারে দিত শিখাইয়া,
মধুর শিশুর বোল ক্রমে ফুটাইয়া ?
আমার জননী।

কে আমারে শিখাইত ভক্তি দেবতায়,
গুরুজনে শ্রদ্ধা মনে তুষিতে সেবায়,
সুযতনে উপার্জ্জন করিতে বিদ্যায় ?
আমার জননী।

কেমনে জীবনে আমি ভুলিব তোমায়,
কেমনে তোমার ধার শুধিব ধরায় ?
চিরকাল উপকার কোরেছ আমায়!
আমার জননি!

কি সাধ্য তোমার স্নেহ ফিরে দিব হায়!
তবে যদি কিছু দিন বাঁচি মা হেথায়,
দেখি পারি কতদূর সেবিতে তোমায় ;
আমার জননি!

বয়সে দুর্ব্বল যবে, হবে শুভ্র কেশ,
তোমার সেবায় মন করিব নিবেশ।
না রাখিব মাতঃ তব কোন মতে ক্লেশ ;
আমার জননি!

অন্তিম শয্যায় যবে হইবে শয়ান,
তব পাশে অনিমেষ থাকিবে এ প্রাণ,
ভাসিবে ভক্তির নীরে আমার বয়ান।
আমার জননি!

স্থায়ী-বাত্যা*।

পূর্ব্বকালীন ইউরোপীয় নাবিকেরা প্রথমে যখন আটলাণ্টিক নামক মহাসাগরের গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অবিশ্রান্ত পূর্ব্ব বাতাসে নিপতিত হইল, তখন তাহারা অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়াছিল। নূতন পৃথিবী আবিষ্কারক কলম্বসের সহচরগণ এই স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিল যে এই বাত্যা তাহাদিগকে ক্রমাগত পশ্চিমাভিমুখে পৃথিবীর কোন অজ্ঞাত অনিশ্চিত স্থানে লইয়া যাইতেছে। তাহাদিগের আর আশা ছিল না যে স্বদেশে ফিরিয়া আসিতে পারিবে। নিশ্চয়ই মৃত্যুমুখে যাইতেছি ভাবিয়া তাহারা একেবারে অধীর ও ভয়ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিল। কলম্বসই কেবল এমত সময়ে তাহাদিগকে ধীরভাবে সান্ত্বনা দিয়া আমেরিকা মহাদেশ আবিষ্কার করিলেন। তাহারা স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া এই ভয়ানক বাত্যার বিষয় সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রকাশ করিলে ইউরোপ-বাসীরা একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। পরে কত শত বৎসরেও ইহার প্রকৃত কারণ নিরূপিত হয় নাই। তখনকার কালে ভূগোল ও পদার্থ বিদ্যার অনুশীলন অল্পমাত্র ছিল। যাহা হউক, এই বাত্যা অধিকন্তু প্রশান্ত ও আটলান্টিক মহাসাগরের গ্রীষ্মমণ্ডলে পূর্ব্বদিক হইতে নিয়তই বহিয়া থাকে। ব্যবসায় ও বাণিজ্যের পক্ষে এই বাতাসে অত্যন্ত সুবিধা ঘটে। স্পেন দেশে যে সকল ব্যবসায়ী জাহাজ একাপল্‌কা হইতে ফিলিপাইন দ্বীপ পুঞ্জের দিকে যাতায়াত করে, তাহারা দুই মাসের মধ্যে পৃথিবীর প্রায় অর্দ্ধ ভাগ বেষ্টন করিয়া যায়। এই বাত্যা বিষুব রেখার উত্তর ও দক্ষিণ দুই পার্শ্বের ৩০ ত্রিশ অক্ষাংশের ন্যূনাধিক দেশব্যাপিয়া বহিয়া থাকে, কিন্তু প্রশান্ত মহাসাগরের বিশাল বক্ষের উপরে ইহা যেমন অবাধে সকল সময় নিয়মিত রূপে বহিয়া থাকে, অন্যান্য সাগরে সেরূপ নহে। আটলাণ্টিক মহাসাগরে স্থানীয় প্রতিবন্ধকতায় ইহার গতির অনেক ব্যতিক্রম ও পরিবর্ত্তন ঘটে। ভারতবর্ষীয় মহাসাগরের দুই পার্শ্বে দ্বীপপুঞ্জ এবং উত্তরে মহাদেশ

* এই প্রস্তাব পাঠ করিবার সময় বামাবোধিনী ৩ সংখ্যা ৭২ পৃষ্ঠায় 'গোলকের বিবরণ' দেখ।

থাকাতে আরও অধিক ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে। কিন্তু এই মহাসাগরের দক্ষিণাংশে তাদৃশ দ্বীপপুঞ্জ ও পর্ব্বত না থাকাতে আফ্রিকা মহাদেশ ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদ্বীপের মধ্যে নিয়মিতরূপ পূর্ব্ব-বাতাস বহিতে দেখা যায়। ব্যবসায় বাণিজ্যের সহায়তা করে বলিয়া বণিক ও নাবিকেরা ইহাকে ব্যবসায়ী-বাত্যা বলিয়া থাকে। এক্ষণে এই বাত্যার কারণ নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।—

মনুষ্যেরা এই বাতার বিষয় জানিয়াও অনেক শতাব্দ পর্য্যন্ত ইহার কারণ নির্ণয় করিতে পারে নাই। অবশেষে হালি এবং হাড্‌লি নামক দুই বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বিষুব রেখা অথবা নিরক্ষবৃত্ত সন্নিহিত দেশ সকলই অত্যন্ত উষ্ণ দেশ। এ সকল দেশ সূর্য্যের ঠিক্ সম্মুখে থাকে এবং এখানে সূর্য্য রশ্মি সরল রেখা অথবা অতি অল্প বক্র রেখায় পতিত হয়, এই জন্য পৃথিবীর অন্যান্য ভাগ অপেক্ষা এখানে সূর্য্যের তাপ অধিক ও প্রচণ্ড। এই সকল দেশের উত্তর দক্ষিণে ক্রমশঃ যতদূরে যাওয়া যায়, সূর্য্যতাপ ততই হ্রাস এবং শীতাংশ ততই বৃদ্ধি বোধ হয়। উষ্ণ প্রধান দেশ সমুদায়ে অধিক তাপ লাগে বলিয়া এখানকার বায়ু রাশি ক্রমাগতই উত্তপ্ত হইতেছে। ঐ বায়ু রাশি কাজে কাজেই আকাশের ঊর্দ্ধ দেশে উঠে এবং উহার এক প্রবাহ কুমেরু ও অন্য প্রবাহ সুমেরু অভিমুখে প্রবাহিত হইয়া থাকে। এদিকে আকাশের নিম্নতল দিয়া দক্ষিণ ও উত্তর মেরু সন্নিহিত দেশ সকল হইতে শীতল বায়ু অনবরত উষ্ণ প্রধান দেশাভিমুখে ধাবিত হয়। এইরূপে দুইটী বায়ু প্রবাহ আকাশের উচ্চদেশ ও আর দুইটী নিম্নদেশ দিয়া সর্ব্বক্ষণই বহমান হইতেছে। কিন্তু এরূপ হইলে নিম্নতল-বাহী বায়ু প্রবাহদ্বয় উত্তর ও দক্ষিণে বাতাস বলিয়াই প্রতীত হইতে পারে; তাহা না হইয়া গ্রীষ্মমণ্ডলস্থ সাগরে কোথা হইতে একটী পূর্ব্ব বাতাস উৎপন্ন হয়? উত্তর গোলার্দ্ধে সুমেরু অভিমুখে যতই অগ্রসর হওয়া যায়, ততই দেখা যায় এই বাত্যা উত্তর-পূর্ব্ব হইয়াছে। দক্ষিণ গোলার্দ্ধে দেখা যায় দক্ষিণ পূর্ব্ব হইয়াছে। এরূপ ব্যতিক্রমের কারণ কেবল পৃথিবীর দৈনিক গতি।

একটা কমলালেবুর মাঝখানের বেড় বড়, কিন্তু ক্রমে ক্রমে বোঁটা বা মুখের দিকের বেড় ছোট দেখা যায়। একটী শলাকা দ্বারা একটী কমলা লেবু বিঁধিয়া যদি ঘুরান যায়, মাঝখানের বড় বেড় যে সময়ে ঘুরিবে, বোঁটার দিকের ছোট বেড়ও ঠিক্ সেই সময়ে ঘুরিবে। আমরা ১০ হাত পথ যে সময়ে যাই, ১হাত পথ সেই সময়ে গেলে পুর্ব্বাপেক্ষা আস্তে আস্তে চলিলাম, অবশ্যই বলিতে হইবে। এই নিমিত্ত কমলা লেবুর বড় বেড় ও ছোট বেড় যদিও এক সময়ে ঘুরে, কিন্তু বড় বেড় অধিক বেগে এবং ছোট বেড় অল্প বেগে ঘুরে অবশ্যই বলিতে হইবে।

পৃথিবীর বিষয়েও ঠিক্ সেইরূপ। পৃথিবীর পৃষ্ঠের মধ্যস্থলের বেড়, অর্থাৎ বিষুব রেখা অনেক বড়, ইহার সুমেরু ও কুমেরুর দিকের বেড় সকল ক্রমে ছোট হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু পৃথিবী ২৪ ঘন্টায় একবার আপনা আপনি যখন ঘুরিতেছে, তখন বৃহৎ বিষুব রেখা যে সময়ে ঘুরে, কেন্দ্রের দিকের ছোট ছোট বেড়ও সেই সময়ে ঘুরে। এই জন্য পৃথিবীর মধ্যস্থল যত বেগে ঘুরে, সুমেরু ও কুমেরু তদপেক্ষা অনেক আস্তে আস্তে চলে তাহার সন্দেহ নাই।

দৈনিক গতিদ্বারা পৃথিবী পশ্চিম হইতে পূর্ব্বাভিমুখে আবর্ত্তন করিতেছে। ইহার সুমেরু বৃত্ত যে বেগে ঘুরিতেছে, কর্কটবৃত্ত তদপেক্ষা অধিক বেগে ঘুরিতেছে, আবার নিরক্ষবৃত্তের বেগ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এজন্য হিমমণ্ডলস্থ বায়ুর বেগ, গ্রীষ্মমণ্ডলস্থ বায়ুর বেগ অপেক্ষা অধিক ন্যূন হয় সুতরাং হিমণ্ডলস্থ বায়ু-প্রবাহ যখন বিষুব রেখাভিমুখে আসিতে থাকে তাহা একেবারে অচিরাৎ গ্রীষ্মমণ্ডলের বেগ গ্রহণ করিতে পারে না। কাজেই পশ্চাৎগামী হইয়া পড়ে, অথবা পাছিয়া পড়ে অর্থাৎ সেই বায়ু প্রবাহ কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব হইয়া যায়। এজন্য সমমণ্ডলের বায়ু উত্তর গোলার্দ্ধে উত্তর পূর্ব্ব, এবং দক্ষিণ গোলার্দ্ধে দক্ষিণ পূর্ব্ব দেখা যায়। কিন্তু এই বায়ু-প্রবাহদ্বয় যখন গ্রীষ্মমণ্ডলে আসিয়া উপস্থিত হইতে থাকে, বিষুব রেখার যতই নিকটস্থ হয় ততই অধিক পশ্চাৎগামী হইয়া পড়ে। এদিকে, গতির নিয়ম অনুসারে, উত্তর পূর্ব্ব ও দক্ষিণ পূর্ব্ব বাত্যা সংমিলিত হইয়া

তখন একমাত্র পূর্ব্ব বাত্যা উৎপন্ন করে। প্রশান্ত মহাসাগরে তাহাই দৃষ্ট হয়।

গ্রীষ্মমণ্ডল যদি পৃথিবীর সর্ব্ব-ভাগেই কেবল জল রাশি দ্বারা পরিপূর্ণ থাকিত তাহা হইলে প্র-শান্ত মহাসাগরের ন্যায় আমরা সর্ব্ব সাগরেই ব্যবসায়ী বাত্যা সমান দেখিতাম। কিন্তু অন্যান্য সাগরে স্থলভাগের প্রতিবন্ধকতা থাকাতে সেরূপ ঘটিতে পায় না। কোন থানে তুষারাচ্ছাদিত তুঙ্গ মহীরুহ শৃঙ্গ, কোন থানে বিস্তারিত বালুকাময় প্রান্তর এই বাতাসের অনেক ব্যতিক্রম ঘটাইতেছে। এ-জন্য আটলান্টিক ও ভারতসাগরে ইহাকে তত নিয়মিত দেখা যায় না।

কথোপকথন।

মোক্ষদা।—জ্ঞান! ভাল আছ ত? অনেক কাল পরে তোমার সঙ্গে দেখা হল; বড়ই আহ্লাদ হচ্চে।

জ্ঞানদা।—আর, ভাই! ভাল কি? তুমি কি শুন নাই, যে আমার কপাল ভাঙ্গিয়াছে।

মো।—কি ভাই কি? কৈ আ-মাকে ত কেহই কিছু বলে নাই।

জ্ঞা।—ভাই! বোলতে বুক ফেটে যায় এক মাস-এক মাস!

মো।—এক মাস কি? কেন কি হ-য়েছে?

জ্ঞা—(কাঁদিতে কাঁদিতে) আ-মার প্রাণের চন্দ্রকে হারাইয়াছি।

মো—(মস্তক নত করিয়া এবং হস্ত দ্বারা মুখ ঢাকিয়া পরলোক গত শিশুর জন্য মনে মনে প্রার্থনা)।

জ্ঞা—(দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) হা! বিধাতা।

মো।—ভাই, সংসার অনিত্য, ইহার কিছুই স্থির নহে; পিতা মাতা, পতি পুত্র সকল সম্বন্ধই চলিয়া যায়। নির্জ্জনে স্থির হইয়া ভাবিয়া দেখিলে এ সকল স্বপ্নের ন্যায় বোধ হয়। চতুর্দ্দিগেই পরি-বর্ত্তন। দেখ যে মা বাপ এত ভাল বাসিতেন, তাঁহারা কোথায়! শিশু-কালে যাহারা কত আদর করিত তাহারাই বা কোথায়! সংসারের কেমন একটী মায়া, ইহাতে সকলেই মুগ্ধ রহিয়াছে। পিতা মাতা ক্রমে ক্রমে চলিয়া গেলেন, কন্যা কিছু-কাল বিলাপ করিল। পরে স্বামির প্রণয়ে এমনি আসক্ত হইল যে তিনিই তাহার হৃদয় প্রাণ সর্ব্বস্ব হইলেন। কন্যা, পিতা মাতাকে

ভুলিয়া গেল; গৃহিনী হইয়া কায়-মনোবাক্যে পতিব্রত ধর্ম্ম পালন করিতে লাগিল। কিন্তু দেখ কাল কেমন কঠিন প্রাণ! ইহার দংশনে কত স্বামী প্রাণ হারাইয়া পরলোকে যাইতেছে। আহা! তাহাদের বিয়োগ কাতরা স্ত্রীদিগের কত সর্ব্বনাশ হইতেছে। তবু কি আশ্চর্য্য মোহ! মনুষ্য একটী ছাড়িয়া আর একটী আশ্রয় করিতেছে, পিতার উপর নির্ভর পরিত্যাগ করিয়া স্বামিকে অবলম্বন করিতেছে, স্বামিবিয়োগে পুত্র স্নেহে বদ্ধ হইতেছে, কিন্তু কিছুই স্থির থাকে না। কিছুই নিত্য হয় না।

জ্ঞা।—মোক্ষ! ভাই যথার্থই সংসার অসার। তোমার কথা গুলিন্ বড়ই মনে লাগ্‌ছে। কিন্তু এক বার আমার চন্দ্রের মুখ এবং তাহার মধুমাখা, "মা মা" বোল মনে হইয়া আমার প্রাণটা, যে কেমন কেমন কোর্‌ছে। হা! নিষ্ঠুর বিধি!

মো।—ঐত, ভাই, যদি জানিতে পারিতে, যে ঈশ্বর ঐ পুত্রটী কেন তোমাকে দিয়াছিলেন তাহা হইলে তোমার জিহ্বা কখনও তাঁহাকে নিষ্ঠুর বলিয়া দূষিত হইত না। যিনি তোমার গর্ব্ভে এই পুত্রটীর জন্ম দান করিয়াছিলেন, তিনি স্নেহময়, তাঁহার স্নেহের তুলনা নাই। তুমি চন্দ্রের জন্য বিলাপ করিতেছ, তাহাকে বড়ই স্নেহ করিতে সত্য; কিন্তু তোমার স্নেহ অপেক্ষায়, শিশুর প্রতি তাঁহার স্নেহ অনন্ত গুণ; চন্দ্র এখন তাঁহারই স্নেহ ক্রোড়ে বিরাজ করিতেছে। যদি ভাই একবার সেই স্নেহময়ী, সেই আনন্দময়ী বিশ্ব মাতাকে দেখিতে পার, সকল শোক ভুলিয়া যাইবে, সকল অশান্তি দূর হইবে। তাঁহার বিধি নির্দ্দয় বলিও না। তাঁহাকে নিষ্ঠুর প্রাণ বলা পাপ। পুত্র নিধি পাইয়া তুমি এত দিন অপত্য স্নেহের মধুরতা আস্বাদন করিলে, সেই পুত্র তাঁহারই প্রেম প্রসূত, তোমাকে পবিত্র স্নেহ শিক্ষা দিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছিল, চন্দ্রকে স্মরণ করিয়া বৃথা শোক করিও না। সংসার অনিত্য, এবং নিঃস্বার্থ স্নেহ কেমন সুমধুর ইহা তোমাকে স্পষ্ট রূপে শিখাইবার জন্যই চন্দ্র তোমার গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছিল। সে দেহ যন্ত্রটী ত্যাগ করিয়া এখন ঈশ্বরের অন্য কোন কার্য্য সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

চন্দ্রের জন্য যে অশ্রুপাত করিয়াছ, ভালই হইয়াছে, চন্দ্রের মৃত্যু তোমার নব জীবনের উৎস স্বরূপ হইল। ইহাতেই তোমার বৈরাগ্য ও ভক্তি শিক্ষা হইল। সংসার অনিত্য, সংসারের কাহাকেও চিরকাল আশ্রয় করিয়া থাকা যায় না, এই সত্যে দৃঢ় নিষ্ঠা হইলেই বৈরাগ্যের উদয় হয়। এই অবস্থা না হইলে মনের পরিবর্ত্তন হয় না। সাধারণ লোকের এই ভাব নাই, ইহারই জন্য, তাহারা পৃথিবীর ধন এবং সুখে মুগ্ধ রহিয়াছে। জ্ঞানদা! তুমিত স্বয়ংই বলিয়াছ সংসার অসার, তুমিত এখন স্পষ্ট দেখিতেছ ইহা কেমন অস্থায়ী, এই তোমার বৈরাগ্যের সময়। তোমার বড়ই সৌভাগ্য, তোমার মুক্তির পথ সরল হইল। করুণাময়ী বিশ্ব জননী স্নেহের সাগর অচিরেই তাঁহার শান্তি গৃহে তোমাকেও স্থান দান করিবেন। কৃতজ্ঞ হৃদয়ে, তোমার প্রাণ মন সর্ব্বস্ব তাঁহাকে অর্পণ কর।

জ্ঞা।—(বিনয় কৃতজ্ঞতায় গদগদ হইয়া মোক্ষদার পদতলে পড়িলেন, বাক্যে কিছু বলিতে পারিলে না)

মো।—ভাই, আমি পাপীয়সী, কেন আমাকে এরূপ করিতেছ। পিতা তোমার অন্তরে থাকিয়া তোমার হৃদয় পূর্ণ করিতেছেন; তাঁহাকে প্রণাম কর।

জ্ঞা।—ভাই, তোমাকে আমি চিনিতাম না। বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছি, অনেক গ্রন্থাদিও পাঠ করিয়াছি, ধর্ম্ম বিষয়েও অনেক সাধু ধার্ম্মিকের উপদেশ, বক্তৃতা শুনিয়াছি কিছুই এতদিন আমার পাষাণ প্রাণ ভেদ করিতে পারে নাই। মনে করিতাম মান এবং সুখ ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করিবার জন্যই বিদ্যা শিক্ষা। ঈশ্বর এক জন আছেন জানিতাম; কিন্তু এই জ্ঞান এত শুষ্ক ছিল যে তাঁহাকে হৃদয়ের সহিত প্রীতি ভক্তি করিতাম না। আমি যথার্থ অবিশ্বাসী নাস্তিক ছিলাম। তোমার কথা শুনিয়া আজ আমার এতদিনের জ্ঞানচর্চ্চা সার্থক হইল। আমার পুত্র শোক দূর হইয়াছে। আমার চিরদিনের মাতা পিতা সেই ঈশ্বরকে দেখিবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইতেছে। বস্তুতঃ তিনিই একমাত্র প্রিয়ধন। তিনি এ সংসার একটী বিদ্যালয় করিয়া পিতা মাতা, পতি পুত্র ইত্যাদি, এক একটী গ্রন্থ দ্বারা তাঁহার প্রেম

শিক্ষা দিতেছেন। তাঁহাকে সম্পূর্ণ হৃদয়ে প্রীতি করিতে পারিলেই ইহ জীবন সার্থক হয়। মোক্ষদা! তুমি ধন্য; তোমার প্রসাদে আমি মোক্ষ পথ লাভ করিলাম।

নূতন সংবাদ।

১ম। ইংলণ্ডে মিস্ কবলার নাম্নী একটী স্ত্রীলোক সম্প্রতি এক খানি প্রাত্যহিক সংবাদ পত্র বাহির করিয়াছেন, তাহার গ্রাহক ৬০।৭০ হাজার হইয়াছে।

২য়। যাঁহারা ভূগোল পড়িয়াছেন, জানেন আসিয়া ও আফ্রিকা খণ্ডের মধ্যে সুয়েজ নামে একটী যোজক ছিল। অনেক দিন হইতে অনেক রাজা ইহা কাটিবার চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। সম্প্রতি ফরাসী গবর্ণমেণ্টের উদ্যোগে ইউরোপের প্রায় সকল জাতি একত্র হইয়া এইটা কাটাইয়াছেন। এক্ষণ হইতে আফ্রিকা একটী স্বতন্ত্র দ্বীপ হইয়া পড়িল বটে, কিন্তু সুয়েজ প্রণালী দ্বারা লোহিত সাগর ও ভুমধ্যস্থ সাগর সংযুক্ত হওয়াতে আসিয়া ও ইউরোপের মধ্যে বাণিজ্য কার্য্যের অত্যন্ত সুবিধা হইল।

সুয়েজ প্রণালী পৃথিবীর আর একটী কৃত্রিম আশ্চর্য্য হইল।

৩য়। কলিকাতা সহরের বড় ধুম। আমাদিগের রাজ্যেশ্বরী মহারানী বিক্টোরিয়ার দ্বিতীয় পুত্র রাজকুমার আলফ্রেডের শুভাগমন উপলক্ষে ভারতবর্ষের নানা স্থান হইতে বড় বড় শাসনকর্ত্তা ও রাজা সকল এখানে একত্র হইতেছেন। আপামর সাধারণ রাজভক্তি প্রদর্শনার্থ ব্যগ্র হইয়াছেন। কলিকাতা নগরী আলোকময় হইবে।

ইংলণ্ডের রাজপরিবারের কেহই এ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন নাই। এই সাধারণ আনন্দকর ব্যাপারে অন্তঃপুরবাসিনীগণ কি চুপ করিয়া থাকিবেন? তাঁহারা কোন প্রকারে রাজকুমারের নিকট আপনাদিগের হৃদয়ের ভাব প্রকাশ করেন আমাদিগের একান্ত অভিলাষ।

৪র্থ। বোম্বাইয়ে চন্দনবাড়ী নামক স্থানের বালিকা বিদ্যালয় গৃহে শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় খুলিয়াছে। ৩টী পারসী ও ১২টী হিন্দু-নারী তাহার ছাত্রী হইয়াছেন।

৫ম। মিস্ কার্পেণ্টার ভারতবর্ষে পুনরাগমন করিয়াছেন। সম্প্রতি বোম্বাইর ডাক্তর আত্মারামের বাটীতে তিনি তথাকার স্ত্রীলোকদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন এবং ইংলণ্ডে থাকিয়া ভারতবর্ষে স্ত্রীশিক্ষার জন্য যে যে কাজ করিয়াছেন তাহা বর্ণনা করিয়াছেন।

মিস্ কার্পেণ্টার শীঘ্র কলিকাতায় আসিয়া এখানকার শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা না করিলে তাহা হওয়া ভার।

বামাগণের রচনা।

বিদ্যানিধি উপার্জ্জিলে, জ্ঞান রত্ন তাহে মিলে,
অমূল্য রতন বলি যায়।
বাড়য়ে ধর্ম্মের বল, লভি পরমার্থ ফল,
হয় নর নির্ম্মল হৃদয়॥
অনেকেই মনে করে, বিদ্যাত অর্থের তরে,
সংসার নির্ব্বাহ যাতে হয়।
করি অর্থ উপার্জ্জন, পালি বন্ধু পরিজন,
নিজ সুখ ভাগ্য মানি লয়॥
এই অপরূপ ভ্রমে, ভ্রমে সবে বৃথা ভ্রমে,
সার ভ্রমে অসারেতে আশ।
সর্ব্বস্ব হইলে ধন, ধনির সন্তান গণ,
বিদ্যাতে না করিত প্রয়াস॥
পঙ্কজ সলিলে থাকে, কণ্টকে মৃণাল ঢাকে,
ফুল তার কমল নিকর।
নিশিতে নিদ্রিত থাকে, প্রস্ফুটিত করে তাকে,
কেবা বল বিনা দিন-কর?
সেইরূপ বিদ্যালোকে, প্রস্ফুটিত হয় লোকে,
ঘোর মোহ নিদ্রা পরিহরি।
বিদ্যাদেবী কর দিয়ে, জ্ঞানালোক বিকাশিয়ে,
নাশ করে অজ্ঞান সর্ব্বরী॥
সেচিলে শ্রমের জল, জ্ঞান পদ্ম নিরমল,
দশদিক করে সুশোভন।
সুপথে ভ্রমণ করি, জগতের শুভকারী,
সর্ব্বমতে হয় সেই জন॥
এমন বিদ্যার লাগি, হও সবে অনুরাগী,
ভদ্র কি ইতর নর নারী।
ইহকালে কীর্ত্তি পাবে, মনের মালিন্য যাবে,
হবে পরে মুক্তি অধিকারী।

জগদ্দল বাসিনী।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

'কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।'
কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৭৮ সংখ্যা। } মাঘ বঙ্গাব্দ ১২৭৬। } ৫ম ভাগ।

চিত্তবিনোদিনী।

একাদশ অধ্যায়।

ইতিপূর্ব্বে চারুচন্দ্র কর্ণেল সাহেবের অনুমতি ক্রমে নিজ আবাসে বিশ্রামার্থ গিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতি রেমণ্ড সাহেবের যে কিছু মাত্র সন্দেহ হইয়াছিল, এই ভাবিয়া চারু বড়ই দুঃখিত হইলেন। যাহাতে তাঁহার অবর্ত্তমানে তাঁহার প্রতি রেমণ্ড পরিবারের কোন প্রকার অন্যথাভাব উদয় না হয়, সেই জন্য চারু সন্ধ্যাকালে রেমণ্ড ভবনাভিমুখে চলিলেন। যৎকালে তিনি সেখানে পৌঁছিলেন, বিদ্রোহের বিষম কাণ্ড ছাউনিতে আরম্ভ হইয়াছে। একদিকে সৈন্যাগারে দাহন ও সিপাহীগণের হল্লা, অপর দিকে ধর্ম্মালয়ের হত্যাকাণ্ড জনিত বিসদৃশ গোলমাল এককালে ইন্দ্রিয় গোচর হইল। চারু দূর হইতে এই অজ্ঞাত-কারণ গোলযোগ শুনিয়া যেমন তদুদ্দেশে ব্যস্ত হইয়া অগ্রসর হইবেন, সম্মুখে গত রজনীর পরিচিত সিপাহীকে দেখিলেন। দেখিবামাত্র চারুর মনে ভয়, ঘৃণা ও কৌতূহল যুগপৎ উদয় হইল। কহিলেন "তোমার পত্র আমাকে যৎ-পরোনাস্তি দুঃখ দিয়াছে, পূর্ব্বে অবগত হইলে কখনই তোমাদের সহিত কোন প্রকার আলাপই করিতাম না।" সিপাহী কহিলেন দ্বিতীয় পত্রে এই জন্যই তিনি চারুকে ঐ কথা প্রকাশ করিতে নিষেধ করেন। চারু কিঞ্চিৎ তেজের সহিত কহিলেন; "আমি শারীরিক ক্লেশ তুচ্ছ জ্ঞান

করি, আমার মানসিক যে অনুতাপ হইতেছে তাহাই ক্লেশকর, যেহেতু তোমাদের ন্যায় অবিবেচক কৃতঘ্ন রাজ-বিদ্রোহী দুষ্টগণের কিঞ্চিন্মাত্র সাহায্য করিয়াছিলাম!" চারুর কর্কশ বচনে সিপাহীর ভ্রূ রোষকষায়িত হইতেছিল; কিন্তু অমনি সে ভাব প্রশমন করিয়া ঈষদ্ধাস্যে কহিলেন, "কৃতজ্ঞতাই এতদ্রূপ অকারন ভৎসনা সহ্য করিতে কহিতেছে। যাহা হউক এখনও কি আপনার চেতন হয় নাই? যাহাদের দাসত্ব করিতে-ছেন, যাহাদের মঙ্গলার্থ এত ব্যস্ত, তাহাদের অন্যায় ব্যবহার দেখিয়া এখনও কি সৎপরামর্শ লাভের যোগ্য হন নাই? আর ভারতবর্ষের প্রতি ঔদাস্য, আর বিধর্ম্মী বিজাতীয়ের প্রতি প্রভুভক্তি ভাল দেখায় না; পরমেশ্বর এতদিনের পর ভারতের স্বাধীনতা ও সনাতন ধর্ম্ম রক্ষার্থ উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন, আর কেন দাসত্ব, আর কেন ভয়, আর কেন ঔদাস্য? আসুন আমাদের সঙ্গে ভারতের শত্রুগণের মুলো-চ্ছেদ করিয়া ইহার স্বাধীনতা ও ধর্ম্ম সংরক্ষণ করুন। ঐ দেখুন এত-ক্ষণে ফিরিঙ্গীরা, খৃষ্টানেরা নরকগামী হইয়াছে, এতক্ষণে ম্লেচ্ছ পাষ-ণ্ডেরা সমুচিত দণ্ড পাইয়াছে!"

চারু এই কথা শুনিয়া ক্রোধে, শোকে ও ভয়ে অভিভূত হইলেন; তাঁহার মস্তক ঘুরিতে লাগিল। ক্ষণেক বিলম্বে কহিলেন, "কি? নৃশংস দস্যুদিগের দুরভিসন্ধি সত্যই সিদ্ধ হইল! আমি পূর্ব্ব হইতে আভাস পাইয়াও কোন উপায় করিতে পারিলাম না? রে পাপিষ্ঠ নরাধম! তোরও মস্তকচ্ছেদন করিতে পারিলে পৃথিবীকে এক জন নর-হত্যাকারীর ভার হইতে মুক্ত করিতে পারি।" বলিয়া সিপাহীর কর-বাল অপহরণার্থ যেমন হস্ত প্রসারণ করিবেন, অমনি সিপাহী ক্রোধে করস্থ অসি উত্তোলন করিয়া ক্রোধে কহিলেন, "ক্যা, বাঙ্গালীকা মকদুর হায়, হামকা তরওয়াল ছিন্ লেনা? অভি দোজখ্ মে ভেজ দেউন?" এই কথা বলিতে না বলিতে হস্ত শিথিল হইয়া পড়িল, মস্তক হেট হইল। বাম হস্তে চারুর হস্ত ধরিয়া কিঞ্চিৎ নম্রভাবে কহিলেন, "হিন্দুস্থানীকা এক হি জবান্ হায়? আগর্ জান্, আউর উন্‌সে বড়ী যো ইজ্জত, উওভি জের হোয়, তব্‌ভি তোমহারা উপর কুচ্ কর শিক্‌তা নেহি;

কেঁউকে এক দফে তোমহারা খিদ্‌মৎ করনা ওয়াদা কিয়া হায়!” চাকর সাধ্য কি সে দৃঢ় মুষ্টি শিথিল করিয়া আপন হস্ত টানিয়া লয়েন, তথাপি দৃঢ়তা নিবন্ধন কিঞ্চিৎ কষ্ট হওয়াতে হস্ত ছাড়াইবার জন্য চেষ্টা পাইতেছিলেন। সিপাহী বন্ধন অপেক্ষাকৃত শিথিল করিয়া, একটু মুখস্থ হাস্যের সহিত পুনর্ব্বার কহিলেন “কেউ ভাই খফা মৎ হো; জেরা দিল্ লগা কর হামলোগকা বাত শুন্‌কে গউর করামও, তব মালুম হোগা কিস্‌কা কাম বেসমঝ্ হায়!” এই বলিয়া চাকর সহিত ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের দোষের বিষয়ে বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। চাক বুঝিলেন বলদ্বারা সিপাহীকে আক্রমণ করা দুঃসাধ্য; যদি কৌশলে কথোপকথনচ্ছলে তাঁহাকে কোন স্থলে লইয়া যাইতে পারেন, যথায় ইউরোপীয় বল বা অন্য কোন বলবান ব্যক্তি তাহাকে হস্তগত করে, তাহাই শ্রেয়। বাদানুবাদে চাক ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের পক্ষ সমর্থন করিতেছিলেন, সিপাহীর কথানুসারে তিনি ইংরাজগণের সাংকোচ্য দোষ স্বীকার করিয়া তাহার উত্তর দিতেছিলেন। রেমণ্ড সাহেব ইহারই কিয়দংশ মাত্র শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বিদ্রোহী জ্ঞান করেন।

যাহা হউক এই কথোপকথনের মধ্যেই চাক রেমণ্ড পরিবারের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলেন। সিপাহী চাককে নির্ভয় থাকিতে কহিলেন, কেন না তাঁহার আজ্ঞানুসারে রেমণ্ড পরিবারের কোন ক্ষতি হইবেক না। যাহাতে দস্যু ও অবিবেচক লোকেরা রেমণ্ড ভবনের কোন অপচয় না করে, এজন্য তথায় দুই প্রহরী নিযুক্ত করিয়াছেন। ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া চাক রেমণ্ড পরিবারের অনুসন্ধানার্থ যাইবেন বলাতে, সিপাহী তাবৎ সংবাদ এইখানেই জ্ঞাপন করাইবেন বলিয়া, একটি বংশীধ্বনি করিলেন। তাহাতে দূর হইতে তদনুরূপ বংশীধ্বনি হইল এবং অবিলম্বে অপর এক সিপাহী আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার প্রমুখাৎ এই সংবাদ শুনা গেল যে বিবি রেমণ্ড নির্ব্বিঘ্নে গোরা ছাউনির মধ্যে আছেন। রেমণ্ড সাহেব ও বিজয় এই অশ্বশালার মধ্যে আছেন। বিজয়কে উদ্দেশ করিয়া আগন্তুক কহিল সেই উদ্ধত যুবা ঔদ্ধত্য বশতঃ একজন সিপাহীর প্রাণবধ করেন বলিয়া, দিলারাম নামক একজন সিপাহী তাঁহাকে লক্ষ্য

করে কিন্তু আগন্তুক অনেক অনুরোধে এবং পাঁড়েজীর আজ্ঞার বলে তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করে। সিপাহী চারুর প্রতি চাহিয়া কহিলেন "আপনার অনুরোধে এক নরহত্যাকারীর শাস্তি অদত্ত রহিল।" চারু বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "সংসার বিপর্য্যয়কারী, নির্দ্দোষী আবালবৃদ্ধ বনিতা বধকারী বিদ্রোহীর মুখে একথা ভাল লাগে না। যাহা হউক এক্ষণে এমি ও হেলেনা কোথায়?" আগন্তুক কহিল "বিবি রেমণ্ডের পূর্ব্বে তাঁহারা ছাউনির দিকে পলায়ন করেন, ভকত রাম তাঁহাদের অনুসরণ করিয়াছে।" সিপাহী ভকতরামকে শীঘ্র ডাকিয়া আনিতে আজ্ঞা দিয়া চারুর সহিত পূর্ব্বমত কথোপকথন করিতেছিলেন। ইত্যবসরে মীরটের হত্যাকাণ্ড শেষ হইল এবং বিদ্রোহীরা তৎক্ষণাৎ দিল্লী প্রস্থান সূচক তূরীধ্বনি করিল।

সিপাহী চারুকে কহিলেন, "চলুন, আমাদের সঙ্গে দিল্লীতে চলুন, আপনি বহু সমাদর পাইবেন।"

চারু।—কি? রাজ বিদ্রোহীর বিত্তভোগী সেই ইন্দ্রিয় পরায়ণ মোসলমানের কর কবলে যাইব? যদি আমার কোন উপকার করিতে চাহ আমাকে ছাড়িয়া দাও এবং রেমণ্ড পরিবারকে আমার সম্মুখে অক্ষত আনিয়া দাও—সিপাহী।—এখানে থাকিলে আপনার বিশেষ ক্ষতি হইবে; আর কুমারীদ্বয়ের জন্য ব্যস্ত হইবেন না। তাঁহাদিগকে এখানে উপস্থিত করাইয়া আমি প্রস্থান করিব।

ইতিমধ্যে ভকতরাম উপস্থিত। কুমারীদ্বয়ের কথা জিজ্ঞাসা করাতে সে কিয়ৎকাল নিস্তব্ধ ও বিষণ্ণ রহিল। চারুর মন ব্যাকুল হইয়াছে, হৃদয় দুর দুর করিতেছে। পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসার পর ভকতরাম কহিল, "এনায়েৎ খাঁ আপনার অনুরোধ অগ্রাহ্য করিলেন।"

সিপাহী সক্রোধে।—তাহারা যদি ক্ষত বা হত হইয়া থাকে আজ এনায়তের মস্তক আমার অসিতে।

চারু অন্ধকার দেখিতেছেন, তাঁহার বাগ্‌রোধ হইয়াছে।

ভকতরাম।—পাঁড়েজি! যখন আমি বারাকের পার্শ্বে উপস্থিত হই, দেখি কতিপয় স্ত্রীলোক ও বালক হত বা আহত হইয়াছে এবং কতিপয়

বিবি তথনও জীবিত। আমি উচ্চৈঃস্বরে কহিলাম, 'ভাই সব এই রেমণ্ড পরিবারস্থ কুমারীদ্বয় পাঁড়েজীর আজ্ঞায় অবধ্য।' একথা শুনিয়া এনায়েৎ ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন 'আমরা শপথ করিয়াছি ফিরিঙ্গীকে জীবিত ছাড়িব না' বলিয়া স্বহস্তে যেমন কুমারীদ্বয়কে কাটিতে যাই-বেন, অমনি সেই দীর্ঘকার পরম সুন্দরী সাহসী কুমারীটি হস্তরোধ করিয়া কহিলেন, 'পাষণ্ড! অবলার প্রাণ বিনাশে পৌরুষ কি? আমাদের প্রাণ-নাশে তোদের ভয়ানক ক্ষতি বই আর লাভ নাই। মোসলমান! তোকে স্ত্রীমর্য্যাদা রক্ষার্থে কি কহিব?, এনায়েৎ অপ্রস্তুত হইলেন এবং কুমারী-দ্বয়ের সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া কহিলেন, 'হাঁ, স্ত্রীমর্য্যাদা আমরা বুঝিতে পারি, তোমাদের জেনানাতে রাখাই উচিত। রহিম্ খাঁ এঁদের সাবধান লও।' রহিম খাঁ কাণে কাণে কি কহিল এবং খাঁ সাহেব কহিলেন, "ভকতরাম, তোমার পাঁড়েজীর কথা রাখিলাম, ইঁহারা অবধ্য হইলেন। যাহাতে ইঁহাদের ঐহিক ও পারত্রিক পরম সুখ-লাভ হয়, এ নিমিত্ত এই অপূর্ব্ব কুমারীদ্বয়ের ভোগোপযোগী মহামান্য শাহাজাদা কে ভেট দিতে চলিলাম। বিশেষতঃ আমরা রিক্ত হস্তে যাইতেছি, এ পরামর্শে আমাদের ও এই রমণীদিগের সমূহ উপকার সম্ভাবন,, তাহাতে পাঁড়েজী অসন্তুষ্ট হইবেন না।" ইহা শুনিয়া সেই সাহসী রমণী সতেজে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন "পাপিষ্ঠ, নরাধম! এরূপ নির্ঘৃণ কথা উচ্চারণ করিতে গিয়া তোর জিহ্বা স্খলিত হইল না; এরূপ কল্পনা হৃদয়ে স্থানদান করিতে, তোর হৃদয় বিদীর্ণ হইল না? ভীরু! নিজ দুরভিসন্ধি সাধনার্থ আমাদের প্রাণ বিনাশে অনিচ্ছুক হইতেছিস্? ভাল, এই তোকে কল দিই, অথবা আপনারা সয়তানের হস্ত হইতে মুক্ত হই;" বলিয়া যেমন খাঁ সাহেবের হস্ত হইতে নিপ-তিত অসি উঠাইতে যাইবেন, অমনি তাঁহার আজ্ঞায় তাঁহার অনুচরেরা কুমরীদ্বয়ের হস্ত বন্ধন করিয়া ফেলিল। আমি বিস্তর অনুনয় বিনয় করিলাম, তথাপি সে পাষাণ-হৃদয় যবনের মনে দয়া হইল না। কি করি আপনাকে সংবাদ দিতে আসিয়াছি।

সিপাহী। তাঁহারা এখন কোথায়?—

ভকতরাম। খাঁ সাহেব বন্দীগণ লইয়া সর্ব্বাগ্রেই অশ্বারোহী দলের সহিত দিল্লী প্রস্থান করিয়াছেন।—ঐ শুনুন, প্রস্থান সূচক, জয় সূচক মধুর তূরী ভেরী দমামা ইত্যাদি রণ বাদ্য বাজিতেছে; ঐ দেখুন্ জ্যোৎস্নায় বন্দুকের ফলক ও উজ্জ্বল অসি চাকচিক্যমান হইয়াছে। আপনার অনেক বিলম্ব হইয়াছে; আর এখানে থাকা শ্রেয় নহে।

চারুচন্দ্র এতক্ষণ অচেতন প্রায় হইয়া কতক শুনিতে পাইতেছিলেন ও কতক শুনেন নাই; এক্ষণে শোক দুঃখে গদ্‌গদ হইয়া কহিলেন, "কি! নিষ্কলঙ্ক সুকোমল কামিনী দিগের এই দশা হইল! পাঁড়ে জি! কৈ তোমার কৃতজ্ঞতা, কৈ তোমার প্রতিজ্ঞাপালন? ধিক্ ধিক্! বিদ্রোহীর আবার ধর্ম্ম জ্ঞান!—হায়! আমার এ জীবন ও বল সত্ত্বে প্রভুকন্যাগণকে রক্ষা করিতে পারিলাম না!—হায়! এতদিনে ভারতবর্ষ কলঙ্কিত হইল, পৃথিবী কলঙ্কিত হইল!" বলিয়া অচেতন প্রায় বসিয়া পড়িলেন। সিপাহী অধোমুখে সলজ্জভাবে কহিলেন, "যদি এখনও সেই দুরাত্মা নির্ব্বোধ যবন তাঁহাদের প্রাণবধ না করিয়া থাকে, যদি তাঁহাদের সতীত্ব বিনাশের পূর্ব্বে, দুরাত্মার দিল্লী পৌঁছিবার পূর্ব্বে আমি তাহার কাছে যাইতে পারি নিশ্চয়ই তাঁহারা নিরাপদ হইলেন।—রামচন্দ্রই জানেন, আমার চেষ্টার কিছু ত্রুটী হয় নাই তবে প্রতিজ্ঞাপালন মানব ক্ষমতায় হয় না! অবশ্যই ধর্ম্মরাজ আমাকে রক্ষা করিবেন। আসুন আপনাকে কন্যাদ্বয় সমর্পণ করিয়া আমার প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করি।" চারু নিস্তব্ধ তাঁহার বাক্‌শক্তি নাই—বোধ আছে কি না সন্দেহ। সিপাহী কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন "মহাশয় আমার আর সময় নাই, আমার ইচ্ছা আমার সঙ্গে আইসেন, কি বলেন?"

চারু ক্রোধে কহিলেন, "কি? দুরাত্মা ধর্ম্মবিদ্বেষী নরহত্যাকারী অত্যাচারী পাষণ্ড বিদ্রোহীর সহিত যাইব! কোথায়?—নরকে?—রে পাপিষ্ঠ দূর হ, চারুচন্দ্র আর এরূপ লোকের মুখাবলোকন করিতে পারে না!"

সিপাহী কষ্টে বিরক্তি পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "এখানে থাকায় আপনার সমূহ বিপদ, এই জন্যই অনুরোধ করিতেছি।—ভাল, এখন

বিদায় লইলাম। ভকতরাম, দুরাত্মা কতক্ষণ গিয়াছে, কিরূপে যাই-তেছে, আমরা তাহাকে ধরিতে পারিব না?"

ভকতরাম। পাঁড়েজী, আমার ভয় হইতেছে, আপনি কন্যাদ্বয় উদ্ধার করিতে হয়ত অক্ষম হইবেন; কেন না সে সর্ব্বাগ্রে রমণীদ্বয় লইয়া দ্রুতগামী সতেজ অশ্ব পৃষ্ঠে ধাবমান হইয়াছে এবং সুখ্যাতি লাভার্থে যাইবামাত্রই উহাদিগকে ভেট দিবে।

সিপাহী কহিলেন "রামজীর ইচ্ছা।" এইরূপ কথোপকথন করিয়া দ্রুতবেগে যাইতেছেন, ইত্যবসরে চারুচন্দ্রের স্বর শুনিয়া দাঁড়াইলেন।

চারুচন্দ্র ভাবিলেন এমি ও হেলেনা বিরহে মীরটশূন্য। কোন্ লজ্জায় আবার লোককে মুখ দেখাইবেন। আর এখনও তাহারা জীবিত, এখনও পথে। তাহাদের অনুসন্ধান না করা নির্ব্বোধের কর্ম্ম। অতএব শীঘ্র সিপাহীর নিকট আসিয়া কহিলেন, "রে দুর্ব্বৃত্ত, কোথায় যাইস্ তোর প্রতিজ্ঞা পালন করে যা।" সিপাহী কহিলেন "যদি আমাদের সহিত দিল্লী যাইতে ঘৃণা বোধ হয়, আপনি এই অনুমতি-পত্র লউন। কল্য সেখানে উপস্থিত হইবেন। আর আমার বিলম্ব করাইবেন না। হয়ত এতক্ষণে পাষণ্ড হস্ত বহির্ভূত হইল।" বলিয়া উত্তর অপেক্ষা না করিয়া চলিয়া গেলেন।

চারু রেমণ্ড ভবনে গিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করত বিজয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইল। এতক্ষণ ইউরোপীয় সেনারা নিদ্রিত ছিল অথবা জাগরিত থাকিয়া ভয়ে সঙ্কুচিত ছিল, তাঁহারা জানেন। বৃদ্ধ সেনাপতি সদ্বিবেচনা বশতই হউক অথবা ভয়েই হউক এতক্ষণ নিষ্কর্ম্মা ছিলেন। এক্ষণে, যখন বিদ্রোহীরা নিরাপদে স্বকার্য্য সাধন করিয়া প্রস্থান করিল, যখন হতভাগ্য ইউরোপীয়গণ জীবন ও বিষয়াদি হইতে অপহৃত হইল, যখন বিদ্রোহ ঝটিকা স্থগিত হইল, সুবুদ্ধি ইউরোপীয় সেনাগণ মীরট রক্ষার্থ নির্গত হইলেন। তাহাদের সম্মুখে পড়িয়া বিজয় একজন সেনা-পতির কানে কানে কিছু কহিয়া চারুকে ধরাইয়া দিলেন। চারু বন্দী-ভাবে বারাকে প্রেরিত হইলেন। সমস্ত রজনী অবরুদ্ধ রহিলেন। প্রাতঃকালে (কোর্ট মার্শালে) সৈনিক বিচারে তাঁহার দণ্ড হইবেক।

শিশুপালন।

ষষ্ঠ দিবস।

শৈশবকাল গত না হইতে হইতে অধিকাংশ শিশুরই প্রাণ বিয়োগ হইয়া থাকে। প্রতি বৎসরের মৃত্যু-বিবরণ দ্বারা জানা যায় যে এক বৎসর বয়ঃক্রম উত্তীর্ণ না হইতে হইতে শতকরা ২০ জন ও পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রম উত্তীর্ণ না হইতে হইতে শতকরা ৩১ জন শিশু মৃত্যুমুখে পতিত হয়। আবার যে সকল শিশু শৈশবে জীবিত থাকে তাহাদিগের মধ্যে অধিকাংশ জরাজীর্ণ কলেবর লইয়া চিরকাল পিতামাতার দুঃখ ও কষ্টের কারণ হইয়া উঠে, অতি অল্পমাত্র শিশুই বলবান ও সুস্থ হইয়া জীবিত থাকে। যখন শৈশবেই অধিকাংশ শিশুকে প্রাণত্যাগ করিতে দেখা যায় তখন শিশুদিগের পালন বিষয়ে পিতা মাতার বিশেষ মনোযোগী হওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য।

শিশুদিগের পীড়িত হইবার সাধারণতঃ দুইটী কারণ লক্ষিত হয়।

প্রথমতঃ—পিতা মাতার পীড়া নিবন্ধন—গর্ভ সঞ্চার অবস্থা হইতে ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্য্যন্ত।

দ্বিতীয়তঃ—শিশুপালন বিষয়ে অনভিজ্ঞতা নিবন্ধন—ভূমিষ্ঠ হওয়া হইতে ৫ মাস বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত।

১ম। গর্ভ সঞ্চারের সময় বা তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বে পিতা মাতার শারীরিক ও মানসিক পীড়া এবং গর্ভাবস্থায় মাতার শারীরিক ও মানসিক পীড়া এই সকল কারণে পিতামাতা হইতে গর্ভ সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে শিশুদিগের রোগেরও সঞ্চার হইয়া থাকে। হাঁপানী, যক্ষা, ধনুষ্টঙ্কার (হিষ্টিরীয়া) প্রভৃতি রোগ গর্ভসঞ্চারের সময় শিশুকে আক্রমণ করে। গর্ভসঞ্চারের সময় পিতা মাতার এবং গর্ভাবস্থায় মাতার শারীরিক ও মানসিক অবস্থা যেরূপ থাকে সন্তানেরও সেইরূপ হইয়া থাকে। অধিকাংশ পিতা মাতার অন্যান্য সন্তান অপেক্ষা প্রথম সন্তানের শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বলতা অধিকতর লক্ষিত হইয়া থাকে। ইহার

কারণ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে স্পষ্টই জানা যাইবে যে অধিকাংশ দম্পতি যৌবনের নব উদ্যমে বিদ্যালোচনা, সদনুষ্ঠান ও শারীরিক নিয়ম পালনে যথোচিত মনোযোগী না হইয়া যথা ইচ্ছা আহার বিহার ও কুপ্রবৃত্তির উত্তেজনাতেই রত থাকিয়া শরীর ও মনকে নিস্তেজ ও মন্দীভূত করিয়া ফেলেন; সুতরাং সে সময়কার সন্তানের শরীর যে দুর্ব্বল ও রুগ্ন এবং মন যে অবসন্ন ও জড়ের ন্যায় হইবে ইহা কিছু বিচিত্র কথা নহে। যখন কালক্রমে তাহাদিগের যৌবনের উদ্যম কিছু পরিমাণে হ্রাস হইতে থাকে, তখনকার সন্তান অপেক্ষাকৃত শারীরিক ও মানসিক বলে সতেজ হয়। কিন্তু এরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দম্পতিও দেখা যায় যাঁহারা যৌবনের স্রোতে ভাসিয়া না গিয়া উত্তেজক বৃত্তি সকলকে শাসনে রাখিয়া সমভাবে বিদ্যালোচনা, সদনুষ্ঠান ও শারীরিক নিয়ম পালনে অনুরক্ত থাকেন, তাঁহাদিগের কি জ্যেষ্ঠ কি কনিষ্ঠ সন্তান সকলেই শারীরিক ও মানসিক বলে বলবান হয়। দম্পতির বিশেষতঃ গর্ভবতীর উপর যে সন্তানের ইষ্টানিষ্ট নির্ভর করিতেছে এবিষয়ে অনভিজ্ঞতাই এই সকল দোষের কারণ। যে মুহূর্ত্ত হইতে গর্ভে শিশু সঞ্চারিত হইল, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই জননীর উপরে শিশুপালনের কর্ত্তব্য ভার পড়িল। তিনি যেন এক মুহূর্ত্তের জন্য এরূপ মনে না করেন, যত দিন পর্য্যন্ত শিশু ভূমিষ্ঠ না হইতেছে, ততদিন পর্য্যন্ত তাহার প্রতি আবার কর্ত্তব্য কি? গর্ভস্থ শিশুর সহিত গর্ভবতীর এরূপ সম্বন্ধ, যে অতি সামান্য রূপে গর্ভবতীর শারীরিক ও মানসিক নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিলে শিশুরও সেই পরিমাণে শারীরিক ও মানসিক ভাবের ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে। দুই একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা এবিষয়টী আরো বোধগম্য করা যাইতেছে।—অনেকে দেখিয়া থাকিবেন যে ভূমিষ্ঠের পরক্ষণ হইতেই শিশুর কম্প দিয়া জ্বর আসিয়া থাকে, এবং প্লীহা ও (লিবরের) অকৃতের সঞ্চার দেখা যায় ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে অবশ্যই জানা যাইবে যে গর্ভসঞ্চারের পূর্ব্ব হইতে গর্ভসঞ্চারের সময় পর্য্যন্ত স্ত্রী ও স্বামী উভয়েই বা গর্ভবতী ঐ রোগে আক্রান্ত ছিলেন। ৭ ৮ বৎসর ক্রমাগত যে সকল পল্লীতে জ্বর হইতেছে সে স্থানের লোকেরা এবিষয় বিশেষ রূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

২য়। ভূমিষ্ঠের পরক্ষণ হইতে শিশুদিগের পীড়িত হইবার কারণ নির্ণয়।—পালন বিষয়ে পিতা মাতার অনভিজ্ঞতাই শিশুদিগের পীড়া হইবার প্রধান কারণ। অন্যান্য কাল অপেক্ষা শৈশব কালে সংক্রামক রোগ অতি শীঘ্রই শরীর মধ্যে প্রবেশ করে, এজন্য বাসগৃহে বা তৎ-নিকটবর্ত্তী স্থানে সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব হইলে সদবিবেচক পিতা মাতা শিশু সন্তানকে তাহা হইতে রক্ষা করিবার জন্য উপযুক্ত উপায় সকল গ্রহণ করিবেন—এমন কি যদি সেই বাসগৃহ বা পল্লী কিছু দিনের জন্য বা চিরকালের জন্য পরিত্যাগ করিতে হয় তাহাতেও তাঁহারা কুণ্ঠিত হইবেন না। শৈশবকালে সংক্রামক রোগে অধিকাংশ শিশুর প্রাণ বিয়োগ হইয়া থাকে। প্রায় একশত বৎসর গত হইল বিলাতে "দরিদ্রাশ্রয়ে" শৈশব মৃত্যুর এত আধিক্য হইয়া ছিল, যে মৃত্যু বিবরণ দ্বারা জানা গেল যে এক বৎসরের অনধিক বয়স্ক শতকরা ৯৫ জন শিশুর মৃত্যু হয়। পরে পার্লিয়ামেণ্ট সভা এ বিষয়ের তথ্যানু-সন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া সংক্রামক রোগের সমূলে বিনাশ করিয়া শিশুদিগের পালন বিষয়ে এরূপ সুনিয়ম করিয়া দিলেন যে অতি শীঘ্রই মৃত্যুর পরি-মাণ কমিয়া ১১৬০০ হইতে ৪৫০ হইয়া গেল। শুদ্ধ শিশুপালন বিষয়ে অন-ভিজ্ঞতা হেতু ১১১৫০ জনের মৃত্যু হইয়াছিল। অনেক পরিবারে এরূপ দেখা গিয়াছে যে সুস্থ ও বলবান্ শিশু সকল, পিতা মাতার পালন বিষয়ে অনবধানতা ও মূর্খতা নিবন্ধন রুগ্ন ও নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে, আবার রুগ্ন ও জীর্ণ-কলেবর শিশু সকল পিতা মাতার গুণে ও যত্নে বলিষ্ঠ ও সুস্থ হইয়াছে। একটী সামান্য বৃক্ষ রোপণ করিলে কত যত্ন ও কত পরিশ্রম করিতে হয়। একটু মাত্র সাবধানতা ও যত্নের ত্রুটী হইলে সে বৃক্ষ যে নির্ম্মূল হইয়া যায় তাহা প্রায় সকলেই জানেন। বৃক্ষ রোপণ অপেক্ষা শিশুদিগের পালন বিষয়ে কত গুণ যত্ন ও সাবধানতা গ্রহণ করা উচিত। সংক্রামক রোগ ভিন্ন উদরাময়, গলা ঘড়ঘড়ে প্রভৃতি রোগেও শিশুদিগের প্রাণ বিয়োগ হয়। এই সকল পীড়া যাহাতে শিশুদিগকে আক্রমণ করিতে না পারে, পীড়ার সূত্রপাত মাত্র সুচিকিৎ-সক দ্বারা পীড়ার শান্তি হয় এবং সুপ্রণালী ক্রমে শিশুদিগকে পালন

করিয়া সুস্থ ও সবল করা যায় তাহা পিতা মাতার অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। এ বিষয়ে অনাবধানতা ও মূর্খতা প্রকাশ পাইলে সন্তানের বিয়োগ হেতু চিরকাল দুঃখে ও শোকে কালযাপন করিতে হইবে। অনেকের মাতা এরূপ মূর্খ যে অধিকতর স্নেহের সহিত খাদ্য দ্রব্য দ্বারা শিশুর উদর পূরণ করিয়া দেন; শিশু স্বভাবের বশবর্ত্তী হইয়া বারম্বার খাদ্য দ্রব্য উদ্গীরণ করিলেও মাতা তাহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া উপর্য্যুপরি দুগ্ধ বা অন্য খাদ্য দ্বারা শিশুকে সান্ত্বনা করিতে চেষ্টা পান, কিন্তু সেই স্নেহ উদরাময় প্রভৃতি হইয়া মাতার স্নেহময় ক্রোড় শূন্য করিয়া থাকে। অতএব নারীগণ পুত্রবতী হইয়া একদিনের জন্যও যেন পুত্রকে উপযুক্ত মত লালন পালনে অবহেলা না করেন। তাঁহাদিগের উপরেই শিশু সন্তানের জীবন নির্ভর করিতেছে। ক্রমে ক্রমে পীড়া, পীড়ার লক্ষণ ও উপযুক্ত ঔষধের বর্ণন করা যাইবে।

সাময়িক বাত্যা।

সচরাচর দেখা যায় সাময়িক বাত্যা প্রায় ঋতু পরিবর্ত্তের সহিত পরিবর্ত্ত হয়। এজন্য মালয়বাসীরা ইহাকে মনসুন অর্থাৎ আর্ত্তিক বায়ু বলিয়া থাকে। ইহা দ্বিবিধ, দক্ষিণ-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব্ব। এই আর্ত্তিক বাত্যা ভারতবর্ষ ও ভারত মহাসাগরের উপর দিয়া ছয় মাস ধরিয়া প্রবাহিত হয়। দক্ষিণ পশ্চিম বাত্যা বৈশাখ হইতে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত থাকে। বিষুব রেখা হইতে উত্তরে কর্কট বৃত্ত পর্য্যন্ত এই বাত্যার প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। ইহা আফ্রিকার পূর্ব্বকূল হইতে উত্থিত হইয়া ভারতবর্ষ, পূর্ব্ব উপদ্বীপ, চীন ও ফিলিপাইনপুঞ্জ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়, আবার সময়ে সময়ে প্রশান্ত সাগর দিয়া প্রবাহিত হইয়া মেরিয়ান দ্বীপ, এমত কি, জাপানপুঞ্জ পর্য্যন্ত বিস্তারিত হইয়া থাকে। বিষুব রেখার দক্ষিণেও এই কালে অপর একটী আর্ত্তিক বাত্যা দৃষ্ট হয়। তাহা দক্ষিণ-পশ্চিম হইতে উত্থিত হইয়া মোজাম্বিক উপসাগরের দক্ষিণ ভাগে বহিয়া থাকে।

গ্রীষ্মকালে সূর্য্য যখন বিষুব রেখার উত্তরে অবস্থিতি করে, তখন সুতরাং আরব, পারস্য, ভারতবর্ষ, ও পূর্ব্ব উপদ্বীপ সমুদায় ভারত সাগর অপেক্ষা অধিক উত্তপ্ত হয়। ভারতসাগরের শীতল বায়ু আসিয়া তৎকালে এই সকল দেশের উষ্ণ বায়ুর স্থান গ্রহণ করিতে থাকে। আবার সূর্য্য যখন দক্ষিণায়ণ হয় অর্থাৎ বিষুব রেখার দক্ষিণে গমন করে তখন ভারত সাগরের বায়ু অপেক্ষাকৃত অধিক উত্তপ্ত হয় বলিয়া উক্ত কতিপয় দেশ হইতে উত্তর-পূর্ব্ব বায়ু উত্থিত হইয়া ঐ সাগরাভিমুখে প্রবাহিত হয়। এই আর্ত্তিক বায়ু, ব্যবসায়ী বায়ু ভিন্ন আর কিছুই নহে। তবে গ্রীষ্মমণ্ডলের এই স্থলে স্থলভাগ এবং কতকগুলি দ্বীপ-পুঞ্জের মধ্যে মধ্যে বায়ু-দ্বার থাকাতে ঐ স্থায়ী-বাত্যার ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে। আফ্রিকা ও মাদাগাস্কার দ্বীপ মধ্যে যে দক্ষিণ-দক্ষিণ পশ্চিম বায়ু দেখিতে পাওয়া যায় তাহা ঐ ভূভাগের সাগর কূলের গঠন প্রকৃতির জন্য ঘটিয়া থাকে। মালক্কা প্রণালীর অপ্রশস্ততা নিবন্ধন এই অঞ্চলের আর্ত্তিক বায়ুরও সময়ে সময়ে ব্যত্যয় ঘটে। এইরূপ অবান্তর কারণ জন্য ভারতবর্ষীয় আর্ত্তিক বাত্যারও কখন কখন কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অন্যথা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু জাবা উপসাগর, মলক্কা এবং বাণ্ডা প্রভৃতি সুগন্ধ দ্বীপ-পুঞ্জ হইতে আমেরিকাস্থ নব-গিনির পূর্ব্বকূল পর্য্যন্ত আর্ত্তিক বাত্যা নিয়মিত রূপে বহিতে দেখা যায়।

আর্ত্তিকের পরিবর্ত্তন কাল অতি ভয়ানক। এ সময় সর্ব্বদাই ঝড়ের আশঙ্কা করা যাইতে পারে। নাবিকেরা এইকালে অত্যন্ত সতর্ক থাকে। আশ্বিন, কার্ত্তিক মাসে আমাদের দেশে যে প্রকার ভয়ঙ্কর ঝড় বৃষ্টি হয় অন্য কালে তদ্রূপ দেখা যায় না। আবার বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠেতেও ইহার প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। ভারতবর্ষের দক্ষিণ উপকূলেও এইরূপ ঝড় এই সময়ে ঘটিয়া থাকে।

এই আর্ত্তিক বায়ু দ্বারা বাণিজ্যের অত্যন্ত সুবিধা হয়। বাণিজ্য পোত এক আর্ত্তিকে আসিয়া অন্য আর্ত্তিকের সহায়তায় অনায়াসে ফিরিয়া যাইতে পারে।

এতদ্ভিন্ন আর এক প্রকার সাময়িক বায়ু দেখিতে পাওয়া যায়।

ইহাদিগকে স্থলীয় ও সামুদ্রিক অনিল কহে। স্থল ও জলের তাপ বৈষম্যই ইহার কারণ। সূর্য্য রশ্মি স্থলোপরি নিপতিত হইলে তাহা পৃথ্বীগর্ভে অধিক দূর প্রবেশ করিতে পারে না; সুতরাং ভূতলের উপরি ভাগকেই ত্বরায় উত্তাপিত করে। ভূমি উষ্ণ হইলে সন্নিকটস্থ বায়ুও ত্বরায় উত্তাপিত হইয়া পড়ে। এজন্য গ্রীষ্মকালে সূর্য্যোদয়ের দুই এক প্রহর মধ্যে সামুদ্রিক অনিল উত্থিত হইয়া স্থলাভিমুখে বহিতে থাকে। তাপও যেমন বৃদ্ধি হইতে থাকে এই অনিলও তেমনি বৃদ্ধি হয়। কিন্তু সেই এক সময়ে সমুদ্র অথবা জল রাশিতে যে কিরণপাত হয় তাহা জলের গভীরতম তল পর্য্যন্ত ক্রমশঃ প্রবিষ্ট হয় বলিয়া সমুদ্র জল স্থলদেশের উপরি ভাগের ন্যায় উষ্ণ হয় না। সুতরাং তৎ সন্নিহিত বায়ুও শীঘ্র উত্তাপিত হয় না। কিন্তু যখন সূর্য্য অস্তগত হয় ও স্থলদেশ শীতল হইয়া পড়ে তখন সাগর গর্ভস্থ তাপ রাশি ক্রমশঃ উত্থিত হইয়া উপরিস্থ বায়ু রাশিকে উত্তাপিত করিতে থাকে। সুতরাং এই সময়ে স্থলীয় শীতল অনিল সমুদ্র দিকে বহিতে থাকে। এই অনিল প্রভাতে অন্যূন এক প্রহর পর্য্যন্ত বহিতে দেখা যায়। অনন্তর কিয়ৎক্ষণ পরে জল স্থলের তাপ সাম্য হওয়াতে, বায়ুসাগরও শান্তভাব ধারণ করে। সূর্য্যাস্তের কিছু পরেও এইরূপ আর একবার বায়ু শান্তভাবে অবস্থান করে। গ্রীষ্মকালে সন্ধ্যার পর এজন্য কিছুকাল একটু গুমট বোধ হয়। স্থলীয় অনিল, অধিকন্তু উচ্চ পার্ব্বতদেশে প্রাপ্ত হওয়া যায়। মালবরের ভূগু দেশ হইতে যে স্থলীয় অনিল উত্থিত হয় তাহা নিকটস্থ সমুদ্রের প্রায় ত্রিশ ক্রোশ দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া থাকে। জামেকা ও অন্যান্য পার্ব্বতীয় দ্বীপে, এবং মালবরের ন্যায় অন্যান্য পার্ব্বতীয় উপকূলেও এইরূপ ঘটিয়া থাকে। কিন্তু উষ্ণ প্রধান দেশ ও দ্বীপপুঞ্জে সামুদ্রিক অনিল অতি মধুর বোধ হয়। গ্রীষ্মকালের প্রারম্ভে দিবসান্তে সুখসেব্য সুস্নিগ্ধ সন্ধ্যা সমীরণ সম্ভোগ করিয়া আমরা কতই না সন্তুষ্ট হই!

ভূমধ্য সাগরের পূর্ব্ব ভাগে, পূর্ব্ব এবং পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে এই অনিলদ্বয়ের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব দেখা যায়।

———

সিংহের আশ্চর্য্য বৃত্তান্ত।

ইংলণ্ডের ওয়ার উইক সায়ারে দুইটী সিংহকে ডালকুরভাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। তন্মধ্যে একটী এরূপ নিরীহ ও শান্তপ্রকৃতি, যে কুকুরদিগের বৈরভাব বুঝিতে পারিল না এবং ধীরভাবে তাহাদিগের আক্রমণ সহ্য করিল। অপর সিংহটী অতি দুর্দ্দান্ত প্রকৃতি, কুকুরেরা সম্মুখে আসিবামাত্র কুপিত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে বধ করিয়া ফেলিল।

সিংহ-যুদ্ধ প্রাচীনকালে এক নিষ্ঠুর আমোদকর ক্রীড়া ছিল। প্রাচীন রোমক সেনাপতি শীলা ১০০, পম্পে ৬০০ এবং সিজার ৪০০ সিংহকে পরস্পরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিয়া হত করেন। রোমক সম্রাট আড্রিয়ান, আন্টোনাইনস এবং অরিলিয়সও এইরূপ ক্রীড়া দ্বারা মহোৎসব করিতেন। ইহাতে বোধ হয়, পৃথিবীতে এক্ষণকার অপেক্ষা পুরাকালে সিংহের সংখ্যা অনেক অধিক ছিল।

বচেল নামক এক সাহেব আফ্রিকাখণ্ডে ভ্রমণ করিতে গিয়া একটী সিংহের সম্মুখে পড়িয়াছিলেন। তিনি বলেন, "আমার সঙ্গে কয়েক জন লোক এবং অনেক গুলি কুকুর ছিল। এক নদীরতীরে সরবনের ধার দিয়া যাইতে২ কুকুরেরা হঠাৎ বিকট চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল। অনুসন্ধান করিয়া তথায় সিংহের বাস বোধ হইল। কুকুরদিগকে উত্তেজিত করাতে তাহারা অগ্রসর হইল এবং একটী বৃহদাকার কৃষ্ণকেশর সিংহ ও একটী সিংহী দৃষ্ট হইল। সিংহী চকিতের ন্যায় দেখা দিয়া সরবনের মধ্যে চলিয়া গেল, সিংহ দৃঢ় পদে অগ্রসর হইল এবং এক দৃষ্টে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। সিংহ আমাদিগের উপর লাফাইয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছে দেখিয়া আমরা পিস্তল, বন্দুক তাগ করিয়া ধরিলাম। এমত সময়ে কুকুরেরা সিংহের চারিদিক্ ঘেরিয়া অসমসাহসে ঘোরতর চীৎকার করিতে লাগিল। সিংহ আপনার বিক্রমে অটল থাকিয়া তাহাদের প্রতি দৃক্‌পাতও করিল না। একবার কয়েকটী কুকুর তাহাকে ধরিবার জন্য পদতলের নিকট যেমন গেল, সে কিছুমাত্র না

টলিয়া একবার একটী থাবা নাড়িল এবং তৎক্ষণাৎ দুইটী ডালকুরতা হত হইয়া ভূতলে শয়ন করিল। আমরা আর কাল বিলম্ব না করিয়া গুলি নিক্ষেপ করিলাম। একটী গুলিতে তাহার পাঁজরা ভেদ হইয়া রক্ত পড়িতে লাগিল, তথাপি সে পূর্ব্ববৎ স্থির রহিল। সিংহ নিশ্চয়ই আমাদিগকে আক্রমণ করিবে ভাবিয়া আমরা পুনরায় গুলি ভরিতে ছিলাম, কিন্তু সৌভাগ্য ক্রমে তাহাকে আস্তে আস্তে চলিয়া যাইতে দেখিয়া আমরা ক্ষুব্ধ হইলাম। এই সিংহটী অত্যন্ত বৃহৎ জাতীয় এবং একটী বলদের তুল্য। ইহার স্থিরতা, গাম্ভীর্য্য এবং সহিষ্ণুতা দেখিয়া আমরা যার পর নাই আশ্চর্য্য হইলাম।"

আফ্রিকার দক্ষিণাংশে হটেনটটদিগের দেশে সিংহ ও মানুষদিগের দেখা সাক্ষাৎ সচরাচর হইয়া থাকে। একদিন সন্ধ্যাকালে এক জন হটেন্‌টট একটী সিংহ দ্বারা তাড়িত হইয়া প্রাণ রক্ষার অতি আশ্চর্য্য উপায় অবলম্বন করিল। সে একটী পর্ব্বত শৃঙ্গের ধারে গিয়া আপনি একটু নিম্নে বসিল এবং মাথার উপরে লাঠিতে করিয়া আপনার জামা ও টুপী সাজাইয়া আস্তে আস্তে নাড়িতে লাগিল। সিংহ তাগ করিয়া জামা ও টুপিকে মানুষ ভাবিয়া যেমন লম্ফ প্রদান করিল, অমনি পর্ব্বত শৃঙ্গ হইতে গড়াইয়া গড়াইয়া নিম্নে নিক্ষিপ্ত হইল। মানুষেরা এইরূপ কৌশলে দুর্দ্দান্ত বলবান্ জন্তুকে কত সময় ফাঁকি দেয়।

সিংহের স্মরণ শক্তির অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। কয়েক জন নাবিক একটী ধৃত সিংহকে দেখিতে গিয়াছিল। সিংহ এক খণ্ড মাংস খাইতেছিল এবং নিকটবর্ত্তী লোকদিগের প্রতি তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে-ছিল। আগত নাবিকদিগের মধ্যে এক ব্যক্তি যেমন বলিল "ও নিরো! হতভাগ্য নিরো! আমাকে চিন না!" অমনি সে খাদ্য ফেলিয়া তাহার নিকট দৌড়িয়া গিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। নাবিক সিংহের মাথা চাপড়াইতে লাগিল, সিংহ বিড়ালের ন্যায় তাহার হাতে মাথা ঘষিতে লাগিল। দর্শকেরা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে উক্ত নাবিক বলিল ৩।৪ বৎসর পূর্ব্বে সে এক জাহাজে ঐ সিংহকে আহার দিত।

পারিসের জাতীয় চিত্রশালিকার রক্ষক ফিলিক্স একটী সিংহ ও একটী সিংহী আনিয়াছিলেন। এক বৎসর পরে ঐ ব্যক্তি পীড়িত হইলে অন্য এক লোকের উপর সিংহদিগের খাওয়াইবার ভার পড়িল। ইহাতে সিংহ সেই অবধি আহার পরিত্যাগ করিয়া বাসস্থানের এক কোণে পড়িয়া থাকিত এবং নূতন লোক আসিলে তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া উঠিত। সে সিংহীর সহবাসেও সুখী হইত না। ফিলিক্স আরোগ্য লাভ করিলে সিংহ তাহাকে দেখিয়া সহস্র প্রকারে হর্ষ চিহ্ন প্রদর্শন করিতে লাগিল। এমন কি সে সিংহীর প্রতি হিংসান্বিত হইয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিত এবং একাকী রক্ষকের স্নেহ ও অনুগ্রহ লাভ করিবার জন্য বিবাদ করিত।

সিংহদিগের কৃতজ্ঞতার প্রমাণ স্বরূপ একটী আখ্যায়িকা বর্ণিত আছে। প্রায় ২০০০ বৎসর হইল, রোমের এক শাসনকর্ত্তা আণ্ড্রোক্লিস্ নামক এক ক্রীতদাসকে অত্যন্ত নির্যাতন করাতে সে পলায়ন করিয়া একটী পর্ব্বত গুহার আশ্রয় লয়। সেই গুহা এক সিংহের এবং বৃহদাকার একটী সিংহ তথায় উপস্থিত হইল। আণ্ড্রোক্লিস্ ভয়ে কাঁপিতেছে, কিন্তু সিংহ কিছু না বলিয়া একটী পা তুলিয়া তাহার কাছে ধরিল। দাস তাহাতে কাঁটা ফুটিয়াছে দেখিয়া আস্তে আস্তে বাহির করিয়া দিল। সিংহ অত্যন্ত সুস্থ হইয়া কুকুরের ন্যায় উপকারীর প্রতি প্রভু ভক্তি প্রকাশ করিতে লাগিল। কিছুদিন পরে এই দাস দেশে ফিরিয়া আসিলে বন্যজন্তু দ্বারা ভক্ষিত হইবে বলিয়া দণ্ড প্রাপ্ত হইল। সৌভাগ্য ক্রমে উক্ত সিংহ নূতন ধৃত হইয়াছিল, উহারই মুখে সে নিক্ষিপ্ত হইল। সিংহ তাহাকে দেখিয়া আনন্দে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিল। আণ্ড্রো-ক্লিস ঐ সিংহকে রোমের রাস্তায় রাস্তায় লইয়া বেড়াইয়া অনেক পয়সা উপার্জ্জন করিয়াছিল।

১৮২৩ খৃষ্টাব্দে সেনাপতি ওয়াটসন বাঙ্গালার জঙ্গলে এক সিংহ ও সিংহীকে দেখেন। সিংহ গুলিতে হত হয়, সিংহী পলাইয়া যায়। সিংহের গহ্বরে একটী মর্দ্দা ও একটী মেদী শাবক পাওয়া যায়। সেনা-পতি ছাগীর স্তন পানে সিংহ-শিশু দ্বয়কে বলিষ্ঠ করিয়া তৎকালের ইংলণ্ডের রাজাকে উপঢৌকন দেন। ইহারা লণ্ডনের দুর্গে রক্ষিত হই-য়াছিল।

রাজকুমারের শুভাগমন।

আনন্দে ভাসিল বঙ্গ-ভাসিল ভারত।
জয় বিক্টোরিয়া জয়, ভারতের শুভোদয়,
কুমার আলফ্রেড নাকি হবে সমাগত?
হেরিবারে চন্দ্রানন, রাজ্য ছাড়ি রাজগণ,
আগুসারি মিলে সবে বরযাত্র মত।
কি আনন্দে কলিকাতা ভাসে অবিরত!

কেন পোত সব আজি পতাকা সজ্জিত?
ঊর্দ্ধশ্বাসে দুঃখী ধনী, মুখে জয় জয় ধ্বনি,
দুর্গের প্রান্তর রাজ জন-কল্লোলিত?
কেন রাজবাটী আজি, সুশোভন সাজ সাজি
অশ্ব গজ সেনাদলে উৎসব-পূরিত?
আসিতেছে রাজপুত্র ভুবন বিদিত।

ঘন ঘন তোপধ্বনি কেন উভরায়?
অশ্ব পৃষ্ঠে রক্ষী যেরা, ছোট বড় সাহেবেরা,
শশব্যস্তে ভাগীরথী তটে কেন ধায়?
আগু পিছু চারিদিকু, করে লোকে থিক থিক,
খেদায় প্রহরী যত গ্রামসিংহ প্রায়?
উপনীত রাজসুত গালেটিয়া নায়।

আসিল অনেক লোক বহু আশা করে,
যাদের সৌভাগ্য ছিল, হেরি আঁখি সফলিল,
নিরাশে দুর্ভাগ্য যত ফিরে যায় ঘরে।
সন্ধ্যা বন্ধ্যা নারী প্রায়, হিংসায় ঢাকিয়া কায়,
বাদ সাধি আঁধারিল রাজপুত্র বরে।
কোথায় ডিউক কাণাকাণি পরস্পরে!

ফিরিল জনের স্রোত এক বেগ টানে,
আশা হর্ষ দুঃখ ভয়, করে নানা ভাবোদয়,
কেহ বলে কেহ শোনে ধায় গৃহপানে।
আলো করি রাজালয়, স্মরি জননীর জয়,
চিরজীব রাজপুত্র সুখের উদ্যানে।
দুঃখীদের দুঃখে তুমি কাঁদিবে কি প্রাণে?

গৃহ-চিকিৎসা।

পরীক্ষিত সুলভ ঔষধ।

৩। শরীরের কোন্ স্থান কাটিয়া গেলে তাহাতে বড় গউলে লতার পাতার রস দিয়া ঐ পাতা দিয়া ২।১ দিন বান্ধিয়া রাখিলে পুয রক্ত হয় না, ব্যথা থাকে না এবং সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ হয়। কাটিবা মাত্র যেন ঔষধ দেওয়া হয় এবং কাটা স্থানে যেন কোনমতে জল না লাগে। গ্লাসে কাটা, ছুরিতে কাটা এবং গাড়ী হইতে পড়িয়া কাটা ঘা সকল ইহা দ্বারা আরোগ্য হইয়াছে।

৪। চিনিও কাটা ঘার এক মহৌষধ, এমন কি বাস ও কুড়ালী দ্বারা বদ্ধ কাটা ঘা তৎক্ষণাৎ ইহা দ্বারা বাঁধিয়া ফেলিলে রক্তপাত বন্ধ হইয়া অনায়াসে যুড়িয়া যায়।

৫। আয়াপান বা বিশল্যকরণীর পাতার রসেও কাটা ঘা আরোগ্য হয় এবং ইহা খাইলে রক্তওটা পীড়া ভাল হইয়া যায়।

৬। রক্ত আমাসয়ের ঔষধ। বিশল্যকরণীর পাতা আধ কাচ্চা, বেলশুঁট এক কাচ্চা এবং ডালিম ফলের খোসা এক কাচ্চা, তিন পোয়া জলে সরা ঢাকিয়া মৃদু জ্বালে সিদ্ধ করিয়া আধসের থাকিতে নামাইবে। বয়স অনুসারে ইহা এক ছটাক বা দেড় ছটাক করিয়া প্রতিদিন তিনবার করিয়া ৪।৫ দিন সেবন করিতে হয়।

৭। রক্ত আমাসয় ও উদরাময়ের ঔষধ। শুষ্ক আঁবের কসী অর্থাৎ আঁটীর শাস ২ ভাগ, বেলশুঁট ১, ঈষবগুল আধ, বাওলার-আটা আধ এবং শুঁট সিকি ভাগ লইয়া পৃথক পৃথক্ গুঁড়া করিয়া ও নেকড়া দিয়া ছাকিয়া একত্র করিবে। পরে এই সকল মিশাইয়া যত হইবে তাহার অর্দ্ধেক পরিমাণ মিছরির গুঁড়া মিশাইবে। ইহার আধ কাচ্চা করিয়া ৪ ঘণ্টা অন্তর চিবাইয়া বা অল্প পরিমাণ দুগ্ধ দিয়া সেবন করিবে। ৬ বৎসর বয়সের শিশু হইলে ১৫ রতির অধিক দিবে না।

৮। ছোট ছেলেদের পেটের পীড়া হইলে ৩ রতি খয়ের ও ৬ রতি খড়ি জলের সঙ্গে গুলিয়া খাওয়াইবে। দিনের মধ্যে এরূপ ৩ বার দিলেই যথেষ্ট।

৯। রক্ত আমাসয় ও রক্তস্রাবের ঔষধ। একদিন পূর্ব্বে একটী পাথর বাটীতে এক ছটাক চিনি আধপোয়া জলে ভিজাইয়া রাখিবে। পরে তাহাতে তেলাকুচা পাতার এক কাচ্চা রস মিশাইয়া দুইবার করিয়া দুই দিন সেবন করিবে।

১০। রক্তস্রাবের আশু উপকারী আশ্চর্য্য ঔষধ। একটী কাঁচা দেশী ডালিম এক কুঁচ আফিমের সহিত বাটিয়া একবার বা দুইবারে সমুদয় খাইয়া ফেলিলে পীড়া আরোগ্য হয়।

নূতন সংবাদ।

১। গত ৮ই পৌষ বুধবার সন্ধ্যাকালে রাজকুমার আলফ্রেড কলিকাতায় পদার্পণ করেন। তাঁহার উপলক্ষে এক পক্ষ কাল রাজধানীতে যেরূপ সমারোহ হয়, এরূপ কস্মিন্‌কালে হয় নাই। বৃহস্পতিবার নগর আলোক-মণ্ডিত এবং গড়ের মাঠে আতোষ বাজী হয়। পরে হিন্দু ও মুসলমান সমাজ প্রভৃতি তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া অভ্যর্থনা করেন। রাজপুত্রও এক রাত্রে তাঁহার গালেটিয়া জাহাজে প্রধান লোক দিগকে আহ্বান করিয়া আমোদ প্রমোদ করেন। জাহাজে বাস্পীয় আলোক জ্বালার না কি এই প্রথম দৃষ্টান্ত। অন্যান্য রাজাদিগের ন্যায় ভূপালের বেগম রাজপুত্র দর্শনার্থ আসিয়াছিলেন। রাজপুত্র এদেশীয়দিগের রাজভক্তি এবং মঙ্গলোন্নতির বিষয় মহারাণীকে নিবেদন করিবেন বলিয়াছেন। ইনি এখন উত্তর পশ্চিম অঞ্চল ও বোম্বাই মান্দ্রাজ দেখিয়া হয় কলিকাতায় ফিরিবেন, নয় ইংলণ্ডে যাত্রা করিবেন।

২। শ্রদ্ধাস্পদ বাবু কেশবচন্দ্র সেন আগামি ফেব্রুয়ারি মাসে ধর্ম্ম প্রচারার্থ ইংলণ্ডে যাইবেন। সেখানকার অনেক ধর্ম্ম পরায়ন স্ত্রীলোক ও বড় বড় সাহেব তাঁহার জন্য উৎসুক হইয়া আছেন।

৩। আমাদিগের মহারাণীর জ্যেষ্ঠ কন্যা প্রুসিয়ারাজের পুত্রবধূ সম্প্রতি একটী কাল্পনিক যুদ্ধে একদল অশ্বারোহী সৈন্যের অধ্যক্ষতা করাতে সৈন্যগণ তাঁহাকে কর্ণেল উপাধি এবং একখানি তলয়ার ভেট দিয়াছেন।

৪। রায় বেরিলীনগরে একটী সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। তাহার দুই মাথা, তিন হাত এবং তিন পা। জন্মিবার অব্যবহিত পরেই ইহার মৃত্যু হয়। ইহার মাতাও আতঙ্কে মরিয়া যায়।

৬। দরিদ্রবন্ধু জর্জ পিবডি সাহেব মৃত্যুকালে ‘দরিদ্রাশ্রয়’ নির্ম্মাণার্থ আর ১৫ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। ইনি সর্ব্বশুদ্ধ ২ কোটী টাকা দান করিলেন।

৭। আমেরিকার মিস্ত্রীরা শিল্পকৌশলে ১৭ ঘন্টার মধ্যে ৭০ ফিট প্রশস্ত ও ১০০ ফিট বনিয়াদ পাঁচতালা একটী বাটী নিরাপদে ২০ ফিট সরাইয়া দিয়াছেন।

৮। চত্বারিংশৎ সাম্বৎসরিক

ব্রাহ্মসমাজের মহোৎসব উপলক্ষে আগামী ১০ই মাঘ প্রাতে ও ১১ই মাঘ দিবা রাত্রি ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনাদি হইবে। ব্রাহ্মিকাদিগের নিমিত্ত পৃথক্ স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। এবারে দেশীয় বিদেশীয় অনেক ধর্ম্মপরায়ণ বামাগণের সম্মিলনে প্রভূত উপকারের সম্ভাবনা।

বামাগণের রচনা।

হে ভগিনীগণ! আমাদিগের উচিত ফল কামনা রহিত হইয়া কার্য্য করা, যে হেতু আমাদিগের মন অতি দুর্ব্বল সহজেই ক্ষুণ্ণ ও উৎফুল্ল হইয়া উঠে। তজ্জন্য আমরা যেন সাবধানতা সহকারে ঈশ্বরেতে লক্ষ্য রাখিয়া সমুদায় কার্য্য সম্পন্ন করি।

ভগিনীগণ! যদি কখন কোন প্রকার সৎকর্ম্ম আমাদিগের জীবন হইতে অনুষ্ঠিত হয় তাহা হইলে যেন সেই উপলক্ষে কতক্ষণে সাধারণ সমক্ষে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিব এই লালসায় কর্ণকে খাড়া করিয়া না রাখি, এবং আমি উত্তম কর্ম্ম করিয়াছি, আমার সদৃশ কেহ নয় মনে করিয়া আত্মম্ভরিতা প্রকাশ না করি; কিম্বা কাহারও প্রমুখাৎ আত্ম প্রশংসা শ্রবণে উৎফুল্ল হইয়া আরও প্রতিষ্ঠা-ভাজন হইব এই কামনায় তৎসন্নিধানে স্বীয় গুণের পোষকতা না করি অথবা কেবল মনুষ্যের নিকট পুরস্কারের লোভে শুভ কর্ম্মের অনুবর্ত্তিনী না হই। আমরা সংসারে যে কার্য্য করি তাহা যেন লোকের হিতার্থে ও ঈশ্বরের প্রীত্যর্থে মনে করিয়া তৎসাধনে প্রবৃত্ত হই তাহা হইলে আমরা সর্ব্ব সমক্ষে প্রতিষ্ঠাভাজন হইব ও ঈশ্বরের নিকট একটি পাপাচরণ হইতে মুক্ত হইতে পারিব। এই সংসারের মধ্যে ঈশ্বরের কার্য্য করাই আমাদিগের জীবনের উদ্দেশ্য। তিনি কর্ম্মশীল ঈশ্বর, তিনি প্রতিনিয়ত আমাদিগের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া কর্ম্ম করিতেছেন ও করাইতেছেন। অতএব হে ভগ্নিগণ যদ্যপি তোমরা উন্নতি পদবীতে পদার্পণ করিতে চাহ, তবে ফল কামনা শূন্য হইয়া তাঁহার প্রিয় কার্য্যের অনুবর্ত্তিনী হও, তিনিই আমাদের জীবনের এক মাত্র উপায় ও তাঁহাতেই আমাদের সমুদায় সুখ দুঃখ বদ্ধ রহিয়াছে এবং আমরা তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া যে সকল কার্য্য করি তাহাই সুসম্পন্ন হয়। হায়! তবে কেন আমরা সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে দাম্ভিকা হই ও ঈশ্বরকে একেবারে ভুলিয়া যাই!

আমাদের শত শত সাধু ব্যবহার ও শত শত সাধু কার্য্য করিতেই হইবে ও অনন্তকাল পর্য্যন্ত উন্নতি সাধন করিতেই হইবে, এবং অনন্ত জীবনের অনুসরণ লইতে হইবে, তবে কিসের নিমিত্ত অনিত্য সংসারের মধ্যে মনুষ্যের নিকট সামান্য ফল কামনা করিব?

বামাবোধিনী পত্রিকা।

'কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।'

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৭৯ সংখ্যা। } ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১২৭৬। } ৫ম ভাগ।

স্বামীর উপর স্ত্রীর প্রভাব।

কেবল স্ত্রীর উপরে স্বামীর কর্ত্তৃত্ব আছে; আর স্বামীর উপর স্ত্রীর কোন ক্ষমতা নাই একথা কেহ বলিতে পারেন না। স্বামীর গুণে বা দোষে যেমন অনেক পত্নী ভাল বা মন্দ হয়, আবার পত্নী হইতেও অনেক স্বামীর স্বভাব ভাল বা মন্দ হইয়া থাকে। ইতিহাসে ইহার সহস্র প্রমাণ আছে, আমরা স্বচক্ষেও ইহার শত শত উদাহরণ দর্শন করিতেছি। ভারতবর্ষের নারীগণ যে এত হীনবল ও দুরবস্থাপন্ন, অনেক স্থলে স্বামীদের উপরে ইহাদেরও অতুল প্রভাব। শান্ত প্রকৃতি ভার্য্যার গুণে কত পতি শান্তভাবে বহু পরিবারের সহিত কালযাপন করিতেছেন এবং দুরন্ত ভার্য্যার দোষে কত স্বামীও হিংসা দ্বেষ পরায়ণ হইয়া ভ্রাতৃবিচ্ছেদ, পিতামাতার সহিত কলহ বিবাদ করিতেছেন ইহা কে না দেখিতে পান? দুঃখের বিষয়, আমাদিগের স্ত্রীলোকদিগের ভীরুতা, স্বার্থপরতা, কুসংস্কার ইত্যাদি দোষে স্বামীদিগের প্রকৃতি দূষিত হইতেছে এবং তাহাতে সমুদায় সমাজের বহুতর অনিষ্ট হইতেছে। বিদ্যাবতী ও সদ্‌গুণান্বিতা স্ত্রীলোকের সংখ্যা যত অধিক হইবে, ততই তাঁহাদিগের দৃষ্টান্তে পরিবার সকল বিশুদ্ধ ও সুখী হইবে এবং সমগ্র দেশ ব্যাপিয়া জ্ঞান ও ধর্ম্মের জ্যোতি বিকীর্ণ হইবে তাহার সন্দেহ নাই। আমাদের নারীগণের বিশেষ রূপে জানা উচিত যে

যখন তাঁহারা সমাজের কিছু মধ্যে নয়, এরূপ অবস্থায় থাকিয়াও স্বামীদিগকে অল্প বা অধিক পরিমাণে বশবর্ত্তী করিতে পারিতেছেন, তখন তাঁহারা বিদ্যা ও ধর্ম্মে উন্নত হইতে পারিলে স্বামীদিগকে সহজেই পরাজয় করিতে পারিবেন। দয়াময় পরমেশ্বর স্ত্রীদিগকে বাহুবলে শ্রেষ্ঠ করেন নাই বটে, কিন্তু তাঁহাদের এরূপ প্রকৃতি করিয়া দিয়াছেন যে তাহা সুমার্জ্জিত হইলে সকলকেই তাহার নিকট পরাভব মানিতে হয়। স্ত্রীর গুণে স্বামী নাস্তিক হইলে আস্তিক, মূর্খ হইলে বিদ্বান, নিষ্ঠুর হইলে দয়ালু, অলস হইলে পরিশ্রমী, নিরুৎসাহ হইলে সাহসী এবং বিলাসী হইলে পরিমিতাচারী হইতে পারেন। এইরূপ জয়েই স্ত্রীজাতির গৌরব, ইহাতেই পরিবারের সুখ এবং সমাজের নিত্য মঙ্গল।

এস্থলে আমরা একটী ফরাসী স্ত্রীলোকের সাধু দৃষ্টান্ত বর্ণন করিতেছি। ফ্রান্সের ঘোর রাজ্য বিপ্লব সময়ে শত শত পরিবার বিপন্ন ও উৎসন্ন হইয়া যায়, তাহার মধ্যে এই স্ত্রীলোকটী আশ্চর্য্য ধৈর্য্য ও সাহস প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি স্বামী এবং পাঁচটী সন্তানের সহিত নগর প্রান্তে এক কুটীরে বাস করিতেছিলেন। তাঁহার পতি পূর্ব্ব ধনসম্পত্তি হারা হইয়া অত্যন্ত অধীর হইয়া পড়িয়াছিলেন এমন কি অনেক সময় দুঃখের ভাবনায় আত্মহত্যা করিতে যাইতেন। তিনি পতির অস্থির মতি জানিতেন এবং কিরূপে তাঁহাকে নিবৃত্ত করা যায় ভাবিতে লাগিলেন। দেখিলেন, পরিবারের প্রতি তাঁহার অত্যন্ত স্নেহ এবং পরিবারের কথা হইলেই তিনি নিরাশ হইয়া দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করেন। তাঁহার মন অভিমানী, প্রতিবাসীদিগের নিকট সাহায্য চাহিতে বলিলে তিনি নিতান্ত ব্যথিত হইবেন। বিশেষতঃ সাহায্য চাহিলে একবার যদি কেহ অস্বীকার করে, তাহাতে তাঁহার মৃত্যু যন্ত্রণা অপেক্ষাও অধিক ক্লেশ হইবে। সান্ত্বনারও কোন পথ ছিল না, আশার কোন কথা কহিলে স্বামী তাহা শুনিতেন না, কেবল ব্যাকুল হইয়া সকলকে তাঁহার সঙ্গে মরিতে অনুনয় করিতেন। এরূপ নিরাশায় চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টিত হইয়াও তিনি নিরাশ হইলেন না। তিনি মনে মনে একটী উপায় স্থির করিলেন এবং স্নেহ ও সাহসপূর্ণ হৃদয়ে স্বামীকে বলিলেন :—

"এখনও সকল আশা যায় নাই, আমার সুস্থ শরীর এবং পাঁচটী সন্তান

আছে। এস আমরা এস্থান পরিত্যাগ করি, এবং যেখানে কেহ আমাদিগকে চিনে না এমন স্থানে যাই। সন্তানেরা তাহাদের পিতার প্রতিপালনের জন্য আমার সহিত পরিশ্রম করিবে। আর যদি পরিশ্রমে সঙ্কুলান না হয় আমি নিজে ভিক্ষা করিয়া আপনার ভরণপোষণ করিব।”

এই প্রস্তাব শুনিয়া স্বামী কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন এবং হৃদয়ে যেন সাহস ও গভীর শান্তি অনুভব করিয়া উত্তর করিলেন “আমি তোমাকে ভিখারিণী হইতে দিব না, কিন্তু তুমি যখন আমার নিমিত্ত এত অনুরাগ প্রদর্শন করিতে পারিলে, তখন আমার যে কি করা উপযুক্ত বুঝিতে পারিতেছি।”

তিনি এই কথা বলিয়া আর বিলম্ব করিলেন না। অবশিষ্ট যে কিছু টাকা কড়ী ছিল তাহা লইয়া সপরিবারে একটী দূরদেশে প্রস্থান করিলেন। পথি মধ্যে যেখানে লোকে তাঁহাদিগকে চিনে না, সেইখানে সকলে সামান্য কৃষকের বেশ পরিধান করিলেন এবং এক নগরে গিয়া বাসস্থান নিরূপণ করিলেন। তথায় ফরাসী একটী গৃহ এবং ক্ষেত্র ভাড়া করিলেন। পশম ও পাট কিনিয়া স্ত্রী ও কন্যাদিগকে শিল্পকার্য্য করিতে দিলেন এবং বালকদিগের সহিত আপনি কৃষিকার্য্য করিতে লাগিলেন। এইরূপে অল্পদিনের মধ্যে তাঁহাদের দুঃখ কষ্ট চলিয়া গেল। পিতা মাতার দৃষ্টান্তে সন্তানেরা উৎসাহিত হইয়া পরিশ্রম ও অধ্যবসায় অভ্যাস করিতে লাগিল এবং সেই সাধু রমণীর একটী সাহস বাক্য হইতে সমুদায় পরিবার চিরদিন সুখ ও শান্তিতে কালযাপন করিতে লাগিল।

মৃতদিগের বিচার।

মানুষ মরিয়া গেলে যে পরলোকে তাহার পাপ পুণ্যের বিচার হয় এবং পাপের দণ্ড ও পুণ্যের পুরস্কার প্রদত্ত হইয়া থাকে, ইহা সকল জাতি স্বীকার করে। কিন্তু প্রাচীন মিসর দেশে ইহলোকেই মৃতদিগের বিচারের একটী আশ্চর্য্য প্রথা ছিল। কোন ব্যক্তি মরিয়া গেলে তাহার পরিবারেরা তাহার শরীর সুগন্ধ দ্রব্যে পূর্ণ করিয়া সুচিত্রিত দুই তিনটী শবা-

ধারে পূরিত এবং যতক্ষণ কবর এবং অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার অন্যান্য উদ্যোগ না হইত ততক্ষণ গৃহের মধ্যে দেওয়াল ঠেসান দিয়া সোজা করিয়া দাঁড় করাইয়া রাখিত। তৎপরে শবাধারটী গাড়ীতে করিয়া নিকটস্থ পবিত্র হ্রদের তীরে নীত হইত। ইতি পূর্ব্বে বিচারকদিগকে সমাচার দেওয়া হইত এবং বিচারের নির্দ্দিষ্ট দিন সাধারণের নিকটে ঘোষণা করা হইত। পরে ৪২ জন বিচারক আহূত হইয়া হ্রদের তীরে অর্দ্ধগোল আকারে উপবেশন করিলে শব গ্রহণার্থ এক খানি নৌকা আনীত হইত।

নৌকাতে যখন শবাধারটী তুলিবার উদ্যোগ হইত, তখন যে কেহ ইচ্ছা মৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে পারিত। তাহার চরিত্র মন্দ ছিল সপ্রমাণ হইলে বিচারকেরা দণ্ডাজ্ঞা দিতেন এবং সেই শবের কবর হইত না। কিন্তু অভিযোগকারী যদি আপনার কথা প্রমাণ করিতে না পারিত, তাহার গুরুতর দণ্ড হইত। যখন কোন নিন্দক উপস্থিত না হইত অথবা নিন্দা-বাক্য অমূলক বলিয়া প্রমাণ হইত, তখন পরিবারস্থ লোকেরা বিলাপ পরিত্যাগপূর্ব্বক গতাসু ব্যক্তির প্রশংসাধ্বনি করিত। মিসরীয়দিগের মতে সকল লোকেই সমান ভদ্রবংশজ, সুতরাং তাহারা তাঁহার বংশমর্য্যাদার উল্লেখ করিত না, কিন্তু তাহার বিদ্যাশিক্ষা প্রভৃতি বর্ণন করিয়া এবং তাহার ধর্ম্মপরায়ণতা ন্যায়পরতা, মিতাচারিতা এবং অন্যান্য গুণের প্রশংসা করিয়া দেবগণের নিকট প্রার্থনা করিত যে তাহারা তাঁহাকে পুণ্যাত্মা-দিগের সহচর করিয়া লউন। সমাগত লোকেরা এই ঘোষণা শুনিয়া জয়ধ্বনি করিত এবং স্বর্গস্থ পুণ্যাত্মাদিগের সহচর বলিয়া তাহার গুণকীর্ত্তন করিত। অনন্তর শবাধারটী পারিবারিক শব নিবাসের একটী অংশে নিহিত হইত।

যাহাদের শব নিবাস না থাকিত তাহারা আপনাদিগের গৃহে একটী নূতন স্থান প্রস্তুত করিয়া প্রাচীরে হেলান দিয়া শবাধারটী রাখিয়া দিত। অভিযোগ হেতু অথবা নিজের বা সন্তানগণের ঋণ নিবন্ধন যাহাদিগকে কবর হইতে বঞ্চিত করা হইত, তাহাদিগের মৃত দেহও এইরূপে স্থাপিত হইত। শেষোক্ত ব্যক্তিদিগের পুত্র পৌত্রাদি যদি কেহ ধনবান হইত, মহাজনদিগের ঋণশোধ করিয়া মহোৎসবপূর্ব্বক রক্ষিত শবের সমাধি

ক্রিয়া সম্পন্ন করিত। মিসর দেশে সমাধিস্থ পূর্ব্ব পুরুষগণের প্রতি অসাধারণ ভক্তি প্রকাশ একটী পবিত্র নিয়ম বলিয়া প্রচলিত ছিল। এই জন্য সন্তানেরা ঋণের নিমিত্ত মৃত পিতামাতার দেহ বন্ধক রাখিত; যাহারা তাহা মুক্ত করিতে না পারিত তাহাদিগের ঘোরতর অখ্যাতি হইত এবং মৃত্যুর পরে কবর লাভের অধিকার হইত না। যে পরিবারের কোন ব্যক্তি কবর সংক্রিয়া হইতে বঞ্চিত হইত, তাহার দুঃখ এবং লজ্জার পরিসীমা থাকিত না।

মৃত ব্যক্তির অপরাধের পরিমাণ অনুসারে তাহার দণ্ডের কাল নির্দ্দিষ্ট হইত এবং যখন তাহার বন্ধুগণের চেষ্টায় ধর্ম্মার্থে অর্থদান ও পুরোহিতদিগের বলবৎ প্রার্থনা দ্বারা ক্রুদ্ধ দেবগণের কোপ শান্তি হইত, তখন দণ্ডের কাল হ্রাস হইত। উত্তরাধিকারীরা এইরূপ উপায়ে মহাজন ও দেবতাগণকে সন্তুষ্ট করিত।

মৃত ব্যক্তিদিগের দোষ ক্ষালন সূচক যে মন্ত্র পাঠ হইত, তাহা সচরাচর তাহার কবরের দ্বারে খোদিত থাকিত; মিসরীয় আইন অনুসারে যে সকল অপরাধ নিষিদ্ধ তাহা এক এক করিয়া পাঠ হইত এবং তিনি যে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ বলিতে হইত। মৃতের বিচারক যেমন ৪২ জন, মিসর দেশের আইন অনুসারে অপরাধের সংখ্যাও তেমনি ৪২টী নির্দ্দিষ্ট ছিল।

থিব্‌স, মেস্কিস প্রভৃতি এক একটা বৃহৎ নগরের এক একটী হ্রদ ছিল এবং তথায় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অনুষ্ঠান হইত। যে বিভাগে কোন লোক মরিত, সেই বিভাগের হ্রদেই তাহার সংক্রিয়া করিতে হইত। যখন পুরোহিতেরা নগরান্তরে শব লইয়া যাইবার অনুমতি পত্র দিতেন, তখনও নিজ বিভাগে তাহার বিচার নিয়মের অন্যথা হইত না।

মৃত্যুর পরে কেবল সামান্য লোকেরাই এই প্রকার বিচারাধীন হইত না স্বয়ং রাজার চরিত্রও এইরূপে পরীক্ষিত হইত। যদি কোন ব্যক্তি তাহার অধার্ম্মিকতা কিম্বা অন্যায়াচারিতা সপ্রমাণ করিতে পারিত; তাহাকেও কবর হইতে বঞ্চিত করা হইত। নিয়মিত পরীক্ষা আরম্ভ হইলে যে কোন ব্যক্তি তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে পারিত। প্রথমে পুরোহিতেরা তাঁহার সমুদায় সৎকার্য্য বর্ণনা করিয়া তাঁহার চরিত্রের প্রশংসা করিতেন,

সমাগত সহস্র সহস্র লোক চারিদিক্ বেড়িয়া থাকিত, যথার্থ প্রশংসা হইলে আনন্দপূর্ব্বক প্রতিধ্বনি করিত। আর যদি তাহার জীবন পাপ কিম্বা অন্যায়াচরণে দূষিত হইত, তাহারা উচ্চৈঃস্বর চীৎকার করিয়া অনভিমত প্রকাশ করিত। সাধারণ লোকের আপত্তি হেতু মিসর ভূপতিরা কবর সৎকার পান নাই, তাহার অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। ইহা দ্বারা এই উপকার দর্শিত যে পূর্ব্ব রাজগণের অপমান ও চিরকলঙ্ক স্মরণ করিয়া পরবর্ত্তী রাজারা সৎকর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা প্রজাগণের অনুরাগ ভাজন হইবার চেষ্টা করিতেন।

মিসর দেশে মৃতব্যক্তিদিগের এই প্রকার বিচারের প্রথা থাকাতে সর্ব্ব সাধারণে মনুষ্যদিগের নিকট প্রশংসা পাইবার লোভেই হউক, অথবা দেবগণের অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হইবার ভয়েই হউক, সর্ব্বদা ধর্ম্মের পথে থাকিতে চেষ্টা করিত। তাহারা জীবিতাবস্থায় শত শত দুঃখ ক্লেশ অপেক্ষা মৃত্যুর পর দুর্নাম ও অপমান অত্যন্ত কষ্টকর বোধ করিত, সুতরাং এই নিয়মদ্বারা তাহাদের দেশের অনেক কল্যাণ সাধিত হইয়াছিল।

ব্যয়।

১। আয় অপেক্ষা ব্যয় করা কঠিন। আয় পরিশ্রমের ফল, ব্যয় বিবেচনা ও বুদ্ধির উপর নির্ভর করে। "অর্থ, ব্যয়ের নিমিত্ত বটে, কিন্তু ব্যয় সৎকার্য্য ও সম্মানের জন্য" বেকনের এই কথার অর্থ এই যে ব্যয়ের উপরেই সমুদায় কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্ভর করে। মানুষকে আয়ের সময় অত্যন্ত যত্নশীল দেখা যায়, কিন্তু ব্যয়ের সময় কিছুই কুণ্ঠিত দেখা যায় না। কিন্তু যিনি নিয়মিত হইয়া ব্যয় করিতে পারেন তাঁহাকে আয়ের জন্য তত কষ্ট পাইতে হয় না। যিনি ব্যয় সম্বন্ধে নিয়মিত, পরিমিত এবং বিবেচক তাঁহার অন্যান্য বিষয়েও তদ্রূপ অভ্যাস পাইয়া আইসে।—কিছু সঞ্চয় না রাখিয়া ব্যয় করা নির্ব্বোধের কার্য্য। যিনি ইহা না জানেন তিনি সংসার ও পৃথিবী বুঝেন না।—

২। বঙ্গদেশ বদান্যতা-প্রিয়; এজন্য এখানে অতিব্যয়শীলতা তত

দোষের বলিয়া বিবেচিত হয় না। কৃপণতা দোষ এদেশের অত্যন্ত ঘৃণাকর। কিন্তু কার্য্যে দেখা যায়, কৃপণতা অপেক্ষা অতি বদান্যতায় অধিক ক্ষতি হয়। অস্মদ্দেশে যিনি কৃপণ বলিয়া অভিহিত হয়েন, কোন পরিমিত ব্যয়শীল দেশে তিনি একজন বদান্য ব্যক্তি বলিয়া গণ্য হইতে পারেন।

৩। বিদেশে গেলে লোকে কৃপণ স্বভাব ঠাহরিয়া না লয় এজন্য প্রথমে একবার বদান্য খ্যাতি ক্রয় করা আবশ্যক। যেহেতু বদান্য ব্যক্তিকে সকলে ভাল বাসে ও তাহার বন্ধু হইতে চায় এবং বিদেশে বান্ধবের সহিত বাস করা নিতান্ত আবশ্যক ও সুখকর। যে সকল ব্যয় নৈমিত্তিক ও এককালীন তাহাতে বদান্য হইবে, কিন্তু যাহা নিত্য ও নিয়মিত তাহাতে যথাসাধ্য পরিমিত হইবে।

৪। যদি সময়ে সময়ে অল্প ব্যয় দ্বারা এক কালের বহু ব্যয় নিবারণ করা যায়, তাহা উচিত। কিন্তু যেখানে অল্প ব্যয় ধর্ত্তব্য হয় না সেখানে তাহা ঘুসের স্বরূপ হইয়া পড়ে। অধিক ব্যয়ের অল্পাংশে সাহায্য করা গ্রাহ্য হয় না; তাহাও ঘুসের স্বরূপ পরিগণিত হয়।

৫। ব্যয় সম্বন্ধে সমাজে তিন প্রকার প্রণালী অবলম্বিত দেখা যায়। কতকগুলি লোক অবস্থার বেশী চালে চলিতে চায়, কতকগুলি লোক অবস্থার অনুযায়ী চলিয়া থাকে, অপর কতিপয় লোক তাহার নীচে থাকে। নিজ অবস্থার বেশী চালে যাহারা চলিতে চায়, তাহারা অধিকাংশ ভবিষ্যৎ আশার উপর নির্ভর করে। কিন্তু যাহারা আশার উপর নির্ভর করে, তাহারা প্রায় ক্ষুধায় শুকাইয়া মরে। ভবিষ্যতে তাহারা যেরূপ হইতে চায়, এখন অবধি তাহারা সেই চালে চলিতে যায়। ভবিষ্যতে যে প্রকার লাভের প্রত্যাশা করে অগ্রেই তাহার কতক অংশের ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়ে। এপ্রকার লোকে ব্যবসায় বাণিজ্যে এককালে হত সর্ব্বস্ব না হইলেও ত্বরায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েন। ইহারাই সময়ে সময়ে অতিদানশীলতা দেখাইয়া গাড়ী ঘোড়ার ধূমধামে চারিদিকে ক্ষুদ্র লোকের নিকট খ্যাতি বিস্তার করেন। তাহাদের বাহ্যাড়ম্বরের পরিসীমা নাই। কিছুকাল পরেই দেখা যায় তাহারা অতি সামান্য দীন হীন হইয়া পড়িয়াছেন এবং একেবারে অধঃপাতে গিয়াছেন। পূর্ব্বে যাহারা তাহারই বিত্ত ভোগী হইয়াছিল,

তখন তাহারাই বলিয়া থাকে, আমরা পূর্ব্বেই জানিতাম ইনি শীঘ্রই অধঃপাতে যাইবেন। ইহারা কিছুদিন থামিয়া চলিতে পারে না। হঠাৎ বড় মানুষ হইলে, কেহ কেহ এক দিনে জীবনের সমুদায় বাসনা পূর্ণ ও চরিতার্থ করিতে চাহে। এরূপ লোকেরও শীঘ্র পতন হয়। যাহারা অবস্থার নীচে থাকে তাহারা নীচ লোক। যাহারা তদনুসারে চলিয়া থাকে তাহারা বুদ্ধিমান। পাছে লোকে কৃপণ বলে, তজ্জন্য অবস্থার উপর চলা নিতান্ত নির্ব্বোধের কার্য্য।

৬। এই প্রসঙ্গের অন্যান্য বিষয় বেকনের সন্দর্ভে বিশেষরূপে বর্ণিত আছে। বামাগণের হস্তে সংসার খরচের ভার প্রায়ই পড়িয়া থাকে এবং এই বিষয়ই তাহাদের বিবেচনা বুদ্ধির একটী প্রধান পরীক্ষা স্থল। কেহ কেহ এমত সিয়ানা আছেন, যে তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট ব্যয় সম্পন্ন করিয়া দুই পয়সা হাতে জমাইতে পারেন, কেহ কেহ দুই দিনে মুক্ত হস্তে সমুদায় ব্যয় করিয়া বসিয়া থাকেন। আবার অন্যের নিকট তাহাদিগকে অর্থ ভিক্ষা করিতে হয়।

৭। যে সংসারে দাস দাসী ও অধীনস্থ অপর লোকের উপর অধিক নির্ভর করিতে হয়; সেখানে প্রত্যহই খুচরা দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করা ভাল। ইহাতে দ্রব্য সামগ্রী মহার্ঘ্য কিনিতে হয় বটে কিন্তু তুলনায় দেখা গিয়াছে, অপচয়ে অপেক্ষাকৃত অধিক পড়িয়া থাকে। কিন্তু গৃহিনী যদি সাবধান হইয়া চলেন, তাহা হইলে এনিয়মের তত আবশ্যকতা নাই।

৮। ধার অপেক্ষা নগদ ব্যয়ে সংসার চালান ভাল। যিনি ধারে চালান, তাহার কখন ঋণ পরিশোধ হয় না, কিছু ঋণ থাকিবেই থাকিবে। কিন্তু নগদ ব্যয়ের লাভ এই ইহাতে অঋণী থাকা যায়। অর্থের অনাটন ওজর মাত্র। এস্থলে ধার করিবার প্রয়োজন নাই। দ্বিতীয়তঃ ইহাতে দোকানীরা অধিক মূল্য অথবা হিসাবের প্রতারণা করিয়া লইতে পারে না। তৃতীয়তঃ ইহাতে মিতব্যয়িতা অভ্যাস পাইয়া আইসে। নগদ মূল্য বাহির করিতে হইলে অনেক বিবেচনা করিতে হয়। কিন্তু যাহা ঋণ ও অবশ্য দেয়, তাহাতে আর বিবেচনা থাকে না।

৯। সামান্য ব্যয় হইলেও ব্যয় সম্বন্ধে কোন প্রকার নিয়ম এবং নিয়মিত হিসাব রাখা অত্যন্ত কর্ত্তব্য। হিসাব রাখিতে কিছু কষ্ট হয় বটে, কিন্তু তাহা না রাখিলে মিতব্যয়িতার অভ্যাস ও বিজ্ঞতা জন্মে না, প্রত্যুতঃ বিস্তর ক্ষতি হয় এবং সময়ে সময়ে অধিকতর কষ্টে পড়িতে হয়।

১০। সঞ্চিত মূলধনে শীঘ্র হস্তক্ষেপ করিবে না। হঠাৎ কোন উপরি ব্যয় উপস্থিত হইলে বরং কর্জ্জ করা ভাল, তবু সঞ্চিত অর্থে হাত দেওয়া ভাল নয়। এই ধার ক্রমে ক্রমে শুধিবে। কিন্তু সঞ্চিত ধনে হাত দিলে জানিবে যে সঞ্চয়ের তোমার বন্ধন খুলিয়া গেল। সঞ্চিত ধন ব্যয় করিবার সময় আছে। এবিষয়ের একটী আখ্যায়িকা আছে। কোন গৃহিনীর হাতে কিছু সঞ্চয় গুপ্ত ছিল। তাঁহার স্বামী কন্যাভার দায়ে তাহারই বাটী বন্ধক দিয়া পুত্রীকে পাত্রস্থ করিলেন, তথাপি স্ত্রীলোক টাকা বাহির করিলেন না। পরিণয় কার্য্য সকল সম্পূর্ণরূপে সমাধা হইয়া গেলে দিন কয়েক পরে, গৃহিনী নিজবাটী টাকা দিয়া খালাস করিয়া আনিলেন। ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে গৃহিনী স্বামীকে উত্তর করিলেন আমি পূর্ব্বে এই জন্য টাকা স্বীকার করি নাই যে তখন তাহা বাহির করিয়া দিলে ঐ টাকায় কার্য্যসমাধা হইত না, টাকা এবং বাটী উভয়ই খোয়াইতে হইত। অস্বীকার দোষ ধরিয়া স্বামী পত্নীকে তিরস্কার করিলেন বটে, কিন্তু তাহার চতুরতায় অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন।

১১। স্বামী অপব্যয়ী ও অমিতচারী হইলে, পত্নীর হাতে ব্যয়ভূষণ ও অর্থ সঞ্চয়ের ভার থাকা উচিত। স্বামীর মনোমত না হইলেও এনিয়ম করা ভাল। ইহাতে সময়ে সময়ে দশ টাকা ঘোড়ার আত্র খাইতে পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু নিঃসংশয় প্রতিদিন অন্ন জুটে।

১২। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঋণ সঞ্চয় করিয়া রাখা ভাল নহে। দুই চারি টাকার ঋণ হইলে, হাতে অর্থ আসিলেই তৎক্ষণাৎ তাহা পরিশোধ করিয়া অবশিষ্ট টাকায় সংসার চালাইতে চেষ্টা করিবে। তাহাতে যদি অকুলান পড়ে, পরে দুই এক টাকার ঋণ করা ভাল। তাহা হইলে

বাজার সম্ভ্রম বজায় থাকিবে, মিতব্যয়িতা অভ্যাস হইবে, এবং শীঘ্র অঋণী হইতে পারিবে। নচেৎ প্রথমকার সেই দুই চারি টাকার ঋণ বৃদ্ধি হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। কিছু না হয়, সুদ বাড়িতে পারে। ঋণ বিষয়ে অত্যন্ত সাবধান থাকিবে, নতুবা বাহিরে হয় ত বিলক্ষণ সম্ভ্রম আছে, ভিতরে ঋণে ঋণে তোমাকে এতদূর জীর্ণ করিয়াছে যে একদিন হঠাৎ তোমার সমুদায় সম্পত্তি বিক্রীত হইয়া যাইবে এবং তখন সকলের ভুর ভাঙ্গিবে। অধিক টাকার ঋণ হইলে, বেকনের নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে পরিশোধ করা ভাল অর্থাৎ প্রতি মাসের আয় হইতে কিছু কিছু করিয়া পরিশোধ করিবে। তাহা হইলে তোমার মিতব্যয়িতা অভ্যাস পাইয়া আসিবে, অথচ ঋণ শোধ হইবে এবং সংসার প্রতিপালনেরও অধিক কষ্ট হইবে না।

১৩। সঞ্চিত ধন নগদ টাকার চেয়ে অন্য রকমে রাখা ভাল। নগদ টাকার কর্পূরের ন্যায় গুণ আছে। যিনি যাহা বলুন আমরা নিজ পরীক্ষায় দেখিয়াছি, স্বর্ণালঙ্কার, কোম্পানির কাগজ, বন্ধকী প্রভৃতি উপায় দ্বারা অর্থ যেমন নিশ্চয় সঞ্চিত থাকে এমত নগদ টাকায় থাকে না। কারণ এরূপ স্থলে ব্যয়ের অনুরোধে আমরা প্রায়ই দশম পরিচ্ছদ নির্দ্দিষ্ট উপায় অবলম্বন করিয়া থাকি।

১৪। যে ব্যয়ে দুদিন দেরি সহে তাহাতে তাড়াতাড়ি করিবার প্রয়োজন নাই। অনেক সময় এমত দেখা গিয়াছে, দুদিন দেরি করিয়া কোন কোন ব্যয় হইতে মুক্ত হওয়া গিয়াছে। কিন্তু যে ব্যয় অনিবার্য্য, এবং যথাসময়ে সম্পন্ন না করিলে মান থাকে না, কেবল অর্থের মায়ায় সে ব্যয় না করা নীচতার কর্ম্ম।

১৫। অর্থ অধিক সঞ্চিত হইলে তাহা কেবল জমাইয়া রাখাতে লাভ নাই। ব্যবসা বাণিজ্যে অর্থ খাটাইয়া লাভ করা উচিত। ইহাতে টাকারও বৃদ্ধি হইবে এবং অনেক লোকের জীবিকা নির্ব্বাহ হইবে।

১৬। পরমেশ্বর যাহাকে অধিক অর্থ দেন, তাহার নিকটে সৎকার্য্যের নিমিত্ত অধিক ব্যয়ের প্রত্যাশা করেন। দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনায় দুঃখীর দুঃখ হরণ ও সমাজের কল্যাণ সাধনে ব্যয় করা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

তাহাতে কুণ্ঠিত হইলে কেবল ব্যয়কুণ্ঠ বলিয়া দুর্নাম হয় না, কিন্তু কর্ত্তব্য সাধনের ত্রুটি হেতু পাপও হইয়া থাকে।

স্ত্রীজাতির বিশেষ কার্য্য।

(৪র্থ ভাগ ৪৪ পৃষ্ঠার পর)।

স্ত্রীজাতির স্বাভাবিক শক্তি মনুষ্য চরিত্রের উপর বিশেষরূপে কার্য্যকারিণী। জনসমাজের অবস্থা অধিমিশ্র স্ত্রীজাতির উপর অধিক পরিমাণে নির্ভর করিতেছে। পৃথিবীতে যে সমস্ত লোক মহত্ত্ব লাভ করিয়া বিখ্যাত হইয়া গিয়াছেন, তাহাদিগের অধিকাংশের মাতার একটী একটী অসাধারণ গুণের কথা শুনিতে পাওয়া গিয়াছে। মাতৃ-প্রকৃতি যে এক আশ্চর্য্য নিগূঢ় শক্তি প্রভাবে সন্তানের হৃদয়ে কার্য্য করিয়া থাকে ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। বর্ত্তমান সময়ে পুত্র ও কন্যা সন্তানের চরিত্রগত প্রভেদ দর্শন করিলেই ইহা নিঃসংশয় হইবে। কন্যাদিগের অপেক্ষা পুত্রদিগকে শৈশবাবস্থায় অতি অল্পকাল মাতৃ-তত্ত্বাবধানে রাখিয়া বিদ্যালয়স্থ শিক্ষকের হস্তে সমর্পণ করা হয়। যে পুত্র যত শীঘ্র এইরূপ শিক্ষক হস্ত ন্যস্ত হয় তাহার উন্নতি সাধনের উপায় তত শীঘ্র অবলম্বিত হইল এইরূপ বিবেচনা করা হয়। শিক্ষকটীর বিদ্যাবুদ্ধির সুখ্যাতি থাকিলেই তিনি শিশুর শিক্ষাভার গ্রহণে সম্যক উপযুক্ত বোধ করা হয়। সুনীতি শিক্ষা দ্বারা শিশুর চরিত্রের বিশুদ্ধতা রক্ষা করিতে তিনি কিরূপ উপযুক্ত তদ্বিষয় বিবেচনার মধ্যেই গ্রহণ করা হয় না। বালক অল্পকালের মধ্যে যদি অনেক গুলি পুস্তকের পাঠ সম্পন্ন করিতে পারে তাহা হইলে শিক্ষকের উপযুক্ততা বিষয়ে আর কোন সন্দেহ থাকে না। শিশু একটী কর্কশ কথা বলিল! কিম্বা ভগ্নীদিগের প্রতি উদ্ধত ব্যবহার করিল, তাহা শিক্ষা-দোষের কোন লক্ষণ বলিয়া ধর্ত্তব্য নহে। কারণ পিতামাতার এইরূপ সংস্কার যে পুত্র সন্তানের ঐরূপ ব্যবহার দূষণীয় নয়। কিন্তু কন্যার যদি সেরূপ কোন অশিষ্ট

আচরণ মাতা দেখিতে পান তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহা সংশোধনে তিনি তৎপর হন। কন্যা কিছু লেখা পড়া শিখিতে প্রবৃত্ত হইলেও যে মাতার নিকট তাহার চরিত্র সম্বন্ধীয় কোন দোষ পুত্রের দোষের ন্যায় উপেক্ষণীয় হয় তাহা নহে, প্রত্যুতঃ তদবস্থায় তাহার সেরূপ দোষ আরো অধিকতর ঘৃণাকর বোধ করা হয়। কন্যাকে শিক্ষকের হস্তে সমর্পণ করিতে হইলে পিতামাতা অগ্রে শিক্ষকের স্বভাব কিরূপ তাহা জানিতে ইচ্ছা করেন। শিক্ষকের সমধিক বিদ্যাবুদ্ধি সত্ত্বেও তিনি সচ্চরিত্র ও ধার্ম্মিক লোক না হইলে তাঁহার হস্তে তাঁহার কন্যাকে অর্পণ করিতে চাহেন না। কিন্তু ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যবহার পুত্রের শিক্ষা সম্বন্ধে দেখিতে পাওয়া যায়। কি শিক্ষিত কি অশিক্ষিত সাধারণ লোকদিগের মধ্যে এই কুরীতি এরূপ প্রচলিত হইয়াছে যে এমন বিদ্যালয় অতি দুর্লভ যাহাতে ছাত্রগণের জ্ঞানোন্নতি বিধান একমাত্র প্রধান লক্ষ্য না হইয়া ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষার প্রতি যথোচিত যত্ন প্রদর্শিত হয়।

যাঁহারা পুত্রদিগের সুনীতি শিক্ষার প্রতি নিতান্ত ঔদাসিন্য প্রকাশ করা অনুচিত জ্ঞান করেন, তাঁহারাও যথোচিতরূপে তৎপ্রতি মনোনিবেশ করেন তাহা নহে। মানসিক যে সকল অপ্রকাশ্য ক্ষুদ্র দোষ জনসমাজে পুত্রের মান প্রতিপত্তি লাভের কোন বিঘ্ন করিতে পারে না। কিন্তু তাহার আত্মার শান্তি ও পবিত্রতার ব্যাঘাত করে, তাহার প্রতি মনঃসংযোগ করা তাঁহারা আবশ্যক বোধ করেন না।

ঈশ্বর স্ত্রীজাতি অপেক্ষা পুরুষ জাতির প্রকৃতিতে পাপ প্রলোভনে আকৃষ্ট না হইবার এবং তাহা হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার যদি কোন বিশেষ স্বতন্ত্র শক্তি প্রদান করিতেন এবং তাহাদিগের বাল্যকালের অভ্যস্ত দুর্নীতি ভবিষ্যৎ জীবনের সুখ ও উন্নতির প্রতিবন্ধক না হইত তাহা হইলে এইরূপ আচরণ কথঞ্চিৎ সঙ্গত হইতে পারিত।

শৈশবকালে পুত্রদিগের শুদ্ধ জ্ঞানোন্নতির প্রতি একমাত্র লক্ষ্য রাখিয়া অপরাপর মনোবৃত্তির যথাবিধি পরিচালনায় উপেক্ষা ও অমনোযোগ প্রকাশ করায় তাহারা যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া সেই সকল অসংযত মনোবৃত্তির সহিত সংসার পথে পদার্পণ করে তখন যে তাহাদিগের দ্বারা

পরিবারের সুখ সমৃদ্ধি লাভের আশা অতি অল্পই থাকে তাহা বলা বাহুল্য। ফলতঃ সেই সকল চঞ্চলপ্রকৃতি পুরুষ নানা কারণে সংসার সুখের বিষম শত্রু হইয়া দুঃখ ও দুর্দ্দশার একমাত্র হেতু হইয়া উঠে এবং আপনার ও অন্যের অকল্যাণ সাধন করে।

স্ত্রীর পক্ষে যে কার্য্য গুরু পাপ জ্ঞান করা হয়, পুরুষের পক্ষে সে কার্য্য সামান্য দোষ বলিয়া গণ্য, এই ভ্রমাত্মক কুসংস্কার নিবন্ধন পুত্র ও কন্যার মধ্যে এরূপ শিক্ষাপ্রণালীর বৈষম্য দৃষ্ট হয়। যে ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে পুত্রী জন-সমাজে চিরকলঙ্কিত দুরপনেয় অপরাধে অপরাধী হয়েন, নিরত সেই ক্রিয়ানুষ্ঠান করিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিলেও পুত্র তথাপি “ভদ্র আখ্যা-ধারী” হইয়া সর্ব্বত্র সম্মান প্রাপ্ত হয়েন। আমাদিগের দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় স্ত্রীলোকেরা বিদ্যার আস্বাদনে বঞ্চিত থাকিয়াও যে অনেক বিষয়ে পুরুষদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন করিয়া থাকেন তাহার একটী প্রধান কারণ এই যে তাহাদিগের মানসিক শ্রেষ্ঠ প্রবৃত্তি সকল পুরুষদিগের ন্যায় কুশিক্ষা দ্বারা সহসা বিকৃত হইতে পায় না। মাতৃ-প্রকৃতির স্বাভাবিক পালনী শক্তিতে তাহা যথাবিধি অনুসারে পরি-পালিত ও পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। এই কারণে নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইলেও ভ্রাতাদিগকে ধর্ম্মপথে ভগ্নীদিগের অপেক্ষা এত পশ্চাৎবর্ত্তী দেখিতে পাওয়া যায়। শৈশবাবস্থা হইতে যে স্বার্থপরতা, অসহিষ্ণুতা, অহঙ্কার, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা প্রভৃতির অবিশ্রাম দাসত্ব করা হইয়াছে তাহারা এক্ষণে হৃদয় রাজ্যকে সম্পূর্ণ অধিকার করিয়া নিরত আধিপত্য প্রচার করিতেছে, তজ্জন্য ভ্রাতাদিগের হৃদয় ধর্ম্ম সাধনের সম্পূর্ণ বিরোধী হইয়া আছে।

বাল্যকালে যে দোষ অল্প আয়াসে পরিত্যাগ করা যাইতে পারে, পশ্চাৎ তাহা পরিত্যাগ করা বহু কষ্টসাধ্য হয়।

ত্যাগ স্বীকার ও কষ্ট স্বীকারপূর্ব্বক আভ্যন্তরিক তুমুল সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া দুষ্প্রবৃত্তি রূপ শত্রুদিগকে পরাভূত করিতে না পারিলে বাল্যাভ্যস্ত পাপ সকল হইতে মুক্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে ধর্ম্মের পথে অগ্র-সর হওয়া যায় না।

সুপ্রসিদ্ধ নীতিজ্ঞ ডাক্তার জনসন বলিয়াছেন যে ব্যক্তি অগ্রে সংখ্যা-রাশি গুলি শিক্ষা করে নাই, তাহার পক্ষে গণনা শিক্ষা যেমন সম্ভব, যে শিশু বাল্যাবস্থায় মাতার নিকট ধর্ম্মের ভাব কিছু শিক্ষা না পাইয়াছে তাহার পক্ষে ধর্ম্মের পথে পদার্পণ করাও সেইরূপ সম্ভব। ইহা মাতৃ শক্তির এক আশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত বলিতে হইবে যে, যাঁহারা বহুকাল ভ্রম ও অসত্যের পথে থাকিয়া পুনরায় সত্যের ও ধর্ম্মের পথে আসিয়াছে তাঁহারা অনেকেই বলেন মাতার প্রদত্ত বাল্যোপদেশ তাঁহারা একেবারে কখনই হৃদয় হইতে দূর করিতে পারেন নাই। অতএব যাহা বলা হইল তদ্দ্বারা ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে যে কন্যার ন্যায় পুত্রেরও শিক্ষাভার মাতার হস্তে থাকা নিতান্ত আবশ্যক।

অস্থায়ী বাত্যা।

যে সমুদায় বাত্যার সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে অথবা যাহা হঠাৎ উৎপন্ন হয় তাহাদিগকে অস্থায়ী বাত্যা বলে। ইহাদের কি দিক, কি সময়, কি স্থায়িত্বকাল, কি বেগ কিছুই নিয়মিত নাই। ইহার হেতু এই, ইহাদিগের উৎপত্তির কারণ নিরূপিত নাই। বিভিন্ন প্রকার এবং আকস্মিক কারণ হইতে ইহারা উৎপন্ন হয়। কোন প্রকারে বায়ুমণ্ডলের বৈষম্য সংঘটিত হইলেই ইহার উৎপত্তি হয়। স্থান বিশেষে বৃষ্টি কিম্বা মেঘের আধিক্য হইলে বায়ুর বৈষম্য ঘটিতে পারে। কিন্তু কেহ কেহ বলেন, তাড়িত পদার্থ ই বায়ুমণ্ডলের সমতা বিনষ্ট করিবার প্রধান কারণ, এজন্য তাড়িতকেই অস্থায়ী বাত্যার প্রধান কারণ বলিতে হইবে। অপর কতিপয় পণ্ডিত ঋতু পরিবর্ত্তনকে ইহার কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

উত্তর-আফ্রিকা, পারস্য, ভারতবর্ষ, চীন, সাইবিরিয়া, আরব এবং মেসোপোটেমিয়া প্রভৃতি দেশে এই সকল বাত্যা প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাদিগের মধ্যে কতক গুলি বাত্যা শীতল, অপর কতকগুলি উষ্ণ।

ইউরোপের দক্ষিণে যে উত্তর-বায়ু বহে তাহা অত্যন্ত শীতল ও তীক্ষ্ণ। অস্ট্রিয়া, ডেলমেসিয়া, পূর্ব্ব-দক্ষিণ ফ্রান্স, এবং স্পেন দেশে কখন কখন ভয়ানক হিম-বায়ু বহিয়া থাকে। বৃহৎ বৃহৎ বালুকাময় প্রান্তরের সন্নিকটস্থ দেশেই উক্ত বাত্যার প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। এজন্য আফ্রিকা ও আসিয়া খণ্ডে ইহাদিগকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহারা অত্যন্ত মারীজনক ও অনিষ্টকারী। ইহাদিগের মধ্যে নিম্ন লিখিত কয়েকটী বাত্যা প্রধান।

সাইমুন এবং স্যামেল। আফ্রিকা এবং আরবের উত্তপ্ত বালুকাময় প্রান্তরে ইহাদিগের প্রাদুর্ভাব। ইহারা সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক ও মারীজনক। যে স্থান দিয়া বহিয়া যায় তথাকার এক প্রাণীমাত্র জীবিত থাকে না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, ইহারা আসিবার পূর্ব্বে উষ্ট্রগণ অনেক দূর হইতেই কেমন অদ্ভুত সংস্কার প্রভাবে জানিতে পারে এবং তৎক্ষণাৎ হঠাৎ প্রান্তর মধ্যে বসিয়া পড়ে। যখন, উহারা বহিয়া যায় উষ্ট্রগণ নিম্নতলস্থ বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিয়া যথাকষ্টে জীবন রক্ষা করে। আরোহীরা একেবারে ভূমিতলে সাষ্টাঙ্গে পতিত হইয়া প্রাণ রক্ষা করে। বাত্যা প্রবল ঝটিকা বেগে পলকমাত্রে চলিয়া যায়। স্যামেল, বোগদাদের প্রান্তরেও দৃষ্ট হয়।

সিরক্কো। এই বাত্যা ইউরোপের দক্ষিণ ভাগে, স্পেন, ইটালী ও সিসিলী দ্বীপে বহিয়া থাকে। আফ্রিকার মরুভূমি হইতে উত্থিত হইয়া কখন কিয়দ্দণ্ড কখন বা দুই তিন দিন ধরিয়া বহিতে থাকে। ইহা এরূপ ভয়ানক যে ইহার স্পর্শে সমুদায় উদ্ভিদ শুষ্ক হয়, পশু পক্ষিগণ বিচরণ করিতে করিতে হঠাৎ পতিত হয় এবং মানব দেহ অকস্মাৎ বায়ুরোগে আক্রান্ত হইয়া পড়ে।

হারমাটান। আফ্রিকাস্থ সাহারা নামক প্রকাণ্ড বালুকারণ্য হইতে উত্থিত হইয়া এই বাত্যা বরাবর আটলান্টিক সমুদ্রের দিকে বহিয়া থাকে। এই বাত্যার এরূপ ভীষণ উত্তাপ, যে ইহা গাত্রে স্পর্শ করিলে কখন কখন নিগ্রোদিগের দেহ চর্ম্মেও একেবারে ফোস্‌কা হইয়া উঠে। কিন্তু সময়ে সময়ে ইহা স্বাস্থ্যকরও হইয়া থাকে। কোন কোন রোগ

ইহার স্পর্শে একেবারে তিরোহিত হয়, অপর কতক গুলির দমন হইয়া যায়।

চিত্তবিনোদিনী।

দ্বাদশ অধ্যায়।

রজনীর বৃদ্ধির সহিত ইউরোপীয়গণের সাহসও বৃদ্ধি হইল। ইতস্ততঃ অনুসন্ধানে সেই নৃশংস ব্যাপারের ভয়ানক চিহ্ন প্রকাশিত হইল। কোন স্থানে ছিন্ন হস্ত পদ ও মস্তকাদি কোন স্থানে রক্তাক্ত কবন্ধ দেহ দর্শকের মনে ভয় সঞ্চার করিল, কোন স্থলে অর্দ্ধকৃত শিশু তন্মাতার দৃষ্টিপথে নিপতিত হইয়া হতভাগ্য জননীর হৃদয় একবারে বিদীর্ণ করিল, সাহসী ইউরোপীয়গণ যাঁহারা ভারতবর্ষে কোন ভয়ের কারণ কখন দেখেন নাই, এক্ষণে ভয়ে অভিভূত। ইউরোপীয় বিলাসিনীগণ কেহ পুত্রশোকে, কেহ স্বামীশোকে, কেহ বা মনোমত দ্রব্যাদি নাশে অধীরা হইলেন। মীরট শ্মশান তুল্য শোচনীয় স্থল হইয়া উঠিল! "সিংহী" আর "মেষ পালনের মধ্যে নির্ভয়ে থাকিতে পারে না!

ইউরোপীয় পুরুষগণ স্বীয় স্বভাব গুণে শোককে অবিলম্বে ক্রোধ ও প্রতিহিংসায় পরিণত করিলেন। বিদ্রোহীদিগের কাহাকেও না পাইয়া, এক মাত্র হতভাগ্য চাকর প্রতি বৈরনির্যাতনে ধাবিত হইলেন। গৃহমধ্যে আবদ্ধ না থাকিলে ক্ষিপ্তপ্রায় সাহেবেরা তাঁহাকে সে রজনীতে টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিত, বোধ হয়। সেনাপতি হেভিস্ এখনও নিষ্কৃতি পান নাই। তাঁহার মতে তৎকালে আত্মরক্ষায় সম্যক্ ব্যস্ত থাকা উচিত। বৈরনির্যাতনের সময় এখনও অনেক দূর। বৃদ্ধ সেনাপতির সহিষ্ণুতা সাহেবগণকে ক্ষান্ত রাখিতে পারে না। অবশেষে "কল্য প্রাতেই চাকর দণ্ড হইবেক" এই আশ্বাস পাইয়া ক্রুদ্ধ আততায়ীরা কথঞ্চিৎ ক্ষান্ত রহিলেন।

অনতিবিলম্বে বিবি রেমণ্ড চাকর দুর্দ্দশা শ্রবণে তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। কিন্তু রক্ষকগণ তাঁহাকে বিস্তর নিষেধ করিল, যেহেতু

দুষ্টের সম্মুখে গমন নিতান্ত অবিহিত। চারুকে তাহারা ভয়ানক হিংস্র জন্তুর ন্যায় ঘৃণ্য ও অপহার্য্য জ্ঞান করিতেছিল। বিবি কাহারও কথা না শুনিয়া রক্ষদ্বার হইতে চারুর সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন। ইত্যবসরে রেমণ্ড সাহেব উপস্থিত হইলেন। তিনি চারুকে বিস্তর গালি দিয়া বিবিকে ঐ বিশ্বাসঘাতকের সম্মুখ হইতে প্রস্থান করিতে কহিলেন। বিবি কহিলেন "ভয় কি? চারু আমায় কি করিবে?" সাহেব উত্তর দিলেন "যে ব্যক্তি তাবৎ ইউরোপীয়ের প্রাননাশে প্রবৃত্ত, সে তোমার কি করিবে? তোমারও প্রাণনাশ করিতে পারে।" বিবি হাসিয়া কহিলেন "তোমার ভয় হইয়া থাকে আপন প্রাণ লইয়া পলায়ন কর।" উহাতে সাহেব বিরক্ত হইয়া চলিয়া গেলেন।

তখন বিবি চারুর বৃত্তান্ত শুনিয়া নিতান্ত দুঃখিতা হইলেন। চারুর প্রতি তাঁহার অবিশ্বাস হয় না। যাহা হউক নির্দ্দোষী অবিলম্বে ঈশ্বর কৃপায় তাবৎ বিপদ হইতে মুক্ত হইবেক বিবির ইহা দৃঢ় নিশ্চয় ছিল। আর তাঁহারই সাক্ষ্যে যে চারুর মোচন হইবেক ইহাও মনে করিতেছিলেন। ক্রমে এমিও হেলেনার কথা জিজ্ঞাসা করাতে চারু একে একে তাবৎ বৃত্তান্ত কহিলেন। বিবি এতক্ষণ আশা করিতেছিলেন যে কন্যাদ্বয় গোরা ছাউনির কোন স্থলে আছে, এক্ষণে তাহাদের সেই শোচনীয় ঘৃণ্য অবস্থা শ্রবণে একেবারে হতাশা হইয়া যেমন একটি চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছাপন্ন হইবেন, অমনি তাঁহার মস্তক গবাক্ষের লৌহরেলে সজোরে নিপতিত হইল এবং বিলক্ষণ আহত হইল। চীৎকার শুনিয়া রক্ষকগণ ও রেমণ্ড সাহেব নিশ্চয় বুঝিলেন দুরাত্মা বন্দী হতভাগ্য বিবির প্রাণ নাশে উদ্যত হইয়াছে। আসিয়া দেখিলেন বিবি রেমণ্ড অচেতন এবং মস্তকে বিলক্ষণ আঘাতের চিহ্ন।

ক্রমে চারুর কারাগৃহের সম্মুখে অগণ্য সাহেবের আগমন হইল। এবার চারুর প্রাণ রক্ষা হওয়া সুকঠিন। এই গোলমাল শ্রবণে সেনাপতিও উপস্থিত হইলেন। আর তিনি সকলের অনুরোধ অতিক্রম করিতে পারেন না। তৎক্ষণাৎ চারুর বিচার আরম্ভ হইল। এরূপ উত্তপ্ত সময়ে দোষাদোষ বিচার প্রত্যাশা করা অসম্ভব। সংক্ষেপে বিজয় সিংহ,

রেমণ্ড সাহেব ও রক্ষকগণের সাক্ষ্যে প্রমাণ হইল চারু বিদ্রোহ দোষে দূষিত এবং বিবি রেমণ্ডের প্রাণ বধোদ্যোগী। বন্দীর উত্তর শুনিবার অবকাশ নাই—প্রয়োজনও নাই। প্রত্যুত বন্দীর নিকট হইতে সিপাহী প্রদত্ত দিল্লী যাত্রার অনুমতি পত্র প্রকাশ হইল। অমনি প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল। রজনী শেষ হইতে না হইতেই মীরট যে চারু শূন্য হইবে তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। হায়, মনুষ্যের কি অদূর দৃষ্টি! বিবি রেমণ্ড মনে করিয়াছিলেন তাঁহারই অনুরোধে চারুর মুক্তি হইবে, এক্ষণে তাঁহারই জন্য চারুর প্রাণদণ্ড হইল। বিবি অচেতন, এসব বৃত্তান্ত তিনি কিছুই জানেন না।

সংসারের এইরূপ বিপরীত বিচার! কখন কখন দুষ্টের জয় ও শিষ্টের পরাজয় হয়। বিজয়ের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল এবং হতভাগ্য চারুর নির্দ্দোষিতা কাহারও নিকট প্রকাশ হইল না।

নূতন সংবাদ।

১। বাবু কেশব চন্দ্র সেনের বিলাত গমন সংবাদ শ্রবণ করিয়া তথাকার কতকগুলি সম্ভ্রান্ত সাহেব ও বিবি তাঁহাকে উৎসাহকর পত্র সকল লিখিয়াছেন। তন্মধ্যে ক্লিপটন নামক স্থান হইতে একটী খ্রীষ্টান রমণী এইরূপ লিখিয়াছেন। "আপনার এখানে আসিবার সঙ্কল্প শুনিয়া আমি অত্যন্ত উপকার প্রত্যাশা করিতেছি। ইহাতে ইংলণ্ডস্থ শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সাধারণ লোকে ভারতবাসীদিগের অভাব সকল এবং তাহাদিগের মনের ভাব জানিবার উত্তম সুবিধা প্রাপ্ত হইবেন। ইংরাজেরা অভাব ও অবস্থা অবগত নয় বলিয়াই তাহাদিগের মধ্যে এরূপ ঔদাস্য ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, বিশেষ বৃত্তান্ত সকল জ্ঞাত হইলে তাঁহারা বিদেশী লোকদিগের প্রতি বিলক্ষণ সহৃদয়তা প্রকাশ করিবেন। ভারতবর্ষের যে সকল বিষয়ে ইংরাজেরা শত শত পুস্তক ও বক্তৃতা দ্বারা যেরূপ কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারিবেন, একজন বুদ্ধিমান সদ্বক্তা ভারতবাসী এখানে সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া তদ্বিষয়

বলিলে তদপেক্ষা অনেক গুণে সুফল লাভ করিতে পারিবেন। অতএব আমি বিশ্বাস করিতেছি ঈশ্বর প্রসাদে আপনার আগমন ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের মধ্যে নিকটতর সম্বন্ধ স্থাপনের উপায় হইবে। এইরূপে রাজ্য বিষয়ক ও সামাজিক ভাবে দেখিলে আপনি ঈশ্বর ইচ্ছায় এখানে নিরাপদে উপনীত হইয়া এবং সচ্ছন্দচিত্তে ও সুস্থ শরীরে থাকিয়া এখানকার প্রধান২ নগরে যদি বক্তৃতা করিতে পারেন তাহা হইলে আপনার দ্বারা অনেক উপকার হইবে।

২। গত ২১এ পৌষ মুঙ্গেরে একটী উন্নত ও বিশুদ্ধ ভাবে ব্রাহ্ম-বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পাত্রীটী শ্রীমতী মহালক্ষ্মী দেবী শান্তিপুর নিবাসী শ্রীকিশোরী লাল মৈত্র মহাশয়ের দ্বিতীয় কন্যা। ইনি শৈশবাবধি পিতার যত্নে বিশুদ্ধ প্রণালীক্রমে প্রতিপালিত এবং বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষা প্রাপ্ত হন। এক্ষণে ইংরাজী, বাঙ্গালা, শিল্পকার্য্য এবং ধর্ম্মনীতি শিক্ষা করিয়া ও বিবাহের উপযুক্ত চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়ঃক্রম প্রাপ্ত হইয়া পবিত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইলেন। পাত্রটী হুগলী নিবাসী শ্রীযুত বাবু বিহারী লাল ঘোষ। ইনি কায়স্থ, কন্যাটী ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভূত।

৩। ঢাকা প্রকাশ পাঠে জানা গেল, ১৫ মাঘ বরিশালে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের পদ্ধতি অনুসারে একটী বিধবাবিবাহ হইয়া গিয়াছে। পাত্রের নাম শ্রীযুত বাবু স্বরূপ চন্দ্র দাস, বয়ক্রম ২৯ বৎসর, নিবাস বিক্রমপুর মধ্যপাড়া। পাত্রীর নাম শ্রীমতী অন্নদায়ী দেবী, বয়ক্রম ২৭।২৮ বৎসর, নিবাস বরিশালের অন্তর্গত গোরনদী ষ্টেশনের অন্তঃপাতী শোলক।

৪। ভুপালের বেগম নিরাশ্রয়া স্ত্রীদিগের সাহায্যার্থে দুই শত টাকা দান করিয়াছেন।

বামাগণের রচনা।

স্ত্রীশিক্ষার ফল।

অজ্ঞান শৃঙ্খল পাশে বদ্ধ বামাগণ;
জ্ঞান লাভে সে বন্ধন করহ ছেদন।

নিয়োজিত কর মন বিদ্যাধন আশে,
নিষ্কৃতি পাইবে যাহে কুসংস্কার পাশে।
তোমাদের কাছে থাকি ভারত কুমার,
শিক্ষা পাবে অবিরত বিবিধ প্রকার।
বাল্যকালে শিশুগণ মাতার যতনে,
পালিত হয়েন তাঁর সস্নেহ নয়নে।
সেই যে সুহৃদ মাতা হইলে শিক্ষিত,
পুত্রের কোমল মন করেন বিনীত।
উন্নতি সাধয়ে পুত্র নিকটে থাকিয়া,
নাশয়ে কু আশাগণ জ্ঞানালোক দিয়া।
শিক্ষা কার্য্যে বামাগণ পরিরতা হলে,
শুভকর ফলচয় অবিরত ফলে।
কুসংস্কার পাশে বদ্ধ ভারতের বালা,
সহিতে না হবে আর এই সব জ্বালা।
বৃথা কার্য্যে ব্যস্ত হয়ে কাটে বাল্যকাল,
অবিদ্যা রাক্ষসী গ্রাসে হইয়ে করাল।
শিক্ষা তরবারী লয়ে ছেদহ রাক্ষসী,
সুকার্য্যে নিযুক্ত হয়ে নাশ মনমসী।
পিটুলি চিত্রিত করি ভূতলে রাখিয়া,
অর্চ্চন করহ তাহা পুষ্পাঞ্জলি দিয়া।
সে কার্য্যে কি ফল বল বৃথা দিনপাত?
চক্ষু নাহি মিলে যথা জগতের নাথ।
জ্ঞান রজ্জু সংযোজিত করিলে হৃদয়ে,
বাঁধিতে পারিবে দুষ্ট মোহ দুরাশয়ে।
অজ্ঞান প্রভাবে নারী পশুর আকার,
মজিয়াছে মজায়েছে কত পরিবার।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৮০ সংখ্যা। } চৈত্র বঙ্গাব্দ ১২৭৬। {৫ম ভাগ।

বামাবোধিনীর আত্মবিবরণ।

প্রায় ৭ বৎসর হইতে চলিল, করুণাময় পরমেশ্বরের প্রসাদে এই বামাবোধিনীর যখন প্রথম উৎপত্তি হয়, তখন আমরা ইহার উপক্রমণিকায় লিখিয়াছিলাম "এই পত্রিকা প্রকাশ করিয়া আমরা আর কিছুরই প্রত্যাশা করি না, কর্ত্তব্য সাধনই আমাদিগের উদ্দেশ্য।" এদেশীয় বামাগণ যাহাতে বিদ্যা শিক্ষায় উৎসাহ পান, অল্প সময়ে অল্প আয়াসে প্রয়োজনীয় জ্ঞান সকল উপার্জ্জন করিতে পারেন এবং তাঁহাদিগের উৎকৃষ্ট মনোবৃত্তি সকল উপযুক্ত বিষয়ে পরিচালিত করিয়া আপনাদিগের ও সমাজের কল্যাণ সাধন করেন এইরূপ কোন উপায়ের নিতান্ত অভাব বোধ হইয়াছিল এবং "শুভকার্য্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করাও ভাল" এই ভাবিয়া আমরা পত্রিকাখানি প্রকাশ করিয়াছিলাম। আমরা উদ্দেশ্য সাধনে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহার পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক কারণ আমরা কোন বৃহৎ কার্য্য দেখাইব বলিয়া প্রত্যাশা করি নাই। প্রত্যুত আমাদিগের যে সামান্য লক্ষ্য, তাহাও সম্যক্ সাধন করিতে পারিতেছি না বলিয়া আমরা নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইয়া থাকি। তবে আমাদিগের সান্ত্বনার বিষয় এই

যে আমাদিগের বিবিধ ত্রুটী সত্ত্বেও বামাবোধিনী দ্বারা আশাতীত ফল লাভ দেখিয়া আমরা আনন্দিত ও উৎসাহিত হইতেছি। 'ঈশ্বর সামান্য যন্ত্র দ্বারা যে মহৎ কার্য্য সিদ্ধ করিয়া লয়েন' ইহা কেবল তাহারই একটী উজ্জ্বল উদাহরণ। বামাবোধিনী দীর্ঘজীবিনী হউন্ অনেকের যে ইচ্ছা হইয়াছে, ইহাই আমাদিগের যথেষ্ট পুরস্কার।

এক্ষণে বামাবোধিনীকে দীর্ঘজীবিনী দেখিতে যদি অনেকের ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে তাহার উপায় চিন্তা করাও আবশ্যক হইতেছে। আমরা বার বার বলিয়াছি আবারও বলিতে হইল যে বামাবোধিনীর যে আয়, তাহাতে ইহার জীবিকা নির্ব্বাহ হয় না এবং এরূপ করিয়া ইহার অধিক কাল কাটান কঠিন হইবে। ইহার মূল্য আমরা এই আশায় যৎসামান্য করিয়াছিলাম যে গ্রাহক সংখ্যা দ্বারা তাহার অভাব পূরণ হইবে। কিন্তু এতদিনের পরীক্ষায় সে আশায় আর আমরা প্রতারিত হইতে পারি না। অনেক গ্রাহক মহাশয়ের অস্নেহ ব্যবহারে বামাবোধিনীকে যথেষ্ট ক্ষতি সহ্য করিতে হইয়াছে এবং তজ্জন্য মধ্যে ইহার যেরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল তাহাতে এতদিন ইহার জীবিত থাকিবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। কিন্তু হিতৈষী বন্ধুগণকে নমস্কার, যে তাঁহাদিগের বিশেষ সাহায্যে ইহার একটী মহৎ ফাঁড়া কাটিয়া গিয়াছে এবং এক্ষণে ইহা অধিক দিন বাঁচিবে বলিয়া বিশ্বাস হইতেছে। আমরা গ্রাহক মহাশয়গণের নিকট সবিনয় নিবেদন করিতেছি যে তাঁহারা বামাবোধিনীকে স্থায়ী করিবার অনুরোধে এবারটী আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন। আগামী বর্ষ হইতে বামাবোধিনীর বার্ষিক মূল্য একটী টাকা করিয়া অধিক দিতে হইবে, তাহা হইলে ইহা আর এক ফরমা কলেবর বৃদ্ধির সহিত সচ্ছলে বাহির হইতে পারে। আমরা ইহার অন্তর ও বাহিরের যে কিছু শোভাবর্দ্ধন করিতে পারি, তাহার শিথিলতা করিব না। আয়ের অসচ্ছলতা নিবন্ধন আমরা অনেক বিষয়ে ইহার উন্নতির ইচ্ছা করিয়াও সম্পন্ন করিতে পারিতেছি না, এক্ষণে তাহার সুবিধা হইতে পারিবে এবং ইহার বিতরণাদি বিষয়ে যে কিছু বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া থাকে তাহাও সম্পূর্ণ নিরাকৃত হইতে পারিবে। ফলতঃ গ্রাহকগণ মনে রাখিবেন ইহার যে কিছু অর্থের সচ্ছলতা হইবে, তাহা ইহার হিতার্থেই

নিয়োজিত হইবে এবং আমরা অনেক বিবেচনা করিয়া প্রস্তাবিত মূল্য বৃদ্ধি করিতে বাধিত হইয়াছি।

অন্তঃপুরস্থ স্ত্রীশিক্ষার পরীক্ষা।

স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাশিক্ষার বিশেষ উৎসাহ দান জন্য আমরা অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষার পরীক্ষার নিয়ম অবলম্বন করিয়াছি। এ কার্য্যটী যেমন উপকারী সেইরূপ কঠিন। ইহা আমরা নিজে ইচ্ছা করিলেই সম্পন্ন করিতে পারি না, ইহার জন্য আমাদিগকে পদে পদে অন্যের উপর নির্ভর করিতে হয়। আমরা পরীক্ষার পুস্তক সকল নির্ব্বাচন করিতে পারি, শিক্ষার উপায় কিয়ৎ পরিমাণে নির্দ্ধারণ করিতে পারি, পাঠোন্নতির বিবরণ চাহিতে পারি, পরীক্ষার প্রশ্ন দিতে পারি এবং পারিতোষিক দানেরও সাধ্যমত চেষ্টা করিতে পারি। এই সকল বাহিরের উপায় আমাদিগের হাতে আছে কিন্তু এ সকল দ্বারা অপরে কে কতদূর উপকার গ্রহণ করেন, তাহা তাঁহারা নিজেই বলিতে পারেন। যাঁহারা আমাদিগের সহিত উদ্দেশ্য বিষয়ে একমত হন এবং আপনা আপনি যত্নশীল হইয়া ইহা সম্পন্ন করিতে চাহেন তাঁহাদিগের মধ্যেই এই নিয়ম কার্য্যকর হইতে দেখা যায়। সুতরাং আমাদিগের এই অন্তঃপুর পরীক্ষার সীমা যে অল্পপরিমিত, তাহা বলা বাহুল্য। আমরা যতদূর প্রত্যক্ষ ফল দর্শন করিয়াছি, তাহাতে ইহা দ্বারা এই সীমার মধ্যে মহোপকার সম্পন্ন হইয়াছে এবং সেই আশায় ইহাকে চিরস্থায়ী করা আবশ্যক বোধ হইতেছে। এক্ষণে বৎসর শেষ হইয়াছে, চৈত্রের শেষ সপ্তাহে প্রশ্ন সকল প্রদত্ত হইবে। আমরা কতকগুলি পাঠিকার নিকট হইতে পাঠ বিবরণ পাইয়াছি এবং কোন কোন সদাশয় ব্যক্তি পারিতোষিকের জন্য কিছু কিছু দান করিতেছেন এবং করিতে প্রস্তুত আছেন। অবশিষ্ট পরীক্ষার্থিনীগণ যতদূর প্রস্তুত হইতে পারিয়াছেন, তাহার বিবরণ নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে যাহাতে আমাদিগের হস্তগত হয় এরূপ করিবেন। যে সকল বন্ধু এবিষয়ের উৎসাহদাতা, তাঁহারাও

এবিষয়ে উৎসাহ দান করিয়া কৃতার্থ করিবেন। আমরা আগামী বর্ষ হইতে এই পরীক্ষার একটী বিশেষ বন্দোবস্ত করিবার ইচ্ছা করিতেছি।

পুরাতন বর্ষের বিদায় গ্রহণ।

দেখ, দেখিতে দেখিতে আমি চলিয়া গেলাম। আমি কোথা হইতে আসিয়াছিলাম, আর কোথায় চলিলাম কেহ কি বলিতে পার? দেখ আমার নিজের দাঁড়াইবার সাধ্য নাই, আর আমার দেখা পাইবে না—গুটিকত কথা বলিয়া যাই পৃথিবীর নর নারীগণ শ্রবণ কর।

আমি এক বৎসরের জন্য এই পৃথিবীতে আসিয়াছিলাম, তোমাদিগের প্রহরী ও সেবক হইয়া যত্নের সহিত তোমাদিগের সেবা করিয়াছি। মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত, দিনের পর দিন, পক্ষের পর পক্ষ, মাসের পর মাস আমার উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে এবং আমি তোমাদিগের প্রত্যেকের জন্য দিবাকালে সূর্য্যের আলোক জ্বালিয়া দিয়াছি এবং রাত্রিকালে চন্দ্রের জ্যোৎস্নাতে জগৎকে ভাসাইয়াছি। বায়ু প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে আমি তোমাদিগের অঙ্গে চামর ব্যজন করিয়াছি এবং বৃষ্টি ধারাপাত করিয়া ধরাতলকে স্নিগ্ধ করিয়াছি। আমি তোমাদিগের প্রত্যেক নিশ্বাস প্রশ্বাস গণনা করিয়াছি এবং প্রত্যেকের ক্ষুধার সময় আহার, তৃষ্ণার সময় জল, ক্লান্তির সময় বিশ্রাম, রোগের সময় ঔষধ, শোকের সময় সান্ত্বনা প্রদান করিয়াছি। এই সকল এবং আরও কত অসংখ্য উপকার তোমাদিগের উপর বর্ষণ করিয়াছি। কিন্তু এ সকলের বিষয় তোমরা কি কোন দিন স্মরণ করিয়াছ? আমি তোমাদিগের অনন্ত করুণার সাগর স্বর্গীয় পিতার অজস্র দান তোমাদিগকে দিতে আসিয়াছিলাম দিয়া গেলাম, তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা উপহার দিতে বিস্মৃত হইওনা।

আমি তোমাদিগের সহিত প্রথম যে দিন সাক্ষাৎ করি, মনে করিয়া দেখ সেই একদিন আর এই একদিন। অনেকে হাসিতেছিলে কাঁদিতেছ, অনেকে কাঁদিতেছিলে হাসিতেছ। আমার অদ্ভুত কার্য্য—যাহা কেহ স্বপ্নে ও ভাব নাই, তাহা সম্পন্ন করিয়াছি। অনেক নির্দ্ধনকে ধনী,

হীনকে উচ্চ, দুঃখীকে সুখী করিয়াছি; আবার ধনী মানী ও সুখীদিগকে দরিদ্র, হতমান ও বিপন্ন করিয়াছি। কত মাতার ক্রোড়শূন্য, কত রমণীর বৈধব্য সংঘটন, কত বন্ধুর বিচ্ছেদ আমা হইতে ঘটিয়াছে এবং আমিই আবার কত জনকে নব নব স্নেহ ও প্রণয় সূত্রে বদ্ধ করিয়া দিয়াছি। এ সকলের জন্য কাহার নিকটে নিন্দার ভয়, কি প্রশংসার আশা রাখি না। আমি একজনের কল্যাণকর আদেশে এসকল সংঘটন করিয়াছি এবং কিছুতেই ভাল বই অণুমাত্র মন্দ করি নাই যখন জ্ঞানোদয় হইবে বুঝিতে পারিবে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি এ সকল হইতে সংসারের অনিত্যতা ও বিপর্য্যয় কি কিছু বুঝিতে পারিতেছ? নিত্য ধন কোথায়, শান্তি কোথায়, তত্ত্ব করিতে পারিতেছ? আমার আশ্চর্য্য ব্যাপার। কিন্তু ইহা নিরর্থক নহে। আমি অনেককে সুখের স্বর্ণশৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া নির্য্যাতন করিয়াছি, অনেককে দুঃখের তীব্র ঔষধ দিয়া শান্তি ও স্বাস্থ্য বিধান করিয়াছি। যদি বুঝিতে চাও তবে সুখ দুঃখ কেবল কথার কথা মাত্র, প্রকৃত সুখ দুঃখ অল্প লোক চিনিতে পারিয়াছে।

এখন বাহিরের কথা ছাড়িয়া দি, আর আমার বিলম্ব করিবার সময় নাই। সকলকে এক একবার জীবনের কথা জিজ্ঞাসা করি। পৃথিবীতে যে এতদিন জন্মিয়াছ, কিছুক্ষণের মধ্যে আমার ন্যায় তোমাদিগকেও এখান হইতে বিদায় লইবার জন্য ত্বরান্বিত হইতে হইবে, এখন সম্বল কি করিতে পারিয়াছ? আমি তোমাদিগকে অনেক অবসর দিয়াছি, সুখে দুঃখে নানা উপায়ে তোমাদিগকে সচেতন করিয়া শিক্ষা দিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিয়াছি এবং যত প্রকার সুযোগ সাহায্য করিতে হয় করিয়াছি এখন বল তোমাদিগের পিতার নিকটে কাহার কি বার্ত্তা লইয়া যাইব? তোমরা কি পিতার এত করুণা বিফল করিয়াছ, আমার এত শ্রম পণ্ড করিয়াছ, সময় অমূল্য ধন হেলায় হারাইয়াছ এই সমাচার লইয়া তোমা-দিগের নিকট হইতে দুঃখের সহিত বিদায় লইব? না তোমাদিগকে জ্ঞান ও ধর্ম্মধনে ধনী দেখিয়া সুখী হইয়া যাইব? আমি সংবৎসর কাল তোমা-দিগের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া ছিলাম, যাহার যত সেবা করিবার করিলাম যাহার নিকট যে ফল পাইবার তাহাও পাইলাম। আমার আর দোষ

নাই শেষ কথা তোমাদিগকে বলিয়া যাই, যদি চৈতন্য থাকে ইহার উচিত যাহা হয় করিও।

"একাকী জনমে নর একা হয় মৃত,
একা ভুঞ্জে আপনার সুকৃত দুষ্কৃত।"

লাহোরে রাজকুমারের শুভাগমন।

পঞ্জাবে আসিবে কোন অপরূপ জন?
কেন বা গবর্ণমেণ্ট করে আয়োজন?
রঞ্জিত সিংহের সেই প্রস্তর নির্ম্মিত
সফেদ বৈটক, এবে কেন সুমার্জ্জিত?
"সালেমার" নামে সেই ত্রিতল উদ্যান,
বাদশা আমলে যাহা হয়েছে নির্ম্মাণ,
মধ্যে মধ্যে কেন তায় সাদা চুনথাম;
পথ কুঞ্জ ফোয়ারার নবীন সুঠাম?
কেন সুসজ্জিত সব; কিবা প্রয়োজন?
আসিবেন দেখিবারে অপরূপ জন!
লাহোর বেষ্টনকারী সরকারী বাগে (ক)
প্রাচীর কটক ভাঙ্গা, রঞ্জিত সুরাগে।
কেন সুসজ্জিত দেখি এই সব স্থান?
আসিবেন দেখিবারে কোন ভাগ্যবান!
সদর "আশয়-কলি" (১) দোকান নিচয়,
শ্বেত লাল নানা রঙ্গে অতি শোভাময়।
নবীন কঙ্করে, জীর্ণ রাজ-পথ চয়
কেন আজি সযতনে সংস্কৃত হয়?
"দিল্লী গেট" সহরের কেন সুশোভন?
ভিতর পিঠের কিন্তু নাহি বিবর্ত্তন!

(ক) বাগানে (১) লাহোরের উপনগর।

তাহার উলটা দেখি "গেট রোসনাই"
বাহির পিঠেতে তার চুনখাম নাই!
প্রবেশ প্রস্থান দ্বার সম্মুখ সজ্জিত
পশ্চাৎ বিভাগে নহে কিঞ্চিৎ মার্জ্জিত,
কি হবে তখন? হায় যদি ফিরে চান,
সেই অপরূপ জন;—ভাঙ্গিবেক মান!
এ দুই গেটের পথ-পার্শ্ববর্ত্তী যত
দোকান পসারি সবে, রাজ আজ্ঞামত
যতনে করিছে নিজ নিজ গৃহ সব
কর্দ্দম উপরে চনখামে ধব ধব!
লাহোর সহরে এবে জুড়াল নয়ন
শ্বেতবর্ণ হেরি। ধন্য ধন্য সেই জন,
যার তরে হইতেছে এত আয়োজন!
রাভীর (২) মাঠেতে কেন তাম্বু শত শত
সারি সারি নিবেশিত ক্ষুদ্র গ্রাম মত?
অশ্ব গজ পদাতিকে পূর্ণ চতুর্দ্দিক।
লাহোরে হইবে কোন কাণ্ড অলৌকিক!
আসিয়াছে রাজগণ লয়ে আসবাব
'পাটীয়ালা' 'কপুর্থলা' 'ভাওল' নবাব।
আর যত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সর্দ্দার রইস (৩)
ঘোড়া চড়ি ফিরিতেছে পোইস পোইস।
প্রধান স্বাধীন রাজা কাশ্মীরাধিরাজ
"শাডেরে" (৪) লস্কর ছাড়ি লাহোরে বিরাজ।
কামান হইতে হলো উনিশ আহ্বান;
প্রধান সাহেবগণ হলো আগুয়ান;
পরিপূর্ণ রাজপথ অশ্বগজ জনে

(২) ঐরাবতী নদী। (৩) লাহোরের সর্দ্দারগণ।
(৪) জাহাঙ্গির বাদসাহের গোরস্থানের নিকটস্থ গ্রাম।

তাহাদের পদরজঃ ছাইল গগণে।
গাড়ি চাপা মরিলেক হতভাগ্য এক!
কে তার সন্ধান লয়? দ্রষ্টব্য অনেক!
সামান্য বাটীতে রাজা হন অধিষ্ঠান,
খরচে কৃপণ কিংবা অতি বুদ্ধিমান।
বর্ম্মাবৃত অশ্বারোহী জনেকে বেষ্টিত;
নাহি তাম্বু, নাহি তোপ গজ সুসজ্জিত!
আসিবেন এথা মহারাণীর কুমার,
নাবিক-নায়ক নাম, বিখ্যাত তাঁহার,
ডিউক আলফ্রেড ধন্য! দেখিতে শ্রীমুখ
আসিয়াছে রাজগণ তেয়াগিয়া সুখ।
কেন আজি ইষ্টেসনে ধুম ধাম এত,
সারি সারি করীদল সুসজ্জা সমেত
দাঁড়ায়ে রয়েছে দ্বারে? চিত্রময় কর,
ভালে রৌপ্য তক্তি, কর্ণে মুক্তার ঝালর,
মখমলে সাঁচ্চা কাজ অঙ্গ আভরণ,
পৃষ্ঠেতে সুবর্ণ কিংবা রৌপ্য গজাসন;
গলে রৌপ্য ঘন্টা বলী, মুকুট মস্তকে,
রূপার ইংগট (৫)অঙ্গে, ফলকে ফলকে।
অশ্ব পৃষ্ঠে কিংখাপ, ঝ মকা শ্রবণে;
হারায়েছে অলঙ্কার—প্রিয় নারীগণে!
আসিবেন রাজপুত্র বাষ্পময় যানে,
আগুসারি লইবেন, সমূহ সম্মানে,
হেন আশে রাজগণ, সাহেব প্রধান;
অগণ্য সামান্য লোক, পুরিয়াছে স্থান।
"হইবেন রাজসুত না জানি কিবা অদ্ভুত
বেশ ভুষা গুণ আর রূপে।

(৫) ধাতুখণ্ড।

ভাবিতে ভাবিতে কত, তীর্থের কাকের মত,
দর্শক চাহিছে চুপে চুপে।
হেনকালে আচম্বিত, "রাজপুত্র প্রকাশিত,"
শুভ রব চৌদিকে ছুটিল ;
আনন্দে সাহেবগণ, খুলি শির আবরণ,
জয় নাদে অম্বর পূরিল।
কেহ বা কহিছে কই? কেহ বা কহিছে অই,
রাজপুত্র অপরূপ জন ;
মস্তকে ধুচনী টোপ, নাহি অঙ্গে কার চোপ,
পরিধান সামান্য বসন !
দর্শক কহিছে, ভাই ; দর্শনে তো দেখি নাই,
কিসে ইনি মনুষ্য প্রধান।
লৌকিক পদের মান, করিলাম সম্প্রদান,
করি এবে স্বস্থানে প্রস্থান !

অদ্ভুত দেশাচার।

এ দেশে সামান্য সামান্য এমন অনেক আচার ব্যবহার আছে যে আমরা তাহার কোন অর্থ বুঝিতে পারি না। কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ সে সকলকে কুসংস্কার বলিয়া অগ্রাহ্য করেন, সাধারণ লোকে, তাহা বরাবর চলিয়া আসিতেছে বলিয়া যত্ন পূর্ব্বক পালন করিয়া থাকেন। জ্ঞান বিদ্যার্থী ব্যক্তিদিগের জানা উচিত যে, কোন ব্যবহার জন সমাজে অকারণে চলিয়া আসে নাই সুতরাং তাহার প্রকৃত কারণ অবধারণ করিবার চেষ্টা করা তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য। সাধারণ লোকেরও উচিত যে যে আচার ধরিয়া চলেন, তাহা কেবল 'ভূতের বোঝা বহা' অথবা যথার্থ উপকারী, জানিতে চেষ্টা করেন। একটী সামান্য প্রাচীন প্রথার মধ্যে প্রাচীনকালের অনেক ইতিহাস পাওয়া যায়। সমাজের যে অবস্থায় যে কারণে তাহা প্রচলিত হইয়াছিল, এখন সে অবস্থা ও সে কারণ বিদ্যমান আছে কি না,

জানিতে পারিলে কুসংস্কারকে কুসংস্কার বলিয়া পরিত্যাগ করা যায় এবং সদাচারকে যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া আদরের সহিত রক্ষা করা যাইতে পারে। আমাদিগের শাস্ত্রে আছে "যস্মিন্ দেশে যদাচারং পারম্পর্য্যং বিধীয়তে" যে দেশের যে আচার, পুরুষ-পরম্পরা তাহার অনুসরণ করিবেক। কিন্তু সেই শাস্ত্র আবার বলেন "যুক্তিহীন বিচারেণ ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে" যুক্তি না ধরিয়া কোন সিদ্ধান্ত করিলে ধর্ম্মহানি হয়। ফলতঃ অন্ধ হইয়া কোন ব্যবহারের সেবা করা শাস্ত্রের উদ্দেশ্য নয় এবং বুদ্ধিজীবী মনুষ্যেরও কর্ত্তব্য নয়; তাহাই কুসংস্কার, তাহাই পরিত্যাজ্য। এস্থলে একটী সামান্য দৃষ্টান্ত দ্বারা আমরা এই বিষয়টী বুঝাইয়া দিতেছি। মাতৃক্রোড় হইতেই আমরা শুনি, কেহ হাঁচিলে "জীব" বলিয়া থাকে। ইহার কারণ আমাদিগের নিকট কিছুই বোধ হয় না। কিন্তু এক সময়ে এই প্রথা প্রায় সমুদায় পৃথিবীতে প্রচলিত ছিল। ডিস্‌রেলি সাহেব ইহার একটী আশ্চর্য্য বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন।—

অতি প্রাচীনকালে কয়েক বার মারীভয় উপস্থিত হয়। তাহাতে হাঁচিই মৃত্যুর লক্ষণ বলিয়া দৃষ্ট হইয়াছে। পূর্ব্বে এই মারী কি আসিয়া, কি ইউরোপ উভয় খণ্ডেই লক্ষিত হইত। সময়ে সময়ে ইহা দ্বারা অনেক লোকারণ্য জনস্থান উচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। ইহুদীরা বলেন "জেকবের পূর্ব্বে মনুষ্যেরা আজন্ম কখন হাঁচিত না। যখন কেহ হাঁচিত, তখনই তাহার মৃত্যু হইত। ইহা প্রসিদ্ধই আছে, জেকবের পূর্ব্বে স্বাভাবিক রোগে মনুষ্য পঞ্চত্ব পাইত না। জেকবই প্রথম প্রাকৃতিক পীড়ায় নিধন প্রাপ্ত হন।" অনন্তর, তালমদে * লিখিত আছে, নৃপতিগণ প্রচার করিয়া দিলেন, লোকে হাঁচিলেই উপস্থিত ব্যক্তিগণ তাহাকে 'জীবিত থাক' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিবে। তদবধি এই বিধি ইহুদী জাতি মধ্যে বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। তালমদের সমস্ত ইতিহাস সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া প্রতীত হয় না বটে, কিন্তু কোন কালে ক্ষুৎক্রিয়া অর্থাৎ হাঁচিই যে মানবের মৃত্যু লক্ষণ ছিল ইহা নিঃসংশয় সপ্রমাণ হয়।

অতি পূর্ব্বকালে ইউরোপ খণ্ডে এই মারী দৃষ্ট হইত। ক্যাথলিক

* তালমদগ্রন্থ—বা, বো ১৪ সং ১৯২ পৃষ্ঠা।

শ্রেণীর খৃষ্টানেরা বলেন, এই জন্য সুবিখ্যাত পোপ গ্রিগরি হাঁচির পর একটী নির্দ্দিষ্ট আশীর্ব্বাদ উচ্চারণের নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়া দেন। আরিষ্টটল প্রণীত গ্রন্থেও ইহার বিবরণ পাওয়া যায়। অতএব সুপ্রাচীন গ্রীক জাতি মধ্যেও যে এই প্রথার প্রচলন ছিল, তাহার আর সন্দেহ নাই। গ্রিগরির কতকাল পূর্ব্বে রোমক ইতিহাসবেত্তা এক স্থলে ইহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

ফ্রেঞ্চ একাডেমি নামক ফরাসী সমাজ হইতে নূতন পৃথিবীর যে বৃত্তান্ত প্রকাশিত হয় তাহাতে লিখিত আছে এই প্রথা আমেরিকাতেও দৃষ্ট হয়। মনমোটেগা দেশের ভূপতি যখন হাঁচিতেন, তৎকালে একটী অদ্ভুত ব্যাপার সংঘটিত হইত। তাঁহার পারিষদবর্গ তাঁহাকে অমনি উচ্চৈঃস্বরে আশীর্ব্বাদ করিতেন। এই আশীর্ব্বাদ ধ্বনি যাহার কর্ণে প্রবিষ্ট হইত তাহাকেই স্বতন্ত্র আশীর্ব্বাদ করিতে হইত। এজন্য ভূপালের প্রত্যেক ক্ষুৎক্রিয়ার পর রাজ্য মধ্যে সর্ব্বস্থানেই ঘোর রোলে মহা আশীর্ব্বাদ ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইতে থাকিত।

যাত্রার সময় হাঁচি পড়িলে এদেশে কুযাত্রা বলিয়া ধর্ত্তব্য হয়। এক্ষণে ইহার কারণ অনায়াসে নির্ণয় করা যাইতে পারে। যে কালে ক্ষুৎক্রিয়াই মারীর সূচনা ও মৃত্যুর পূর্ব্ব লক্ষণ বলিয়া বিবেচিত হইত, তখন সেই কার্য্যের পর কাহার আর স্থানান্তরিত এবং গৃহত্যাগ করিতে সাহস হইতে পারে? পক্ষান্তরে ইহাও আশ্চর্য্য বলিতে হইবে যে এই ক্ষুৎক্রিয়াকেই দেশ বিশেষ শুভলক্ষণ বলিয়া গণনা করিতেন। প্রসিদ্ধ গ্রীক গ্রন্থকার প্লুটার্ক রণপণ্ডিত থেমিসটক্লিশের জীবনচরিতে লেখেন এই ক্রিয়া তাঁহার দেশে সামুদ্রিক যুদ্ধ বিশেষের শুভ সূচনা বলিয়া গ্রাহ্য হইত।

যাহা হউক আমরা জিজ্ঞাসা করি এখন হাঁচিলে 'জীব' বলিবার প্রয়োজন কি? যদি না থাকে তবে মৃত দেশাচারকে শ্মশানে দগ্ধ করাই শ্রেয়স্কর।

বাঘিনী কর্ত্তৃক মনুষ্য-শিশুর পালন।

রোমের ইতিহাসে লেখে যে রোমনগরের সংস্থাপক রমুলাস্ ও তাঁহার যমজ ভ্রাতা রিমস্ উভয়ে এক বাঘিনীর স্তনপান করিয়া লালিত পালিত হইয়াছিলেন। ইহা অসম্ভব গল্প বলিয়া প্রায় সকলে উড়াইয়া দেন, কিন্তু বাঘিনী দ্বারা মনুষ্যশিশু পালনের কয়েকটী বাস্তবিক উদাহরণ পাওয়া গিয়াছে।

কয়েক বৎসর হইল, অযোধ্যায় ১৮ মাস বয়সের একটী শিশু হারা য়। তথায় নেকড়িয়া বাঘের অত্যন্ত উপদ্রব, সুতরাং বালকটীর মাতা পিতা স্থির করিলেন যে সন্তানটীকে ঐ হিংস্র জন্তুরা বধ করিয়া খাইয়া ফেলিয়াছে। প্রতি বৎসর শীতকালে উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের অনেক স্থানে ইহাদিগের দ্বারা অসংখ্য শিশুর প্রাণ নাশ হইয়া থাকে।

বালকটী হারাইবার প্রায় সাত বৎসর পরে একজন শিকারী জঙ্গলের মধ্যে একটী বাঘিনী ও তাহার কয়েকটী ছানা দেখিতে পাইল এবং সেই সঙ্গে অদৃষ্টপূর্ব্ব একটী জন্তু দৃষ্টিগোচর করিল। ইহা মনুষ্য সন্তানের ন্যায়, কিন্তু চারি পায়ে দৌড়িতেছে। শিকারী উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল, কিন্তু সমকক্ষ হইতে পারিল না। পরে সেই ব্যক্তি অন্বেষণ করিয়া একটী গর্ত্ত দেখিতে পাইল এবং তাহা হইতে উহাকে বাহির করিল। উহা ব্যাঘ্রের ন্যায় ভয়ঙ্কর তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিল এবং শিকারীকে কামড়াইবার উপক্রম করিল। বাঘিনী শাবক দিগের সহিত অনেক দূর পর্য্যন্ত আসিল এবং ধৃত জন্তুটীকে ছাড়াইয়া লইবার চেষ্টা করিল; কিন্তু শিকারীর হস্তে অস্ত্র শস্ত্র থাকাতে তাহাকে আক্রমণ করিতে পারিল না—অরণ্যে ফিরিয়া গেল। ধৃত জন্তুটী লক্ষ্ণৌ নগরে আনীত হইল এবং সকলে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল। শেষে একজন ইংরাজ রাজপুরুষ তাহাকে লইয়া পিঁজরায় বদ্ধ করিয়া রাখি লেন। সে সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারিত না এবং এক প্রকার বিকট ও কর্কশ ডাক ভিন্ন আর কোন শব্দ করিতে পারিত না, তথাপি সে যে মনুষ্য, তৎপক্ষে কাহার সন্দেহ রহিল না। সে রন্ধন করা কোন খাদ্য আহার করিত না, কেবল কাঁচা

মাংস পাইলে আগ্রহ পূর্ব্বক গ্রাস করিত। তাহাকে পরিধেয় বস্ত্র দেওয়া হইল, কিন্তু দন্তদ্বারা টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ এক প্রকার ছোট পাতলা লোমে আবৃত ছিল এবং লোমকূপ হইতে দুর্গন্ধ বাহির হইতেছিল। এই গন্ধ নেকড়িয়ার গায়ের গন্ধের ন্যায়। সে শক্ত হাড় বড় ভাল বাসিত এবং তাহা পাইলে কুক্কুরের ন্যায় চিবাইয়া খাইত। সংক্ষেপে বলিতে হইলে সে তাহার পালিকা বাঘিনীর সকল স্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল। প্রতিদিন অসংখ্য লোক এই অদ্ভুত জন্তু দেখিতে আসিত, একদিন সাত বৎসর পূর্ব্বে যে স্ত্রীলোকের সন্তান হারাইয়াছিল, তিনি তথায় উপস্থিত হইলেন। তাহার শরীরের কোন বিশেষ চিহ্ণ দ্বারা তিনি তাহাকে আপনার সন্তান বলিয়া জানিলেন, কিন্তু তাহাকে পুনর্ব্বার গ্রহণ করিতে আর তাঁহার ইচ্ছা হইল না। প্রত্যুত তিনি তাহাকে দেখিয়া যার পর নাই ভয় ও বিরক্তি প্রকাশ করেতে লাগিলেন।

উক্ত বালকটীকে বশীভুত করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করা হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে কোন ফল দর্শে নাই। লৌহপিঞ্জরে বদ্ধ হইয়া সে কেবল বিমর্ষ ভাবে থাকিত এবং নিতান্ত ক্ষুধার জ্বালা না হইলে কোন খাদ্য স্পর্শ করিত না। তাহাকে পিঞ্জরের বাহির করিতে ভয় হইত; কারণ বন্য হিংস্র জন্তুর ন্যায় তাহাকেও দুর্দ্দান্ত দেখা যাইত। তাহাকে কথা কহাইবার জন্য অনেক কৌশল করা হইয়াছিল, কিন্তু নেকড়িয়ার ন্যায় ডাক ভিন্ন তাহার মুখে আর কিছু শুনা যাইত না। সে এক বৎসর বাঁচিয়াছিল, কিন্তু তাহাতেই অস্থি চর্ম্মসার হইয়াছিল। তাহার মৃত্যুর পূর্ব্বে সে কেবল এই কয়েকটী কথা মাত্র কহিয়াছিল, "শিরদরদ্ করতা" মাথা-ব্যথা করিতেছে।

অল্পদিন হইল, মোজফ্ফরনগর জেলায় একটী জন্তু ধৃত হইয়া মিরাট নগরে আনীত হইয়াছিল। সেটী পাঁচ বৎসর বয়সের বালক কিন্তু তাহার মত কিম্ভূত কিমাকার আর দেখা যায় না। তাহার হাতের চেটো এবং পায়ের তলা ঘোড়ার খুরের মত শক্ত হইয়াছিল। সে বানরের মত দ্রুত গমন করিতে পারিত। কতক গুলি বিলাতী কুকুর বালকটীকে

দেখিয়া আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল, কিন্তু তাহাদিগকে নিরস্ত করা হইল। বালকটী আবার কুকুরদিগের উপর তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিল এবং দন্ত দেখাইতে লাগিল, যেন ইহা দ্বারাই আত্মরক্ষা করিবে। এ বালকটীও কাঁচা মাংস ভিন্ন আর কিছু খাইত না এবং তাহাও মনুষ্যের সম্মুখে স্পর্শ করিত না।

এই দুইটী অদ্ভুত বিবরণ ভিন্ন এরূপ আরও কয়েকটী দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে। ইহা দ্বারা আমরা বুঝিতে পারিতেছি, শিক্ষা এবং সংসর্গের কি আশ্চর্য্য প্রভাব! আমরা প্রত্যেকে মনুষ্য সমাজে না থাকিলে আমাদিগেরও কি শোচনীয় অবস্থা হইত!

বাত্যা।

উপসংহার।

স্থায়ী অস্থায়ী এবং সাময়িক এই কয়েক প্রকার বাত্যার বিষয় বলা গিয়াছে। প্রলয় ঝড়, জলস্তম্ভ, স্থলস্তম্ভ, বালুস্তম্ভ প্রভৃতি আর কয় প্রকার বাত্যা দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু ইহাদিগের কারণ এপর্য্যন্ত নিঃসংশয় রূপে প্রকাশিত হয় নাই। কেহ কেহ ঘূর্ণী বাত্যাকেই জলস্তম্ভের কারণ বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন, কিন্তু অন্যান্য পণ্ডিতেরা তদ্বিপরীতে বলেন, যে, ইহা ঘূর্ণীবাত্যা দ্বারা উৎপন্ন হইতে পারে না—তাড়িত পদার্থের কার্য্য দ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে। বিজ্ঞানের আরও অধিক উন্নতি না হইলে ইহাদিগের প্রকৃত তত্ত্ব নিরূপিত হইতেছে না। সচরাচর, ও বহুক্ষণ স্থির ভাবে দেখিবার সুযোগ নাই বলিয়া ইহারা সহজে বিজ্ঞানের আয়ত্ত হইতেছে না। ইহাদিগের শক্তি দেখিলেই সর্ব্বশক্তিমানের অনন্ত শক্তি অন্তরে উদিত হয়। জগদীশ্বরের সৃষ্টি কৌশলের কি কি মহান উদ্দেশ্য ইহারা সাধন করিতেছে তাহা সম্যক রূপে প্রকাশিত না হইলেও ইহাদিগকে তাঁহার শক্তির কথঞ্চিৎ প্রমাণ বলিয়া মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হয়, এবং তাহার অনন্ত শক্তি ভাবিয়া মনে মনে কেবল স্তম্ভিত হইতে হয়।

বায়ু দ্বারা আমাদিগের যে অসংখ্য উপকার সাধন হইতেছে, তদ্বিষয়

একবার স্মরণ করিয়া ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। বাত্যা সমুদায় পৃথিবীতে না থাকিলে আমরা দেশ বিদেশে ভ্রমণ করিয়া সৃষ্টির কৌশল অবলোকন ও বাণিজ্য কার্য্য সম্পাদন করিতে পারিতাম না। বাত্যা সকল পৃথিবীর সম্মার্জ্জনী অর্থাৎ ঝাঁটা স্বরূপ। তাহারা দেশ বিশেষের অস্বাস্থ্যকর দুর্গন্ধময় অবিশুদ্ধ বাষ্পাদি ঝাঁট দিয়া কোথায় লইয়া ফেলিতেছে; মহাসমুদ্রের বারি রাশিকে আন্দোলিত করিয়া তাহাদিগের যেন শ্বাস প্রশ্বাসের কার্য্য করিতেছে। মেঘজাল ইহাদিগের দ্বারাই চালিত হইয়া সর্ব্বদেশে অমৃত স্বরূপ বারি ধারা বর্ষণ করিতেছে। বাত্যা না থাকিলে উষ্ণতা ও শীত দ্বারা পৃথ্বীতল এরূপ নিপীড়িত হইত যে, ইহা কোন প্রকার প্রাণীরই বাসযোগ্য হইতে পারিত না। সামুদ্রিক ও স্থলীয় অনিল দ্বারা দ্বীপপুঞ্জ এবং পার্ব্বতীয় উপকূল সমূহকে কেমন মনোরম করিয়া তুলিয়াছে। অস্মদ্দেশীয় বসন্তকালীন মলয়ানিল কি সামান্য সুখকর পদার্থ! পশ্চিমে আটলান্টিক সমুদ্রের স্নিগ্ধ অনিল যদি ইংরেজদিগের বাসভূমি ব্রিটেন দ্বীপে প্রবাহিত না হইতে এবং তথায় যদি পূর্ব্ব মহাদেশ হইতে স্থলীয় শুষ্ক বায়ু ধাবিত হইত; তাহা হইলে উহা এককালে মনুষ্য বাসের যোগ্য হইত কি না সন্দেহ স্থল। এমত কি ভীষণ উত্তপ্ত পরিশুষ্ক হারমাটান বাত্যাও মনুষ্যের স্বাস্থ্যকর হইয়াছে এবং আমাদিগের দেশে মধ্যে মধ্যে যে ঝড় সকল বহিয়া তুমুল কাণ্ড করিতেছে, তাহা দ্বারাও মহৎ উপকার সাধিত হইতেছে।

জগদীশ কোন অমঙ্গল পদার্থ হইতে না আশ্চর্য্য কৌশল ক্রমে পৃথিবীর মঙ্গল সাধন করিতে পারেন? আশ্চর্য্য, জগদীশ, তোমার করুণা, আশ্চর্য্য তোমার সৃষ্টি কৌশল। প্রতিপদে তোমার করুণা দেখিয়া আমাদিগের মন কৃতজ্ঞতা ও প্রীতি রসে বিগলিত হইয়া যায়।

নূতন সংবাদ।

১। আমরা আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে খাঁটুরা গ্রামের কোন ভদ্র পরিবারের অন্তঃপুর মধ্যে তত্রত্য এক সম্ভ্রান্ত বংশীয়া জনৈক বিধবা রমণীর ঐকান্তিক যত্ন ও পরিশ্রমে অনেক গুলি ভদ্র কুল-

বালার বিদ্যানুশীলন হইতেছে। চারি বৎসর কাল হইল, উক্ত মহিলা এই মহোপকারী শিক্ষাদান ব্রতে ব্রতী হইয়াছেন। এতাবৎকাল পল্লীস্থ অন্তঃপুরিকাগণের মধ্যে তাহার অন্তে যখন যিনি পুস্তক লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন তিনি যত্ন পূর্ব্বক তাহাকে শিক্ষা দিয়া আসিয়াছেন। সময়ে সময়ে প্রতিবন্ধক উপস্থিত হওয়ায় শিক্ষা কার্য্যের ব্যাঘাত হইয়াছে, কিন্তু শিক্ষা স্থান অন্তঃপুর ও শিক্ষাদাত্রী এক জন পরিচিত ভদ্রকুল রমণী তজ্জন্য তাহাতে এককালে সকলের পড়া বন্ধ স্থগিত হয় নাই। যাহারা পড়া করেন, কিছুদিন পরে আবার তাঁহারা তাঁহার নিকট আসিয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হন। এক্ষণে তাঁহার শিক্ষাধীনে ১৫ টী মহিলা আছেন। ইহাঁদিগের অধিকাংশ বিবাহিত এবং কাহার কাহার সন্তান হইয়াছে। বালিকা কেবল দুইটী আছে। প্রথম ভাগ হইতে বোধোদয়, ধারাপাত, পর্য্যন্ত ছাত্রীদিগের পড়া হইতেছে। যত দিন শিক্ষা চলিতেছে তাহার অনুরূপ পাঠের উন্নতি দেখা যায় না। তাহার কারণ পাঠানুশীলনে নিয়মিত অভ্যাস শিক্ষা করিতে অনেক সময় গিয়াছে। তদ্ভিন্ন ইহার প্রথম সূত্রপাতে অনেক প্রতিবন্ধক পুনঃ পুনঃ উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে সম্পূর্ণ আশা হইতেছে ছাত্রীগণের যে পাঠের শীঘ্র উন্নতি হইবে এবং কোন প্রকার প্রতিবন্ধকে শুভানুষ্ঠানটীর সমূলে বিনাশ করিতে পারিবে না।

এই গ্রামে কয়েক বার বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপিত হয় কিন্তু বালিকাদিগের অভিভাবকগণের অযত্ন ও উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব প্রভৃতি কারণে তাহা চির স্থায়ী হয় নাই। কিন্তু উক্ত অন্তঃপুর শিক্ষার কার্য্য উত্তম রূপেই হউক বা সামান্যভাবে হউক এক প্রকারে বরাবর চলিয়া আসিতেছে। অতএব এই প্রণালীর শিক্ষা-ফল আমরা চারি বৎসরে বরাবর যেরূপ দেখিতেছি তাহাতে হিন্দু সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় প্রকাশ্য বালিকাবিদ্যালয় অপেক্ষা অন্তঃপুর শিক্ষা প্রণালী স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ উপযোগী এবং স্থায়ী ফলদায়ক বলিয়া বোধ হইয়াছে।

২। আমেরিকার বষ্টন নগরে "স্বাধীন ধর্ম্মসমাজ" নামে একটী সমাজ স্থাপিত হইয়াছে। সেখানে সকল প্রকার ধর্ম্ম মতাবলম্বী লোক গিয়া স্বাধীন ভাবে আপনার আপনার মত ও বিশ্বাস ব্যক্ত করিতে পারেন। ইহাতে একটী বিশেষ উন্নতির চিহ্ন দেখা যাইতেছে যে অনেক সম্ভ্রান্ত ও বিদ্যাবতী মহিলা পুরুষের ন্যায় উদ্যোগী হইয়া উহার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সমাজের দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক অধিবেশনে অনেক বিদ্বান ও স্বাধীনচিত্ত পুরুষ যেমন ধর্ম্ম বিষয়ে বলিয়াছিলেন, তেমনই অনেকগুলি ধর্ম্মপরায়ণা বিদ্যাবতী মহিলাও বক্তৃতা করিয়াছিলেন এবং যাঁহারা ইহার কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে সহকারী সভাপতি ও সহকারী সম্পাদকের পদে দুইটী বিজ্ঞ রমণী নিযুক্ত হইয়াছেন এবং একজন মহিলা অধ্যক্ষ সভার সভ্য হইয়াছেন। আমেরিকার স্ত্রীলোকদিগের আশ্চর্য্য উন্নতির কথা শুনিলে আমাদিগের মহিলাগণকে অবাক্ হইতে হয়।

৩। আমরা আশা করিতেছি বাবু কেশবচন্দ্র সেনের বিলাত গমন দ্বারা যে সমস্ত মহোপকার সাধিত হইবে তন্মধ্যে এতদ্দেশীয় বামাকুলের শ্রীবৃদ্ধি সাধন একটী প্রধান কার্য্য। কারণ ইউরোপ হইতে যে সকল ব্যক্তি তাঁহাকে উৎসাহকর পত্রসকল লিখিয়াছেন, তন্মধ্যে স্ত্রীলোকের অংশ অল্প নয়। ইউরোপীয় রমণীগণের উন্নতি সাধন কার্য্যে যেরূপ উৎসাহ ও যত্নের চিহ্ন সকল দেখা যাইতেছে তাহাতে বোধ হয় উক্ত বাবু স্ত্রীলোকদিগের নিকট হইতে তথায় অধিক উৎসাহ ও সাহায্য প্রাপ্ত হইবেন। সুতরাং তাঁহার মুখে বঙ্গীয় ভগ্নীগণের হীন অবস্থার সবিশেষ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তাঁহারা আর ঔদাস্য ভাব অবলম্বন করিয়া থাকিতে পারিবেন না। ভারতের হীনাবস্থ ভগ্নীগণের প্রতি তাঁহারা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর যত্ন ও স্নেহ প্রকাশ করিবেন তাহাতে আর সংশয় নাই।

৪। কয়েক মাসাবধি আমাদিগের বহুমানাস্পদ বঙ্গ-রমণীকুলভূষণ রাণী স্বর্ণময়ীর দান-শীলতার বিষয় আমরা কয়েকখানি ইংরাজী ও বাঙ্গালা সংবাদ পত্রে পাঠ করিয়া অসীম আনন্দ লাভ করিতেছি। তিনি আর আর অনেক দানের মধ্যে বর্দ্ধমান অঞ্চলের পীড়িতদিগের সাহায্যার্থে ১০০০ একসহস্র এবং স্বদেশে একটী বিদ্যালয় নির্ম্মাণার্থে ৫০০০ পাঁচ সহস্র টাকা দান করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট এরূপ অসাধারণ বদান্য রমণীকে 'ষ্টার অব্ ইণ্ডিয়া' অর্থাৎ ভারত তারক নামে মহিমাসূচক উপাধি দেন অনেকের অনুরোধ। আমাদিগের প্রিয় অবলা বান্ধব ইহার প্রথম প্রস্তাব করেন দেখিয়া আমরা আরও সন্তুষ্ট হইয়াছি। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট কি কিছু বিবেচনা করিতেছেন? এক জন স্ত্রী-

লোকের রাজত্ব কালে সভ্য গবর্ণমেন্ট এ প্রকার উজ্জ্বল গুণবতী রমণীর যদি সমাদর না করিতে পারিলেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগেরই অভদ্রতা প্রকাশ পাইবে। আমাদিগের রাণীর সংকীর্ত্তিই তাঁহার যথেষ্ট পুরস্কার।

বামাগণের রচনা।

কোন নারীর প্রার্থনা।

হে নাথ! তোমার আজ্ঞাধীন হইয়া সূর্য্য সমস্ত দিবস প্রখর কিরণ বিস্তার করত জগতের আনন্দ উৎপাদন করিয়া স্বয়ং আনন্দে লোহিত মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক অস্তাচলে প্রস্থান করিতেছেন, দিবা অবসান হইয়াছে দেখিয়া জীব জন্তু সকল আপনাপন বাসস্থানাভিমুখে গমন করিতেছে, শিশুরা প্রফুল্ল মনে মাতার ক্রোড়ে সুখে স্তনপান করিতেছে, ধর্ম্ম পরায়ণ মনুষ্যগণ তোমার মঙ্গলময় নিয়ম প্রতিপালন করিয়া সুস্থচিত্তে প্রার্থনায় উৎসুক হইয়াছেন, পৃথিবী ক্রমে নিস্তব্ধ হইয়া শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিতেছে। এক্ষণে রজনী আগত হইতেছে দেখিয়া চন্দ্র সমগ্র তারামণ্ডলে পরিবেষ্টিত হইয়া তোমার আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে আসিতেছেন, পবনও তব আজ্ঞানুসারে ধীরে ধীরে বায়ু সঞ্চালন করিয়া জগৎকে সুখী করিতেছেন। নাথ! ভূমণ্ডলস্থ যাবতীয় সৃষ্ট বস্তুই তোমার আজ্ঞা প্রতিপালন করিতেছে, কিন্তু হে পিতঃ! আমি এই সংসারের অলিক সুখে মত্ত থাকিয়া এক দিনও মনের সহিত তোমার আজ্ঞা পালন করিতেছি না, পাপ রূপ অন্ধকূপে পতিত থাকিয়া নিরর্থক জীবনক্ষেপণ করিতেছি; দুর্ব্বৃত্ত শমন ক্রমে নিকটে আগত হইতেছে, তাহার বিকট মূর্ত্তি মনে করিয়া ভয়ে অভিভূতা হইয়াছি। পিতা এক্ষণে তোমার সেই চরণের আশ্রয় ব্যতিরেকে তব অবাধ্যা তনয়ার পরিত্রাণের আর কোন উপায় নাই। নাথ! কৃপা করিয়া এ অধীনীর প্রতি কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া অজ্ঞান তিমির হইতে মুক্ত কর, তোমার সেই অপার করুণাবারি অজস্র ধারে বর্ষণ করিয়া আমার হৃদয়ের পাপ তাপ মালিন্য প্রক্ষালন কর, এবং তোমার নিয়ম রজ্জুতে আমার মন দৃঢ় বন্ধনে বদ্ধ কর, আমার হৃদয়াসন অধিকার কর, ছায়ার ন্যায় আমাকে তোমার সঙ্গিনী কর। হে সর্ব্বশক্তিমান জগদীশ্বর! তোমা বিনা এসংসারে আমার আর কেহই নাই; নাথ! শরণাগত জনের মনের সাধ পূর্ণ কর, তোমার মহান্ বলে আমার হীন মলিন আত্মাকে বলী কর, এবং আমার এই অপবিত্র আত্মাকে ধর্ম্ম ভূষণে ভূষিত কর, যেন অন্যান্য যন্ত্রণা সত্ত্বেও তোমাতে মনোনিবেশ করিয়া সুখী থাকিতে পারি, তোমাকে নিকটে জানিয়া পাপে বিরত হই, একান্ত ভক্তি সহকারে তোমার যথার্থ আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া সুখে দিন ক্ষেপণ করিতে সক্ষম হই, কৃপা করিয়া অধী-

নীর এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। তোমা বিনা আমার আর গতি নাই। হে নাথ! তোমা বিনা আমার পরিত্রাণের আর উপায় নাই। দয়াময় অভয় দান কর, যেন তোমার সেবাতেই জীবন যাপন করি। তুমিই আমার মনের মন, আমি যেন তাহা ভুলিয়া না যাই এই আমার প্রার্থনা। কৃপা পূর্ব্বক অধীনীর প্রার্থনা পূর্ণ কর।

শ্রীরামমতি
কৃষ্ণনগর।

সতীত্ব নারীর ভূষণ।

পাঠিকাগণের কাছে করি নিবেদন।
দোষ পরিহরি, সবে করিবে পঠন॥
লিখিবারে ইচ্ছা আছে নাহিক শকতি।
যা পারি লিখিব কিছু সতীর ভারতি॥
বিদ্যাহীনা নারী আমি নাহি কিছু জ্ঞান।
মন দুখে হয়ে আছি সদা ম্রিয়মান॥
শুনিয়াছি পূর্ব্বকালে সতী নারীগণ।
কতকষ্ট সয়েছিল পতির কারণ॥
পতির চরণে দৃঢ় ভক্তি থাকে যার।
পরকালে পতিসহ স্বর্গেবাস তার॥
পরম দেবতা পতি পরমার্থ দাতা।
নারীর কারণে ইহা স্রজেন বিধাতা॥
ভজন সাধন যাগ যজ্ঞ আদি যত।
পাতিব্রত্য ধর্ম্ম বিনা সব হয় হত॥
অসতী হইলে হয় নরক গামিনী।
অশেষ প্রকারে শাস্তি দেন চিন্তামনি॥
অসতী পরশ অন্ন ভোজন যে করে।
বিষম পাতক তার শরীরে সঞ্চারে॥
পতি বিনা সতীর নাহিক অন্য ধন।
পতিহীনা হলে প্রাণ ধরা কি কারণ?
যমেরে করিয়া জয় সাবিত্রী যুবতী।
কত কষ্টে বাঁচাইল সত্যবান পতি॥
দময়ন্তী সতী ভীম ভূপতির কন্যে।
কলির কুচক্রে পতি হারায়ে অরণ্যে॥

বনে বনে একাকিনী অনাথিনী হয়ে।
ভ্রমণ করিল কত নানা কষ্ট সয়ে॥
রাখিয়া সতীত্ব ধর্ম্ম ধর্ম্মের কৃপায়।
পাইল সে গুণবতী পতি পুনরায়॥
মহালক্ষ্মী সীতা দেবী শ্রীরাম কামিনী।
রাবণ হরিল বনে পেয়ে একাকিনী॥
লয়ে গিয়া অবলায় লঙ্কার ভিতর।
মিষ্ট ভাষে তুষিবারে সাধিল বিস্তর॥
তার বাক্যে না ভুলিল জনক-নন্দিনী।
নিয়ত করিত মুখে রামরাম ধ্বনি॥
সতীত্বে পাইল সতী পতি দাশরথি।
সবংশে হইল নাশ রাবণ দুর্ম্মতি॥
ভারতে শুনেছি পূর্ব্বে অপূর্ব্ব কাহিনী।
গান্ধারী নামেতে সতী গান্ধার নন্দিনী॥
অন্ধপতি হবে সতী শুনিয়া শ্রবণে।
পতি যদি অন্ধ হবে কি কাজ নয়নে॥
পতির দুখের দুখি হইবার মনে।
শত পুরু পট্ট বস্ত্র বান্ধেন নয়নে॥
পতির নিধনে দেখ হয়ে দুঃখান্বিতা।
কাদম্বরী ব্রহ্মচারি আর মহাশ্বেতা॥
বিষম কঠোর তপ করি আচরণ।
উভয়ে পাইল পতি, বাহুল্য বর্ণন॥
ভরত জননী দেবী নাম শকুন্তলা।
তাঁর পতি তাঁরে ভোলে হয়ে রাজভোলা॥
কত অপমান সহ্য করিল সুন্দরী।
ক্ষমিল পতির দোষ যাতনা পাশরি॥
শ্রীবৎস্য রাজার রাণী চিন্তা নামে সতী।
শনির প্রকোপ পড়ে হারাইল পতি॥
কত কষ্ট সয়ে ছিল কহনে না যায়।
বহু কষ্টে বহু দিনে পুন পতি পায়॥
অবলার সার ধর্ম্ম পতিপ্রতি মন।
না জানিলে হয় নারী অযশ ভাজনে॥
শুনগো ভগিনীগণ আমার মিনতি।
সদত সরল মনে সেব প্রাণপতি॥

নম্রভাবে সদা প্রাণ স্থির করি মন।
সুমেরু সমান ধর্ম্ম না কর লঙ্ঘন॥

শ্রী ভা * * দেবী
কোন্নগর।

৫ম ভাগ বামাবোধিনীর সংখ্যা ক্রমে সূচী পত্র।

৫ ম ভাগ বামাবোধিনীর বিষয় অনুসারে সূচীপত্র।

ক্রোড়পত্র।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

৭৪ সংখ্যা। } আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১২৭৬। { ৫ম ভাগ।

নিম্নলিখিত ছাত্রীরা নিম্ন লিখিত রূপে পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছে।

প্রথম শ্রেণী।

১। শ্রীমতী দেবরানী — মেঘনাদ বধকাব্য ১ম ভাগ, নারীশিক্ষা ২য় ভাগ, কুসুমাঞ্জলী। কাগজ, কলম, পেনশীল ও ছুরী।

২। ,, স্বর্ণময়ী — শব্দার্থ প্রকাশিকা, স্ত্রীর প্রতি উপদেশ, পেনশীল।

৩। ,, নারায়ণী — বাঙ্গালার ইতিহাস, কুসুমাবলী, স্ত্রীর প্রতি উপদেশ, পেনশীল।

৪। ,, রাধারাণী — ধাত্রী শিক্ষা, বিশ্বশোভা। পেনশীল।

৫। ,, কুসুমকামিনী — শিশুপালন ১ম ও ২য় ভাগ, পেনসীল।

দ্বিতীয় শ্রেণী।

১। শ্রীমতী থাকমণী — বিশ্বশোভা ও বামাচরিত, পেনসীল।

২। ,, নিধুমনী — কেম্বিস, পশম, ছুঁচ, কাঁচী, টুপীর প্যাটেল ও টিনের বাক্স।

৩। ,, মনোমোহিনী — রামারঞ্জিকা, আখ্যানমঞ্জরী, বামাচরিত, পেনসীল।

৪। ,, শশিমণি — নারীশিক্ষা ১ম ভাগ, ব্রহ্ম সংকীর্ত্তন, স্ত্রীর প্রতি উপদেশ, পেনসীল।

৫। শ্রীমতী নিস্তারিনী — নারীশিক্ষা ১ম ভাগ, উপদেশ মালা, পেনসীল।

৬। ,, চণ্ডমণী — সুশীলার উপাখ্যান ৩য় ভাগ, বিবিধ উপদেশ সংগ্রহ, পেনসীল।

তৃতীয় শ্রেণী।

১। শ্রীমতী নিতম্বিনী — নারীশিক্ষা ১ম ভাগ ও চারুপাঠ ১ম ভাগ, স্ত্রীর প্রতি উপদেশ, পেনসীল।

২। ,, দেবরাণী — রামারঞ্জিকা, বিবিধ উপদেশ সংগ্রহ, পেনসীল।

৩। ,, লক্ষ্মীমণী — সুশীলার উপাখ্যান ৩য় ভাগ, বিবিধ উপদেশ সংগ্রহ পেনশীল।

চতুর্থ শ্রেণী।

১। শ্রীমতী লবঙ্গমণী — সুশীলার উপাখ্যান ১ম ভাগ ও স্ত্রী পতি উপদেশ, উটপেনসীল।

২। ,, কাত্যায়নী — বোধোদয়, হিতশিক্ষা, পেনসীল।

৩। ,, শশিমণী — ঐ ঐ ঐ।

৪। ,, মনোমোহিনী — স্বাস্থ্যরক্ষা ও স্ত্রীর প্রতি উপদেশ, পেনসীল।

পঞ্চম শ্রেণী।

১। শ্রীমতী আমোদিনী — তিন প্রকার খেলানা ও হাতীর দাঁতের সরু চিরুনী এবং শরীর পালন।

২। ,, নিত্যকেশী — তিন প্রকার খেলনা ও হাতীর দাঁতের শরুচিরুনী ও স্ত্রীর প্রতি উপদেশ।

৩। ,, ভগবতী — ঐ ঐ।

৪। ,, বিনোদিনী — মনোরঞ্জন ইতিহাস, ঐ প্রকার খেলনা ও চিরুনী।

বাক্সটী হাতে করিয়াছে অমনই তাহার মধ্য হইতে একটী গান, বাজিতে আরম্ভ হয়। চোর বাক্সের মধ্যে হইতে অকস্মাৎ একটা শব্দ বাহির হইতে শুনিয়া ভয়ে চমকিত হয় এবং উহার মধ্যে একটা প্রেতা-আদি কিছু আছে মনে করিয়া তৎ-ক্ষণাৎ তাহা ভূমিতলে নিক্ষেপ করে। বাক্স নিক্ষেপের এবং গানের শব্দে সাহেব এবং তাহার পত্নীর নিদ্রা ভঙ্গ হয় এবং তাহারা উঠিয়া দেখে যে চৌরেরা বাক্সটা দূরে নিক্ষেপ করিয়া পলায়ন করি-আছে!

সঙ্গীতের অনেক অসাধারণ শক্তি আছে।

৮ম। আফ্রিকার অন্তঃপাতী আল-জিরিয়াতে একটী কূপ খনন করা হইয়াছে তাহার প্রায় একশ হাত নিম্নতল হইতে যেমন প্রভূত পরি-মাণে জলরাশি উত্থিত হইয়াছে তেমনই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্যরাশি উঠি-য়াছে। উক্ত কূপের বালুকার সহিত নীলনদের গর্ভস্থ বালুকার সৌসাদৃশ্য থাকায় ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে নীলনদের গর্ভের সহিত উহার যোগ আছে।

৯ম। আমেরিকায় এক প্রকার ব্যোমযান প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাতে ৬ জন লোক আরোহণ করিয়া শূন্য পথে এক স্থান হইতে স্থানান্তর গমনাগমন করিতে পারে। উহা দ্বারা এক ঘন্টায় অন্যূন ১৫ ক্রোশ পথ যাওয়া যাইবে। মেল মাউণ্ড পার্ক নামক স্থানে সম্প্রতি ঐ আ-কাশরথের পরীক্ষা হইয়াছিল তা-হাতে উহার গতি যেরূপ সুন্দররূপে দেখান হইয়াছে, উহার প্রবর্ত্তকগণ আশাতীত ফল লাভ করিয়াছেন।

১০ম। বিলাতের কেম্ব্রিজ বিশ্ববি-দ্যালয়ে স্ত্রীলোকদিগের যে পরীক্ষা গ্রহণের সংবাদ গত বারের পত্রি-কায় দেওয়া হইয়াছিল, সেই সকল পরীক্ষার্থিনীর পরীক্ষা ফল প্রকা-শিত হইয়াছে। ধর্ম্মশাস্ত্র, পাটী-গণিত, ইতিহাস, সাহিত্য, রচনা এই কয়েক বিষয়ে ১০ জন ১ম শ্রেণীতে, ৮ জন ২য় শ্রেণীতে এবং ৭ জন তৃতীয় শ্রেণীতে পরীক্ষা দেন। শুদ্ধ ভাষাতে ২ জন ১ম শ্রেণী, ২ জন ২য় শ্রেণী এবং ১০ জন ৩য় শ্রেণীতে পরীক্ষা দেন। অনেক গুলি স্ত্রী ধর্ম্ম বিষয়ক জ্ঞান, পাটী-গণিত এবং ইংরাজী ফরাসী ও জার্মান ভাষার পরীক্ষায় বিশেষ পারদর্শিতা প্রকাশ করিয়াছেন এবং

অধিক সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন। পাটীগণিত ১জন, বার্ত্তাশাস্ত্রে ৩জন, চিত্রবিদ্যায় ২ জন এবং সঙ্গীত শাস্ত্রে ১ জন পরীক্ষোত্তীর্ণা হইয়াছে।

এডুকেশন গেজেট হইতে গৃহীত।

১১শ। জলপাত্রের মধ্যে কয়লা এবং বালুকা স্তরে স্তরে বসাইয়া তাহার উপরে জল ঢালিয়া দিয়া নীচে একটী ছিদ্র করিয়া দিলে জল সুপরিষ্কৃত হইয়া আইসে। জল পরিষ্কার করিবার এই প্রথা সকলেরই জানা আছে। সম্প্রতি আমেরিকার অন্তর্গত ফিলেডেলফিয়া নগরে জল পরিষ্কার করিবার অন্য এক প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। একটা চুঙ্গীর এক মুখ অতি পরিষ্কার বস্ত্রদ্বারা আবৃত করিয়া এবং অপর দিকে একটী নল আঁটিয়া বস্ত্রাবৃত মুখকে নীচের দিকে রাখিয়া জলে ডুবাইতে হয়। অনন্তর নলের প্রান্তভাগে মুখ দিয়া শোষণ করিয়া দিলে জল ঐ প্রান্ত দিয়া পরিষ্কৃত হইয়া বাহির হইতে থাকে।

১২শ। গত মে মাসে ইটালির অন্তর্গত নেপলস নগরে রক্তবর্ণ বৃষ্টি হইয়াছিল। বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, বৃষ্টির জলের সহিত এক প্রকার লোহিত বর্ণ সূক্ষ্ম গোলাকার পদার্থ মিশ্রিত হওয়াতে বৃষ্টির জল রক্তবর্ণ হয়। ঐ সকল পদার্থ আফ্রিকার মরুভূমি হইতে উত্থাপিত ও বায়ুদ্বারা বাহিত হইয়া ভূমধ্য সাগর অতিক্রমপূর্ব্বক ইউরোপ পর্য্যন্ত আইসে। ঐরূপ ধূলা আরও অনেক বার ইউরোপ খণ্ডের স্থানে স্থানে পড়িয়াছে। প্রায় ২০ বৎসর হইল ঐরূপ রক্তবৃষ্টি ভালেন্স নগরে হইয়াছিল, এবং একবার বর্লিন নগরেও হয়। বায়ুদ্বারা যে কেবল নির্জীব পদার্থই দূর দেশে বাহিত হয়, এমত নহে। গত জানুয়ারি মাসে সেভরের অন্তর্গত আরাচস নগরে এক প্রকার পতঙ্গ বৃষ্টি হইয়াছিল। এই সকল পতঙ্গ কেবল ফ্রান্সের মধ্যভাগস্থিত বনে পাওয়া যায়। কএক বৎসর পুর্ব্বে সারডিনিয়া দ্বীপজাত এক প্রকার মাছির লক্ষ লক্ষ ডিম্ব উড়িয়া গিয়া ইটালির উত্তরভাগস্থিত টিউরিন নগরে পড়ে। এদেশেও রক্তবৃষ্টি এবং অণুকীট বৃষ্টির কথা অনেক শুনা যায়। এই রূপে বায়ু পরিচালিত হইয়া সংক্রামক রোগ সকলের বীজও এক দেশ হইতে দূর দেশ সকলে নীত হইয়া থাকে।

কলিকাতা, ১১৫ নং ভবনে শ্রীযুক্ত যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় কোং'র যন্ত্রে মুদ্রিত।
১লা আশ্বিন, সন ১২৭৩ সাল।